উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৩,৭৩৪.২৫ (+২৮৩.২৯)

নিফটি : ২৫,৮১৯.৩৫ (+৯৩.৯৫)

মায়াপুরে এসে চৈতন্য শরণে শা ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৩°	১৬°	৩২°	১৪°	৩৩°	১৪°	৩৩°	১৪°

বিধানসভার আগেই বঙ্গে ভোটের দামামা ১০

১৬-র নীচে সোশ্যাল মিডিয়ায় না! ভাবনা কেন্দ্রের ১০

শিলিগুড়ি ৬ ফাল্গুন ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 19 February 2026 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 271

আলুতে অশনিসংকেত

ফলন বেশিতে চিন্তা

সপ্তর্ষি সরকার ও তুষার দেব

১৮ ফেব্রুয়ারি : গত মরশুমের লোকসানের ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগেই এবার প্রাক মরশুমি পোখরাজ আলুর ফলন এবং বাজারদর ভয় ধরিয়েছে কৃষক এবং ব্যবসায়ীদের মনে। মার্চের গোড়ায় মাঠ থেকে তোলা জ্যোতি ও হল্যান্ড আলু বাজারে এলে সেই ভয় কার্যত বিপর্যয় হয়ে দাঁড়াবে বলে আশঙ্কা সকলের।

DESUN HOSPITAL SILIGURI
যে কোনও বিপদে ভরসা থাক ডিসানে
• হার্ট অ্যাটাক • স্ট্রোক
• বার্ন • অ্যাক্সিডেন্ট
24x7 Emergency
90 5171 5171

এই মুহূর্তে গড়ে ৪ টাকা কেজি দরে প্রাক মরশুমি পোখরাজ আলু বিক্রি করতে হচ্ছে চাষিদের। এর পিছনে বড় কারণ যেমন নেপাল, বাংলাদেশে লাল আলুর রপ্তানি প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়া তেমনই অসমের

এরপর আটের পাতায়

উত্তরের খতিয়ান

আনুমানিক ফলন

৪৭ লক্ষ টন

(সাড়ে ৯ কোটিরও বেশি প্যাকেট)

- কোচবিহারে ১১ লক্ষ টন
- আলিপুরদুয়ারে ৬ লক্ষ টন
- জলপাইগুড়িতে ১০ লক্ষ ১৪ হাজার টন
- দার্জিলিং ও কালিম্পং মিলে ১ লক্ষ ৫ হাজার টন
- উত্তর দিনাজপুর ৮ লক্ষ ৪০ হাজার টন
- দক্ষিণ দিনাজপুর ৬ লক্ষ টন
- মালদা ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টন

দামে আশঙ্কা

এই মুহূর্তে গড়ে ৪ টাকা কেজি দরে প্রাক মরশুমি পোখরাজ আলু বিক্রি হচ্ছে। দু'সপ্তাহের মধ্যে মরশুমি জ্যোতি ও হল্যান্ড আলু উঠলে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হবে।

সংকট যেখানে

- অসম-ওড়িশা-বিহারে আলু রপ্তানিতে বারবার রাজ্য সরকারের নিষেধাজ্ঞার জেরে সেখানকার বাজার ধরেছে উত্তরপ্রদেশের আলু
- নেপাল ও বাংলাদেশে আলু রপ্তানির সম্ভাবনা প্রায় নেই
- অসমে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় ব্যাপকহারে প্রাক মরশুমি আলু চাষ

সংরক্ষণ

উত্তরবঙ্গে এবার ৯১টি হিমঘরে সর্বোচ্চ ৩ কোটি ২৫ লক্ষ প্যাকেট আলু রাখা যাবে

তৈরি হচ্ছে এলিভেটেড হাইওয়ে। ধুলোয় ঢাকা পড়ছে শিলিগুড়ি শহর। ছবি : প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শহরে বিপন্ন শ্বাসযন্ত্র

'উন্নয়ন'-এর ধুলোয় ক্রনিক অসুখ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের বহির্বিভাগের সামনে দীর্ঘ লাইন। সেই লাইনে দাঁড়িয়ে আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা সুনন্দা দাম। চেহারায় ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট, বারবার কাশছেন। বিরক্তি আর অসহায়তা মিশিয়ে বললেন, 'প্রায় দেড় মাস ধরে ভীষণ কাশি হচ্ছে। প্রথম থেকেই হাসপাতালে চিকিৎসা করাচ্ছি। আমাদের ওয়ার্ডে রাস্তা খুঁড়ে বিদ্যুতের কেবল পাতা হচ্ছে। ডাক্তার বলেছেন, রাস্তার ধুলো এড়িয়ে চলতে হবে, মাস্ক পরতে হবে। চিকিৎসক প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হতে নিষেধ করেছেন। সে উপায় কি আর আছে!'

সুনন্দাদেবীর এই আক্ষেপ বা শারীরিক যন্ত্রণা আজ আর কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। শিলিগুড়ি যেন এখন ধুলোর শহর। যত দূর চোখ যায়, কেবল ধোঁয়াশা আর ধূসর আস্তরণ। ফাল্গুনী হাওয়ায় সেই ধুলো এখন ঘরে ঘরে ঢুকে পড়ছে, আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রোগভোগ। হাসপাতাল থেকে প্রাইভেট চেম্বার- সর্বত্রই শ্বাসকষ্ট আর কাশিতে আক্রান্ত রোগীদের ভিড়। সঙ্গে রয়েছে চোখজ্বালা, লাল হয়ে যাওয়ার মতো কঠিন সমস্যাও।

- দীর্ঘদিন ধুলোবালি ঢুকলে ফুসফুসে সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে
- রাস্তার ধুলোয় সর্দি-কাশি ও শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা
- বাতাসে উড়ে বেড়ানো পার্টিকুলেট ম্যাটার সরাসরি শ্বাসনালিতে ঢুকছে
- রক্তের ম্যাক্রফাজের কার্যক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে আসছে

শহরের এই পরিস্থিতির জন্য মূলত দায়ী দীর্ঘমেয়াদি খোঁড়াখুঁড়ি। এক বা দু'দিন নয়, বছরখানেক ধরে ভাঙা রাস্তা এবং সেই রাস্তার ধুলো পেরিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। উন্নয়নের নামে বিদ্যুতের ভূগর্ভস্থ কেবল পাতার কাজ চলছে। সেই কাজ করতে গিয়ে শহরের অধিকাংশ রাস্তা খুঁড়ে ফেলা হয়েছে। বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির দাবি, কেবল পাতার পরে তারা রাস্তাগুলি পুরনিগম এবং পূর্ত দপ্তরকে হস্তান্তর করে দিয়েছে। কিন্তু বাস্তব চিত্র বলছে অন্য কথা। মেরামতির অভাবে সেই ক্ষতবিক্ষত রাস্তা দিয়ে গাড়ি চললেই ধুলোর ঝড় উঠছে। আর এর ফলে ধুলো থেকে শহরবাসী বিভিন্ন রোগভোগের শিকার হচ্ছেন।

শহরের বিশিষ্ট পালমনোলজিস্ট ডাঃ ইন্দ্রনাথ ঘোষ উদ্বিগ্ন। তিনি পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলছেন, 'দীর্ঘদিন ধুলোবালি ঢুকলে ফুসফুসে সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তখন ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ, ইনহেলার ব্যবহার করতে হবে।' তিনি আরও সতর্ক করে জানান, যে সমস্ত মানুষের আগে থেকেই শ্বাসকষ্টের সমস্যা রয়েছে, এই ধুলোয় তাঁদের আরও মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। শহরের ব্যস্ততম রাস্তাগুলি এভাবে দিনের

এরপর আটের পাতায়

No Filters.
No Bias.
Just The Truth.
সাদা কে সাদা
কালো কে কালো
বলাই আমাদের ধর্ম
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের চোরাবালিতে ডুবছে তৃণমূল

বিক্রির জন্য প্লট করে রাখা হয়েছে জমি।

ভোটের অঙ্ক

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : 'আপনার যা বাজেট তাতে ওই ডান দিকের প্লটটা হয়ে যাবে।' আঙুল তুলে হাতিঘিসার রাস্তার পাশে কংক্রিটের পিলার বসানো জমির দিকে তাকিয়ে বলছিলেন বছর চল্লিশের এক ব্যক্তি। ক্রেতা মণিপুরের বাসিন্দার মুখে তখন চওড়া হাসি। মিনিট দশেক আলোচনার পর দুজনেই এসে বসলেন রাস্তার পাশের একটি চায়ের দোকানে। 'পরে কোনও সমস্যা হবে না তো?' মণিপুরের বাসিন্দা ভাঙা হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করতেই মুচকি হাসলেন দ্বিতীয় ব্যক্তি। খানিকক্ষণ চুপ থাকার পর বললেন, 'এখানে সব সেটিং করা আছে। এমনি এমনি এত লোককে এনে বসাইনি।' চা খেয়ে মিনিট পনেরো পর দুজনে দোকান ছাড়তেই দোকানি এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'দেখলেন তো কীভাবে সরকারি জমি বিক্রি করে দিচ্ছে। সব নেতাদের মদতে হচ্ছে। মণিপুর থেকে লোক ধরে আনছে আর বসিয়ে দিচ্ছে।' আধ ঘণ্টার ওই গল্পটাই নকশালবাড়ি এলাকার পরিস্থিতি ও সাধারণ ভোটারদের না বলা অনেক কথাই বলে দেয়।

তরাইয়ের বুক চিরে বয়ে যাওয়া বালাসনের জলস্রোত যতখানি স্বচ্ছ, দার্জিলিং জেলার মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের রাজনৈতিক চোরাবালির সমীকরণ ঠিক ততখানিই ঘোলাটে। একসময়ের অগ্নিগর্ভ নকশাল আন্দোলনের আঁতুড়, যেখানে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ শোনা গিয়েছিল, সেখানে রাজনীতির রং বদলেছে বহুবার। বামেদের লাল দুর্গ ধসে গিয়ে সেখানে কখনও হাত শিবির থাবা বসিয়েছে, আবার কখনও পদ্ম শিবিরের জয়পতাকা উড়েছে। কিন্তু আশ্চর্য এক সমীকরণ মেনে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস আজ পর্যন্ত এই মাটির দখল নিতে পারেনি। এবারের নির্বাচনে আদর্শের চেয়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের হুংকার আর জনবিন্যাসের জটিল পাটিগণিত

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। আজ নজরে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি

অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

নকশালবাড়ির আকাশে লাল পতাকার আধিপত্য আজ অতীত হলেও তা একেবারে মুছে যায়নি। চা বাগানের স্যাঁতসেঁতে গলি থেকে শুরু করে শিক্ষিত সমাজের ড্রয়িংরুম- সিপিএমের তাত্ত্বিক আধিপত্য আজও কিছু মানুষের হৃদস্পন্দনে টিকে আছে। কিন্তু সমকালীন রাজনীতির পরিহাস হল, এই বাম ভোটই এখন বিজেপির জয়ের সোপান হয়ে উঠছে। তৃণমূলকে রোখাই যাঁদের মূল লক্ষ্য, সেই বাম ভোটারদের

এরপর আটের পাতায়

তুলাইপাঞ্জিকে রাষ্ট্রসংঘের স্বীকৃতি

পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত তুলাইপাঞ্জি-গোবিন্দভোগ-কনকচূড়কে খাদ্য-সংস্কৃতির হেরিটেজ স্বীকৃতি দিয়েছে রাষ্ট্রসংঘ। তবে বিপণন নিয়ে আক্ষেপ উত্তরবঙ্গে।

রাহুল দেব ও নয়নিকা নিয়োগী

রায়গঞ্জ ও কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : রাষ্ট্রসংঘের স্বীকৃতির তালিকায় উত্তরবঙ্গের তুলাইপাঞ্জি চাল। তবে উত্তরবঙ্গের না বলে গৌড়বঙ্গের চাল বলাই ভালো। মূলত এই চাল উৎপাদিত হয় উত্তর দিনাজপুর জেলায়। দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা জেলাতেও আজকাল কিছু চাষ হয়। সুগন্ধ ও স্বাদের জন্য বিখ্যাত এই চালটি রাষ্ট্রসংঘের স্বীকৃতিতে গোবিন্দভোগ ও কনকচূড়ের সমান মর্যাদা পেল।

পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত এই তিনটি চালকে খাদ্য-সংস্কৃতির হেরিটেজ স্বীকৃতি দিয়েছে রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংগঠন (এফএও)। এই স্বীকৃতিতে উচ্ছ্বসিত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজমাধ্যমের পোস্ট থেকে খবরটি বুধবার ছড়িয়ে পড়ে। মুখ্যমন্ত্রী এই স্বীকৃতিকে বাংলার কৃষকদের উৎসর্গ করেছেন।

তুলাইপাঞ্জির এই মর্যাদায় এই চালের ধাত্রীভূমি উত্তর দিনাজপুরের কৃষকরা গর্বিত। যদিও চালটি বিপণনের যথাযথ ব্যবস্থা নেই বলে তাঁদের আক্ষেপও আছে। বিপণন পুরোটাই নিয়ন্ত্রিত হয় স্থানীয় চাল ব্যবসায়ীদের হাত ধরে। কেউ কেউ শিলিগুড়িতে গিয়ে একটি বেসরকারি জৈব ফসলের হাটে বিক্রি করেন বটে। কিন্তু তাতে পরিবহণ খরচ ভালো অঙ্কের হয় বলে সকলের ধরাছোঁয়ার মধ্যে নেই।

উত্তর দিনাজপুর জেলার

রায়গঞ্জে তুলাইপাঞ্জি খেতে এক কৃষক। -ফাইল চিত্র

করণদিঘি ব্লকের মাছোল এলাকার শ্যামচন্দ্র লালা বহু বছর তুলাইপাঞ্জি চাষের সঙ্গে যুক্ত। তিনি মাসে অন্তত একবার শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি জৈব হাটে নিয়ে গিয়ে চাল বিক্রি করেন। ওই বাজারে গড়ে ২০০ টাকা কেজি দাম মেলে। তাঁর কথায়, 'রাজ্য সরকার আমাদের বীজ সরবরাহ করে বটে। কিন্তু বাজারজাত করার কোনও সরকারি ব্যবস্থা নেই। আমরাই বাজারে নিয়ে যাই।'

তিনি জানালেন, অনেকে ফলন হওয়ার পরপরই পাইকারদের বিক্রি করে দেন। ফলে ন্যায্য মূল্য সবসময় পান না তাঁরা। সবার পক্ষে পরিবহণ খরচ দিয়ে বাজারে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। শ্যামের কথায়, 'বাজারজাত করা বা বিপণনের জন্য সরকার এখনও কোনও উদ্যোগ নেয়নি।' রায়গঞ্জের চাল বিক্রেতা দিলীপ কুণ্ডু জানালেন, সরাসরি অনেকে চাষিদের কাছ থেকে ধান কিনে চাল তৈরি করেন। তাঁদের পুটি বলা হয়।

এরপর আটের পাতায়

একতিয়াশালে সংক্রমণে আশঙ্কা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকে ফের হেপাটাইটিস-এ থাবা বসিয়েছে। সঙ্গে দোসর হয়েছে লেপ্টোস্পাইরোসিস। গত বছর অগাস্ট মাসে রাজগঞ্জে লেপ্টোস্পাইরোসিসে প্রচুর আক্রান্ত হয়েছিলেন। বেসরকারিভাবে একজনের মৃত্যুর খবরও ছিল। সেই সময়ও এখানে হেপাটাইটিস-এ পাওয়া গিয়েছিল। এমনকি একই রোগী লেপ্টোস্পাইরোসিসের পাশাপাশি হেপাটাইটিসেও আক্রান্ত হয়েছিলেন। ছয় মাসের মধ্যে এখানে ফের এই রোগগুলির সংক্রমণ হওয়ায় আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে শিলিগুড়ি পুরনিগম লাগোয়া দক্ষিণ একতিয়াশাল এলাকাতেও এই রোগগুলির উপসর্গ পাওয়া গিয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর অবশ্য অভয় দিয়েছে। জলপাইগুড়ির উপমুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (২) রুমি মণ্ডল বলেছেন, 'ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হয়েছে। এলাকাভিত্তিক রোগীদের শারীরিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। রোগীদের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হচ্ছে।'

গত বছর অগাস্ট মাসে রাজগঞ্জ ব্লকের সন্ন্যাসীকাটা, চেকরমারি, পেলকুজোত এলাকায় লেপ্টোস্পাইরোসিস প্রথম থাবা বসিয়েছিল। এর পাশাপাশি এখানে হেপাটাইটিস-১ এবং স্ক্রাব টাইফাসেও বহু মানুষ আক্রান্ত হয়েছিলেন। ফের এই ব্লকেই আবার হেপাটাইটিসের সংক্রমণ পাওয়ায় চিন্তা বাড়ছে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি মাসের প্রথম দিক থেকেই রাজগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন এলাকা থেকে জ্বর, মাথা সহ পুরো শরীরে ব্যথা, বমি ভাব, চোখ সহ শরীরের কিছু অংশ হলুদ হয়ে যাওয়া এবং

এরপর আটের পাতায়

তারা সুন্দরী
এক নারী, এক জীবন
কিন্তু লড়াই অনেক।
বিস্মৃতির আড়াল থেকে 'তিনি' ফিরছেন।
তৈরি থাকুন ঐতিহাসিক মুহূর্তের জন্য

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/আরটি০৩-২০২৬/কে/১৬৪৫; তারিখ: ১২-০২-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং ঃ আরটি০৩-২০২৬। কাজের নাম ঃ "সুকনা-দার্জিলিং-এ ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ :- এডিইএন/দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের আওতাধীন সুকনা থেকে দার্জিলিং (দোর্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে সেকশন) কোয়ার্টার মেরামত এবং রঙ করার মাধ্যমে (মোট - ১০০ ইউনিট)"। টেন্ডার মূল্য: ৫২,৪০,০৭২/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ১,০৪,৮০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৬-০৩-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জিএন্ড সিএইচডি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

DDP/N-72/2025-26 Dt.-18.02.2026

e-Tender for 01 (one) no. of work under BEUP of NIT-DDP/N-72/2025-26 invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT-72 of 25-26 is 03/03/2026 at 12.00 Hours.
Details of NIT can be seen in **www. wbtenders.gov.in**

Sd/- Additional Executive Officer, Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

MAYNAGURI MUNICIPALITY

CORRIGENDUM NOTICE

Notice for extension of Date and Time for Submission of Bids and Opening of Tender. The tender details are as given below-
Ref. (i) e-NIT- **WBMAD/e-Tender/49/of EO/APAS/MNM/JAL/2025-26**
Tender Id- **2026_MAD_5011246_1 To 4**
Bid Submission End Date & Time- **24.02.2026 UPTO 05:00 PM.**
Bid Opening Date & Time:- **26.02.2026 AFTER 05:00 PM.**
Details of e- N.I.T. and Tender Documents may be downloaded from **www.tenders.wb.gov.in**

Sd/-
Chairman
Maynaguri Municipality

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫২২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৩০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৫৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩৮৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩৯০৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

অ্যাফিডেভিট

আমি Pinki Roy আমার মাধ্যমিক থেকে গ্র্যাজুয়েশন পর্যন্ত শিক্ষাগত নথিতে ও SC শংসাপত্রে পিতার নাম Bhabendra nath Roy রয়েছে কিন্তু D,eld এর নথি ও TET সার্টিফিকেট এ Late Bhabendra nath Roy রয়েছে 15/1/2026 তারিখে মাথাভাঙ্গা ফার্স্ট ক্লাস J.M. কোর্টের অ্যাফিডেভিটে জানাই, আমার পিতা Bhabendra Nath Roy এবং Late Bhabendra Nath Roy এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/120460)

অ্যাফিডেভিট

আমি Kanchan Harijan W/o Munna Harijan বাড়ি ও থানা হরিরামপুর। আমার ছেলের নাম Puran Harijan, আমার ছেলের জন্ম সার্টিফিকেটে (BAGCHA/545/2013) ভুল করে Rishi Harijan হবার কারণে ১১/০২/২০২৬ তারিখে J.M. Gangrampur at Buniadpur থেকে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার ছেলে Puran Harijan ও Rishi Harijan একই বলে পরিচিত হল। (C/120761)

কিডনি চাই

কিডনি চাই A+ বয়স ৪০ এর মধ্যে। পুরুষ বা মহিলা Document ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M.No - 8653198671. (C/120757)

ভাড়া

Rent for Godown 4200 Sq.Ft. 2½ Mile Checkpost, Call 9434049894, 9851414992. (C/120745)

হারানো / প্রাপ্তি

I have lost my SC Certificate at Kachari Premises near Bar Library Cooch Behar on 13-02-2026. Certificate details : Name : Jyotirmoy Singha Sarkar, S/o, Jatindra Nath Singh Sarkar, of Tufanganj, certificate No. 17. Date : 3.7. 1967. If found Contact : M : 9749686200. (C/119574)

●

আমি তুষার কান্তি দাস, পিতা স্বর্গীয় বিনোদ বিহারী দাস, গ্রাম+পো - চুয়াখোলা, থানা-ফালাকাটা, জেলা - Alipurduar এর বাসিন্দা। গত ১০/০২/২০২৬ তারিখে আমার কাস্ট সার্টিফিকেট হারিয়ে যায় অনেক খুঁজেও তা পাইনি। সার্টিফিকেট নম্বর 704/FKT/SC, Digital Number - WB2001SC200800204, কোনো ব্যক্তি যদি পেয়ে থাকেন এই মোবাইল No-6295754476 যোগাযোগ করবেন। (C/120755)

●

25.03.2009 তারিখের Rajganj ADSR অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 1477 নং দানপত্র দলিল হারিয়ে গেছে। সন্ধান পেলে যোগাযোগ করুন। 94759-63368. (C/120459)

অ্যাফিডেভিট

আমি, Ferdush Ali, S/o-Naharul Hoque, গ্রাম-গৌড়িয়া, পোঃ-মালিকপাড়া, চাঁচল, মালদা আমার পুত্রের জন্ম শংসাপত্রে যার Regd.No. B-2021:19-00788-004653, Dt. 25/9/21 আমার এবং ঠিকানায় গ্রামের নাম ভুল থাকায় গত 29/12/25 তারিখে J.M ফার্স্ট কোর্ট, চাঁচল মালদায় অ্যাফিডেভিট (নং-1258) বলে Ferdoush Ali থেকে Ferdush Ali এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি ও গ্রাম - Tengriyapara থেকে Gouria হিসাবে পরিচিত হলো। (S/T)

কর্মখালি

থাকা এবং খাওয়া ফ্রি, স্যালারি 10 থেকে 12 হাজার। শিলিগুড়ি এবং ইসলামপুরের জন্য ফ্যাক্টরিতে হেল্পার নেওয়া হচ্ছে। M: 8389002783. (C/120761)

●

শিলিগুড়িতে মহিলা হস্টেলে সবসময়ের জন্য বাঁধা কাজের মহিলা চাই। বেতন : ৯০০০/- M : 9474392077. (C/120458)

●

সমগ্র উত্তরবঙ্গে Kitchen Chimney and Domestic Water Purifier Install & Servicing করার জন্য Contractual basis স্থানীয় টেকনিসিয়ান প্রয়োজন। নিজস্ব বায়োডেটা শুধুমাত্র হোয়াইটসঅ্যাপ করুন। Mob : 9832363462.

●

We are looking for suitable candidates for the posts of Manager and Software Developer in one of North Bengal's leading Outdoor Advertising Company. Salary : Rs. 60,000 - Rs. 1,00,000/- (based on experience) Requirements : *Must have a two-wheeler,* Prior experience in an advertising agency will be preferred. Contact Details : P.S. Enterprise M.N. Sarkar Road Chanapatty, Mahananda Para Siliguri-734001, No. 790839 9146/7001735893/70012 05004. (C/120461)

অ্যাফিডেভিট

আমি Rupak Poddar, P.O.- Arapur PS-English Bazar, Dist Malda আমার P.N.B. পাসবুকে (A/C No-023301 0221651) আমার নাম ভুল থাকায় গত 18-02-2026 এ EM কোর্ট মালদহ অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Rupak Kumar Poddar থেকে Rupak Poddar করা হলো। যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/115467)

●

আমি Mariyam Bewa ভোটার লিস্ট 2002 বিধানসভা জলপাইগুড়ি ২০, পার্ট নং 84 SI No. 836 এ নাম Bagam Khatun আছে গত 18/02/26 তারিখে J.M, 1st কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Mariyam Bewa এবং Begam Khatun এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (C/120291)

ভারতীয় সেনাবাহিনী

www.joinindianarmy.nic.in

অগ্নিপথ প্রকল্পের অধীনে সেনাবাহিনীতে অগ্নিবীর নিয়োগের তথ্য

(২৭ সালের জন্য নিয়োগ প্রক্রিয়ার নিবন্ধীকরণের সূত্রপাত ১৪-ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ১লা এপ্রিল ২০২৬ এর মধ্যে।)

মূল লক্ষ্যণীয় বিষয়

(সাধারণ মানুষকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে নিম্নের তথ্যগুলি প্রদান করা হয়েছে এবং আইনগত দিক থেকে অপ্রযোজ্য)
(কার্যক্রমের তথ্যগুলি www.joinindianarmy.nic.in-এ প্রকাশ করা হয়েছে– আরও বিস্তারিত তথ্য নথিভুক্তকরণ করা হবে।)

শ্রেণিবিভাগ	বর্ণনা	বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটির অনুচ্ছেদ নং
নিয়োগের প্রকার	১. অগ্নিবীর জেনারেল ডিউটি ২. অগ্নিবীর প্রযুক্তিগত ৩. অগ্নিবীর ক্লার্ক/ স্টোর কিপার টেকনিকাল ৪. অগ্নিবীর ট্রেডসম্যান (দশম শ্রেণি উত্তীর্ণ এবং অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ) ৫. অগ্নিবীর মহিলাদের জন্য মিলিটারি পুলিশে জেনারেল ডিউটি পদ **দ্রষ্টব্য :-** অগ্নিবীর আবেদন প্রার্থীরা তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী যে কোনও দুটি পদের (উপরে উল্লেখিত) জন্য আবেদন করতে পারবেন।	অনুচ্ছেদ-১
বয়স	১৭½ - ২২ বছর (ন্যূনতম এবং সর্বোচ্চ বয়স নিয়োগের বছর ২০২৭-এর হিসেবে ১লা জানুয়ারি এবং ১লা জুলাই গণনা করা হবে)। **শুধুমাত্র মহিলাদের ক্ষেত্রে :-** বিশেষ শর্তে ৩০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য (প্রশিক্ষণে নিয়োগের তারিখ অনুসারে) এটিতে প্রতিরক্ষা বাহিনীতে কর্মরত মৃত কর্মচারীর বিধবারা অন্তর্গত।	অনুচ্ছেদ-১
শিক্ষাগত যোগ্যতা	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দ্বারা স্বীকৃত বিদ্যালয় শিক্ষার বোর্ডগুলি থেকে উত্তীর্ণ হতে হবে। ভারত সরকারের অনুযায়ী স্বীকৃত বোর্ডগুলির তালিকা www.joinindianarmy.nic.in-এর ওয়েবসাইটে প্রদান করা হয়েছে।	
শারীরিক মাপদণ্ড (পিএমটি, উচ্চতা, ওজন এবং বুকের প্রসার)	অঞ্চল অনুসারে এবং বিশেষ শিথিলতা প্রদান করা হবে।	অনুচ্ছেদ-৫
শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষণ (পিএফটি)	নিয়োগে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য শারীরিক সক্ষমতা পরীক্ষণে উত্তীর্ণ হওয়া অনিবার্য। **পুরুষদের জন্য :-** ১.৬ কিমি দৌড়, বিম (পুল-আপ) এবং ৯ ফিটের ডিচ এবং জিগজ্যাগ ব্যালেন্সে উত্তীর্ণ হতে হবে। **মহিলাদের জন্য :-** ১.৬ কিমি দৌড়, বিম (পুল-আপ), ৯ ফিটের ডিচ এবং জিগজ্যাগ ব্যালেন্সে উত্তীর্ণ হতে হবে। **দ্রষ্টব্য :-** আবেদনকারী যারা অগ্নিবীর প্রযুক্তি এবং অগ্নিবীর ক্লার্ক/ স্টোর কিপার টেকনিকালে আবেদন করছেন তাদের শুধুমাত্র সমস্ত শারীরিক পরীক্ষণে উত্তীর্ণ হতে হবে।	অনুচ্ছেদ- ২৪
বৈবাহিক অবস্থা	**পুরুষ :-** শুধুমাত্র অবিবাহিতরা	অনুচ্ছেদ- ১৮
	মহিলা :- অবিবাহিত, বিধবা, ডিভোর্সি অথবা আইনগত দিক থেকে বিচ্ছেদরও কোনও সন্তান নেই শুধুমাত্র তারা এই যোগ্যতার মানদণ্ডটি পূরণ করতে পারবে।	অনুচ্ছেদ- ১৮ এবং অনুচ্ছেদ-১
নিয়োগ প্রক্রিয়া	অনলাইন রেজিস্ট্রেশন/ আবেদন > অনলাইন কমন এন্ট্রান্স পরীক্ষা (সিইই) > নিয়োগ র‍্যালি (পিএফটি এবং পিএমটি) > স্বাস্থ্য পরীক্ষণ > নথিপত্র যাচাইকরণ।	অনুচ্ছেদ- ১৯
নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ	আনুমানিক ১লা থেকে ১৫ই জুন ২০২৭-এ সূচিত করা হয়েছে (সঠিক তারিখগুলি আলাদাভাবে প্রকাশ করা হবে)।	
কমন এন্ট্রান্স পরীক্ষা (সিইই)	অনলাইন কমন এন্ট্রান্স পরীক্ষা (সিইই) -১৩টি ভাষায় নেওয়া হবে (ইংরেজি, হিন্দি, মালয়ালাম, কান্নাড়, তামিল, তেলুগু, পাঞ্জাবি, উড়িয়া, বাংলা, উর্দু, গুজরাটি, মারাঠি এবং অহমিয়া)	অনুচ্ছেদ- ২১.৬
প্রশিক্ষণের সময়কাল	২৪ সপ্তাহ	
ছুটি	প্রতি বছরে ৩০ দিনের ছুটি অগ্নিবীরদের জন্য প্রযোজ্য। আরও ছুটি যেমন- অসুস্থতার হেতু ছুটি শুধুমাত্র সুদক্ষ চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুসারে আবেদন করা যাবে।	অনুচ্ছেদ- ১১
বেতন, ভাতা এবং অন্যান্য সুবিধা	সকল সংখ্যা টাকায় (মাসিক অবদান) আনুমানিক	অনুচ্ছেদ- ১৩ এবং ১৪

বছর	কাস্টমাইজ প্যাকেজ (মাসিক)	হাতে পাবেন (৭০%)	অগ্নিবীর কর্পাস ফান্ডে অবদান (৩০%)	কর্পাস ফান্ডে ভারত সরকারের দ্বারা অবদান
১ম বছর	৩০,০০০/-	২১,০০০/-	৯,০০০/-	৯,০০০/-
২য় বছর	৩৩,০০০/-	২৩,১০০/-	৯,৯০০/-	৯,৯০০/-
৩য় বছর	৩৬,৫০০/-	২৫,৫৫০/-	১০,৯৫০/-	১০,৯৫০/-
৪র্থ বছর	৪০,০০০/-	২৮,০০০/-	১২,০০০/-	১২,০০০/-

সেবানিধি	মোট অবদান অগ্নিবীর কর্পাস ফান্ডে ৪ বছর পর	টা: ৫.০২ লক্ষ + টা: ৫.০২ লক্ষ
	৪ বছর পর প্রস্থানে	আনুমানিক টা: ১০.৪ লক্ষ সেবানিধি প্যাকেজ অনুসারে (শুধুমাত্র প্রধান টাকা সুদ বাদে)
জীবনবিমা	অগ্নিবীরদের অবদানবিহীন জীবনবিমা ৪৮ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে যতদিন তারা কর্মরত রয়েছেন।	অনুচ্ছেদ- ১৫
মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ	যদি চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যু ঘটে, তবে বিমার ৪৮ লক্ষ টাকা ছাড়াও পরিবারের সদস্যকে এককালীন ৪৪ লক্ষ টাকা এক্স-গ্রাসিয়া অনুদান দেওয়া হবে।	অনুচ্ছেদ- ১৫
চিকিৎসা ও সিএসডি সুবিধা	চাকরিতে থাকাকালীন অগ্নিবীররা সার্ভিস হাসপাতাল থেকে চিকিৎসার সুবিধা এবং সিএসডি (ক্যান্টিন স্টোর ডিপার্টমেন্ট)-এর সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।	অনুচ্ছেদ- ১২
অগ্নিবীরদের নিযুক্তি মেয়াদ	০৪ বছর। ৪ বছরের মেয়াদের পরবর্তীতে ভারতীয় সেনাবাহিনী তাদের নিয়োগ রাখতে বাধ্য থাকবে না।	অনুচ্ছেদ- ৮
(নিয়মিত ক্যাডার)-এর সৈনিক হিসেবে অন্তর্ভুক্তি	৪ বছরের চাকরির সমাপ্তির পর, সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা এবং নির্দিষ্ট নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিটি ব্যাচের সর্বোচ্চ ২৫% অগ্নিবীরকে নিয়মিত ক্যাডারে স্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হবে।	অনুচ্ছেদ- ৮

সতর্কীকরণ

বিজ্ঞাপনের এই শর্তাবলি কেবল নির্দেশিকা স্বরূপ সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারি করা নিয়মাবলিই উত্তীর্ণ আবেদনকারীদের জন্য প্রযোজ্য হবে। ভারতীয় সেনাবাহিনী কোনও কারণ না দর্শিয়ে যে কোনও সময় সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল/ পরিবর্তন করার অধিকার রাখে। পরীক্ষা চলাকালীন আবেদনকারীদের কোনও প্রকার দুর্নীতি/ অসদুপায় অবলম্বন করতে দেখা গেলে তাদের স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে। রেজিস্ট্রেশনের সময় দেওয়া তথ্যই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে এবং কোনওপ্রকার পরিবর্তন পরবর্তীতে গ্রহণ করা হবে না। ভুল তথ্য দেওয়ার কারণে আবেদনকারীদের বাতিল করা হবে।

CBC 10601/11/0082/2526

আজ টিভিতে

দবং-টু বেলা ১১.৫৪ জি সিনেমা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ শ্রীমান ভূতনাথ, দুপুর ১.১৫ খেলাঘর, বিকেল ৪.৪৫ লাভেরিয়া, সন্ধে ৭.৪৫ জোর, রাত ১০.৪৫ লভ এক্সপ্রেস
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ নাগপঞ্চমী, দুপুর ১.০০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, বিকেল ৪.০০ জীবন নিয়ে খেলা, সন্ধে ৭.০০ আমাদের সংসার, রাত ১০.৩০ টোটাল দাদাগিরি
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ তুমি যে আমার, বেলা ১১.৩০ গুরুদক্ষিণা, দুপুর ২.৩০ কমলার বনবাস, বিকেল ৫.০০ রাজার মেয়ে পারুল, সন্ধে ৭.৩০ আশ্রয়, রাত ১০.৩০ সত্য মিথ্যা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ শিল্পান্তর
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ দাদার আদেশ
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মনের মানুষ
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৫৫ কিসি কা ভাই কিসি কা জান, দুপুর ২.১২ বেবি জন, বিকেল ৫.০৭ বিজনেসম্যান নাম্বার-টু, সন্ধে ৭.৩০ জয় হো, রাত ৯.৪৫ কুগল কুটাপ্পা
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.১০ ঘর ঘর কি কহানি, সন্ধে ৬.৫০ বাগবান, রাত ১০.৪০ বিচ্ছু
সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.০৪ হাত কি সফাই, দুপুর ১.০০ আন মিলো সজনা,

টোটাল দাদাগিরি রাত ১০.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

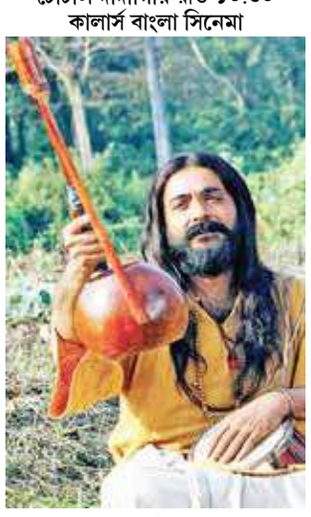

মনের মানুষ বিকেল ৩.০৫ আকাশ আট

বিকেল ৪.৩০ মস্তানা, সন্ধে ৭.৫৩ আ গলে লগ জা, রাত ১১.০৬ হীরা
স্টার গোল্ড সিলেক্ট : দুপুর ১.৩০ ফিলৌড়ি, বিকেল ৩.৫০ আ থার্সডে, সন্ধে ৬.০৪ জংলী, রাত ৮.০০ গ্যাহেরাইয়াঁ, ১০.৩০ আ জেন্টলম্যান
জি সিনেমা : বেলা ১১.৫৪ দবং-টু, দুপুর ২.২২ কুলি নাম্বার ওয়ান, বিকেল ৪.৩৫ কটিরা, সন্ধে ৭.৫৫ ভেট্টাইয়ান দ্য হান্টার, রাত ১১.০২ প্রাইম উইটনেস

টাইগার ফিশ : আফ্রিকাজ পিরানহা দুপুর ১.০০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সন্তানের পড়াশোনার খরচ বাড়তে পারে। বিয়ের কথাবার্তা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা। অপ্রত্যাশিত খবরে বাড়িতে আনন্দ। বৃষ : পারিবারিক বিবাদ আজ মিটে যেতে পারে। একাধিক উপায়ে আয়ের পথ খুললেও ব্যয় বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে শত্রুরা পরাজিত হবে। মিথুন : কোনও সমস্যা সমাধানের জন্য বাবার সাহায্য নিতে হতে পারে। উচ্চপদস্থ কোনও ব্যক্তির সহায়তায় ভালো সুযোগ পেতে পারেন। কর্কট : অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলতে না পারলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। বাড়ির কোনও গুরুজনের শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা বাড়বে। সিংহ : কর্মপ্রার্থীরা আজ ভালো সুযোগ পেতে পারেন। পথেঘাটে একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। ব্যবসায় শুভ ইঙ্গিত। কন্যা : পরিচিত কোনও ব্যক্তির দ্বারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। সন্ধের পর বাড়িতে আত্মীয়ের আগমনে খরচ বাড়বে। তুলা : প্রবাসী কোনও বন্ধুর জন্য চিন্তা হতে পারে। আজ জমি কেনাবেচায় যুক্তদের লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা। বৃশ্চিক : উচ্চশিক্ষার সঙ্গে জড়িতরা ভালো সুযোগ পেতে চলেছেন। দুপুরের পর গুরুত্বপূর্ণ কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে সফল হবেন। ধনু : লটারিতে আজ অর্থপ্রাপ্তির যোগ। কর্মপ্রার্থীরা কাজের সুযোগ পাবেন। পরিবারের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। মকর : বাড়ি, গাড়ি কেনা নিয়ে পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করে নিন। সামান্য কোনও কথা নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে মনোমালিন্য। কুম্ভ : ব্যবসা বা চাকরি, আজ দু'দিকেই অর্থভাগ্য ভালো। পরিবারের কোনও সদস্যের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি। পড়াশোনায় উন্নতি। মীন : নতুন কোনও ব্যবসায় অর্থলগ্নি করে চিন্তা বাড়বে। মানসিক চাপ কমাতে ধর্মকর্মে মন দিন। সর্দি, জ্বরে ভোগান্তির সম্ভাবনা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৬ ফাল্গুন, ১৪৩২, ভাঃ ৩০ মাঘ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ৬ ফাগুন, সংবৎ ২ ফাল্গুন সুদি, ১ রমজান। সূঃ উঃ ৬।১৩, অঃ ৫।৩০। বৃহস্পতিবার, দ্বিতীয়া অপরাহ্ণ ৪।৪২। পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ৯।৫২। সিদ্ধযোগ রাত্রি ৯।৫৩। কৌলবকরণ অপরাহ্ণ ৪।৪২ গতে তৈতিলকরণ শেষরাত্রি ৪।৫ গতে গরকরণ। জন্মে – কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে-ত্রিপাদদোষ, অপরাহ্ণ ৪।৪২ গতে দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ৯।৫২ গতে দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, অপরাহ্ণ ৪।৪২ গতে যাত্রা অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ২।৪১ গতে ৫।৩০ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৫২ গতে ১।২৭ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১।৬ গতে উত্তরে পশ্চিমেও নিষেধ, অপরাহ্ণ ৪।৪২ গতে যাত্রা নাই, সন্ধ্যা ৫।৩০ গতে পুনঃ যাত্রা মধ্যম মাত্র দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৯।৫২ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ২।৪১ মধ্যে পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন, রাত্রি ৯।৫২ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) – দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অপরাহ্ণ ৪।৪২ মধ্যে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মতিথি ও পূজা। মাহেন্দ্রযোগ – দিবা ৭।২৯ মধ্যে ও ১০।৩৬ গতে ১২। ৫৭ মধ্যে। অমৃতযোগ – রাত্রি ১।০ গতে ৩।২৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

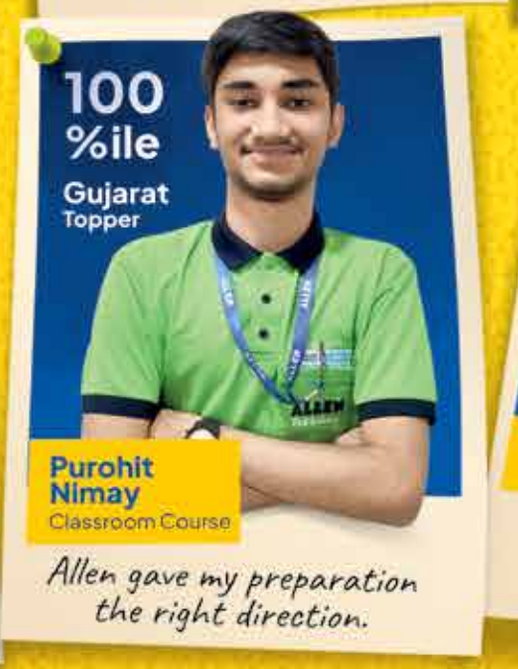

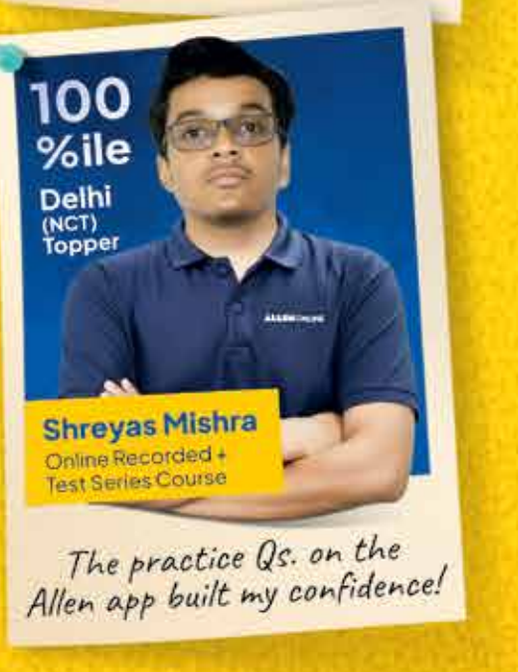

ALLEN
JEE MAIN 2026 (SESSION-1)
CHAMPIONS
ALLEN Results Validated by
EY
Shape the future with confidence
8 Out of 12 Overall 100%ilers from ALLEN
18 State Toppers
1 Perfect Scorer
100 %ile Rajasthan Topper
PERFECT 300 / 300 SCORER
Kabeer Chhillar
Classroom Course
My teachers encouraged me to do better.
100 %ile Rajasthan Topper
Arnav Gautam
Classroom Course
I honestly felt at home at Allen
100 %ile Bihar Topper
Shubham Kumar
Classroom Course
The Allen environment kept me motivated.
100 %ile Odisha Topper
Bhavesh Patra
Classroom Course
My every doubt got cleared right on time.
100 %ile Rajasthan Topper
Chiranjib Kar
Classroom Course
Regular tests helped me improve consistently.
100 %ile Gujarat Topper
Purohit Nimay
Classroom Course
Allen gave my preparation the right direction.
100 %ile Haryana Topper
Anay Jain
Classroom Course
1:1 mentorship kept me focused every day.
100 %ile Delhi (NCT) Topper
Shreyas Mishra
Online Recorded + Test Series Course
The practice Qs. on the Allen app built my confidence!
Madhya Pradesh Topper 99.999 %ile Riddhesh A. Bendale Classroom Course
Punjab Topper 99.997 %ile Bharat Bansal Classroom Course
Chhattisgarh Topper 99.993 %ile Yug Maheshwari Classroom Course
Assam Topper 99.981 %ile Yashraj Singh Classroom Course
Puducherry Topper 99.963 %ile H. Karthikeyan Classroom Course
Sikkim Topper 99.884 %ile Shaurya Veer Singh Classroom Course
Tripura Topper 99.861 %ile Adriraj Saha Classroom Course
Meghalaya Topper 98.961 %ile Vishnu B. Upadhyay Distance Learning
Manipur Topper 98.858 %ile Clinton Akoijam Distance Learning
Mizoram Topper 90.385 %ile Lallung Muana Khelte Classroom Course
ALLEN SILIGURI CHAMPIONS
99.895 %ile ADITYA AGARWAL Classroom Course
99.840 %ile OJAS KUMAR Classroom Course
99.587 %ile ABHIGYAN CHAK. Classroom Course
99.538 %ile HARSH KUMAR Classroom Course
99.248 %ile ABHIROOP MAJUMDER Classroom Course
99.231 %ile ADITYA SINGHAL Classroom Course
99.219 %ile AYUSH KUMAR JHA Classroom Course
99.204 %ile SAYAK DAS GUPTA Classroom Course
98.838 %ile YAHVI AGARWAL Classroom Course
98.631 %ile MAYANK AGARWAL Classroom Course
98.613 %ile KSSHITIZ K. MITTAL Classroom Course
98.442 %ile REYANSH JINDAL Classroom Course
98.428 %ile HRIDAM DAS Classroom Course
98.350 %ile KRISHNAV AGARWAL Classroom Course
98.350 %ile AMBAR DAS Classroom Course
98.220 %ile SHIVAM CHOUDHURY Classroom Course
98.216 %ile RITVIK KUMAR Classroom Course
98.211 %ile SARBADRITO MUKHERJEE Classroom Course
18 Students Secured 98%ile and above
As per result compiled till 17 Feb. 2026 (07:00 PM)
THEY MADE IT POSSIBLE WITH ALLEN, NOW IT'S YOUR TURN.
ADMISSIONS OPEN
JEE | NEET | OLYMPIADS | CLASSES 7TH TO 10TH
For test dates & course start dates visit website or nearest centre.
SIGN UP FOR ASAT
GET UP TO 90% SCHOLARSHIP*
Test Dates 01 & 08 March 2026
ALLEN
86906 60111
allen.in
ALLEN SILIGURI
95137-84242
allen.ac.in/siliguri
Disclaimer: We provide an academic ecosystem and environment to prepare students for their target examinations. Studying in a coaching institute does not guarantee selection for the examination. Selection depends on preparation, admission seats in competitive exam and the number of applicants appearing. All the students mentioned are part of paid courses.
*Subject to the scholarship rules and the T&Cs.

বোনের মৃত্যুর তদন্ত নিয়ে অখুশি দাদা

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : বোনের রহস্যমৃত্যুর এখনও সুরাহা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে রীতিমতো ভেঙে পড়েছেন দাদা সহ পরিবারের অন্যরা। পুলিশ ঘটনার সঠিক তদন্ত করছে না বলে অভিযোগ তুলেছেন আত্মীয়রা।

প্রসঙ্গত, গত ২১ ডিসেম্বর রাতে মৃত্যু হয় হাকিমপাড়ার বাসিন্দা গোপা সরকারের। অভিযোগ ছিল, সেই খবর গোপার পরিবার এবং প্রতিবেশী কাউকেই জানাননি তাঁর ছেলে সৌম্যদীপ সরকার। শেষকৃত্য করে এসে তারপর বিষয়টি জানানো হয় পরিবারে। হাকিমপাড়ার ওই বাড়িতে এক ছেলের সঙ্গেই থাকতেন বিধবা গোপা। ঘটনায় রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন গোপার দাদা দেবব্রত গুহ, ভাশুরের মেয়ে দেবলীনা সরকার সহ পরিবারের অন্য সদস্যরা। বিষয়টিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও।

গোপার দেহ কেন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়নি, কেনই বা ময়নাতদন্ত করা হয়নি, এসব প্রশ্ন তুলেছিলেন তাঁরা। ঘটনার পর পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়িতে সৌম্যদীপ সরকার সহ আরও তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ, এখনও ন্যায় পাননি তাঁরা। তদন্তে খামতি থাকছে বলেও অভিযোগ উঠছে। ফেব্রুয়ারি মাসে শিলিগুড়ি থানায় একটি মাস পিটিশনও জমা দেন তাঁরা। সঠিক তদন্ত হচ্ছে না এমন অভিযোগ তুলে এদিন ফের সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তাঁরা। দেবব্রত বলেন, '২১ ডিসেম্বর বোন মারা যায়। ওর ছেলে জানায়, গলায় খাবার আটকে মৃত্যু হয়েছে বোনের। তবে আমরা সেটা বিশ্বাস করি না। আমাদের কেন খবর দেওয়া হল না। পুলিশের কাছে সন্দেহ প্রকাশের পর এবং অভিযোগ জানানোর পরও এখনও কোনও সুরাহা হল না।'

যদিও এই বিষয়ে ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'পুলিশ অবশ্যই বিষয়টির তদন্ত করছে। প্রয়োজনে ওরা আমার কাছে আসুন, আমি ওদের কাছে ব্যাখ্যা করব বিষয়টা।'

মার্চে কাজ শুরু বনবাংলোর

মাদারিহাট, ১৮ ফেব্রুয়ারি : ২০২৪ সালের ১৮ জুন বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের হলং বনবাংলো। অবশেষে ওই বাংলো পুনরায় তৈরির জন্য ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। যে কাজের টেন্ডার হয়েছে কয়েকদিন আগেই। উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল জেভি ভাস্কর জানাচ্ছেন, মার্চেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। যেমনটা ছিল তেমনটাই কি হবে? তাঁর উত্তর, কংক্রিট ও কাঠ দিয়ে আগের আদলেই বাংলো হবে। তবে এবার পাকা দেওয়ালের সঙ্গে কাঠ ব্যবহার করা হবে। আটটি রুম পর্যটকদের জন্য থাকবে। যেখানে বাংলোটি ছিল সেখানেই করা হবে। এই খবরে স্বাভাবিকভাবেই খুশি জলদাপাড়ার ট্যুরিস্ট গাইড কল্যাণ গোপ। তাঁর মন্তব্য, 'পর্যটকরা এসেই প্রশ্ন করেন, বাংলো কবে হবে। কাজ মার্চ মাসে শুরু হলে এর চেয়ে আর খুশির কিছু হয় না।'

জেইই মেইনসে সাফল্য

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা জেইই মেইনস (সিজন ১)-এ নজরকাড়া সাফল্য শিলিগুড়ির টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলের পড়ুয়াদের। পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করা পড়ুয়াদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন স্কুলের প্রিন্সিপাল ডঃ নন্দিতা নন্দী।

ডঃ নন্দীর কথায়, 'এই সাফল্য শুধু প্রতিষ্ঠানের মুখ উজ্জ্বল করে তাই নয়। পড়ুয়াদের কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকদের পরামর্শ এবং সঠিক দিশার বিষয়টিকেও তুলে ধরে।' তিনি জানান, এই সাফল্য আগামীতে আরও পড়ুয়াকে অনুপ্রাণিত করবে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

রেলগাড়ি।। বালুরঘাটের ডাঙিতে ছবিটি তুলেছেন অন্তরা ঘোষ।

'ভেষজ' মোড়কে মাদক পাচার

আকাশপথে আসছে ব্রাউন সুগারের কাঁচামাল

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : সড়কপথ বা রেলপথ নয়, মাদকের কাঁচামাল পাচারে এখন আকাশপথকে হাতিয়ার করছে দুষ্কৃতীরা। মালদা জেলা পুলিশের তদন্তে উঠে এল এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য। আর তাতেও অভিনব কৌশল! বিমানবন্দরের কড়া নজরদারি এড়াতে পাচারকারীরা মাদকের কাঁচামাল নিয়ে আসছিল 'অর্গানিক পুষ্টিকর খাদ্য' হিসেবে লেবেল লাগানো সিল করা জারে। কলকাতা বিমানবন্দরের বেশ কিছু সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ হাতে পাওয়ার পর এই পাচারচক্রের পর্দা ফাঁস করতে পারল মালদা জেলার পুলিশ। মণিপুর থেকে কলকাতা বিমানবন্দর, সেখান থেকে সড়কপথে সেই সামগ্রী মালদায় নিয়ে আসা হত।

- এই পাচারের কেন্দ্রবিন্দু ছিল মণিপুরের ইম্ফল, ধৃতরা কলকাতায় থেকেই এই কাজ চালাচ্ছিলেন
- মণিপুরের ইম্ফল বিমানবন্দর থেকে ব্রাউন সুগার তৈরির কাঁচামাল বিমানে কলকাতায় আসছে
- সেখান থেকে সড়কপথে কালিয়াচকে কাঁচামাল নিয়ে গিয়ে ব্রাউন সুগার তৈরি করে বিভিন্ন জায়গায় পাচার করা হত

পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার জানিয়েছেন, গত ৩১ জানুয়ারি কলকাতার নিউটাউন থেকে সোহেল আখতার ওরফে ডালিম এবং বেনারুল শেখ ওরফে সুরজ নামে দুই মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশি হেপাজতে নিয়ে তাঁদের কাছ থেকে ব্রাউন সুগার তৈরির কাঁচামাল উদ্ধার করা হয়। তদন্তে আরও চারজনের নাম উঠে এসেছে। তদন্তে জানা যায়, ওই চারজন হিমাচলপ্রদেশে রয়েছেন। তবে পুলিশ হিমাচলপ্রদেশে তাঁদের খুঁজে বের করার আগেই তাঁরা নিজেদের অবস্থান বদলে ফেলেন। সেইসঙ্গে মোবাইল ফোন বন্ধ করে দেন। ফলে মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন ধরে সন্দেহভাজনদের ট্র্যাক করাটাও পুলিশের পক্ষে মুশকিল হয়ে ওঠে। এসপি বলেন, 'মাদক কারবারের এই চক্র ধরতে আমরা একটা স্পেশাল টিম তৈরি করি। তদন্তে উঠে আসে ওই চারজন গুরুগ্রামে লুকিয়ে রয়েছে। সেখানে অভিযান করার আগেই আবার তারা দিল্লি থেকে বিমানে গোয়ায় চলে যায়।' সেই তথ্যের ভিত্তিতে গোয়া পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। ওই চারজনের সমস্ত তথ্য মালদা জেলা পুলিশের তরফে গোয়া পুলিশকে দেওয়া হয়েছিল। মালদার একটি টিমও গোয়ার উদ্দেশে রওনা দেয়। গোয়া বিমানবন্দরে ওই চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারপর ট্রানজিট রিমান্ডে মালদায় নিয়ে আসা হয়।

ধৃতদের পুলিশি হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চলতে থাকে। ধৃতদের বয়ান অনুযায়ী একটি জার বাজেয়াপ্ত করা হয়। 'হার্বাল নিউট্রিশন' নামে একটি সিল করা জার থেকে প্রায় ৬০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার তৈরির কাঁচামাল উদ্ধার হয়। তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, এই পাচারের কেন্দ্রবিন্দু ছিল মণিপুরের ইম্ফল। জেরায় ধৃতরা জানিয়েছেন, কলকাতায় থেকেই এই কাজ চালাচ্ছিলেন তাঁরা। মণিপুরের ইম্ফল বিমানবন্দর থেকে ব্রাউন সুগার তৈরির কাঁচামাল বিমানে কলকাতায় আসছে। সেখান থেকে কালিয়াচকে কাঁচামাল নিয়ে গিয়ে ব্রাউন সুগার তৈরি করে বিভিন্ন জায়গায় পাচার করা হত।

রাস্তা নিয়ে ক্ষোভে অবরোধ

ইসলামপুর, ১৮ ফেব্রুয়ারি : এবার বিধানসভা ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি দিলেন ইসলামপুর ব্লকের গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নিলোজি গ্রামের বাসিন্দাদের একাংশ। তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে বুধবার সকাল থেকে রাস্তা সংস্কারের দাবিতে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসী। এদিন প্রায় ৩-৪ ঘণ্টা ধরে চলা এই রাস্তা অবরোধে এলাকায় যান চলাচল ব্যাহত হয়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, অবিলম্বে নিলোজি গ্রামের রাস্তা সংস্কার করতে হবে। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা। ইসলামপুর ব্লকে পড়লেও গোবিন্দপুর অঞ্চল বিধানসভার নিরিখে চোপড়া বিধানসভা আসনের অন্তর্গত। আন্দোলনকারীরা বলছেন, তাঁরা তৃণমূল সমর্থক এবং দলকে ভালোবাসেন। কিন্তু কিছু স্থানীয় নেতার উদাসীনতার ফলেই রাস্তার এই দুরবস্থা।

এ বিষয়ে এলাকার জেলা পরিষদ সদস্য মৌসুমি খাতুন বলছেন, 'শীঘ্রই ওই রাস্তার কাজ শুরু হবে। কাজের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে এবং নিলোজি গ্রাম পর্যন্ত তা সম্পূর্ণ করা হবে।' গ্রামবাসীদের ধৈর্য ধরে নিশ্চিন্ত থাকার আবেদনও করেন মৌসুমি।

এদিকে, দলের পতাকা হাতে আন্দোলন প্রসঙ্গে ইসলামপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি জাকির হুসেন বলছেন, 'স্থানীয় নেতা-কর্মীদের কাছ থেকে এই মর্মে কোনও অভিযোগ পাইনি। তবে বিষয়টি খোঁজ নিয়ে যথাযথ পদক্ষেপ করব।' যদিও গ্রামবাসীদের বক্তব্য, বছরের পর বছর ধরে শুধু আশ্বাসই মিলেছে। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। প্রায় ৪০ বছর ধরে রাস্তা নিয়ে সমস্যায় ভুগছেন তাঁরা। প্রতিবার নির্বাচন এলেই রাস্তা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু ভোট মিটলেই সেই প্রতিশ্রুতি আর বাস্তব রূপ পায় না।

বাসের ধাক্কায় মৃত এক

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : সরকারি বাসের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বাইকচালকের। মৃতের নাম লক্ষ্মণ রবিদাস (২৬)। তিনি গয়াগঙ্গা চা বাগান এলাকার বাসিন্দা। পরিবহণনগর এলাকার কাছে জাতীয় সড়কে একটি বাস তাঁর বাইকে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত লক্ষ্মণকে স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। ওই বাসটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। চালককেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এদিকে, বুধবার রাতে চেকপোস্টে একটি গাড়িকে কেন্দ্র করে তুলকালাম কাণ্ড বাধল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই গাড়িটি চেকপোস্ট এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাইকের পেছনে ধাক্কা মারে। ঘটনায় ওই বাইকের চালক পড়ে যান। সেসময়ে স্থানীয় লোকজন এবং ট্রাফিক কর্মীরা গাড়িটিকে দাঁড় করান। তবে হঠাৎ করেই গাড়িটি বিপজ্জনকভাবে চম্পাসারি মোড়ের দিকে পালিয়ে যায়। এখনও গাড়িটির খোঁজ পায়নি ভক্তিনগর ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ।

পুলিশকে দুষছেন আইনজীবীরা

ঢিলেঢালা নিরাপত্তায় প্রশ্ন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : লক আপ থেকে এজলাসে কোনও আসামিকে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বে মাত্র একজন পুলিশকর্মী। সেক্ষেত্রে ভিড় ঠেলে আসামিকে নিয়ে যেতে গিয়ে কোনও অঘটনা ঘটলে সামাল দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত পুলিশকর্মীর অভাব স্পষ্ট নজরে আসছে। এমনকি এজলাসে নিয়ে যাওয়ার পথে মহিলা পুলিশকর্মীও নজরে আসে না। সেক্ষেত্রেও আসামির ওপর কোনও মহিলা চড়াও হলে সমস্যা তৈরি হতে পারে। ঢিলেঢালা ব্যবস্থা নিয়ে আশঙ্কা থাকছেই। যদিও শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের এমন পরিস্থিতি নিয়ে পুলিশের বক্তব্য, নির্দেশিকা মতোই নজরদারি চলছে।

- শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে ঢিলেঢালা নজরদারি সামনে আসছে
- দেখা যায়, আসামিকে আইনজীবী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে দিয়েই নিয়ে যাচ্ছেন একজন পুলিশকর্মী
- প্রশ্ন উঠছে, আসামির পাশ দিয়ে যাওয়া কোনও ব্যক্তি যদি চড়াও হয়, তাহলে ওই পুলিশকর্মী সামাল দেবেন কীভাবে

> নির্দেশিকা জারি হওয়ার কিছুদিন পর থেকেই উদাসীনতার ছবি ধরা পড়েছে। পর্যাপ্ত পুলিশকর্মী কোনওদিনই রাখা হয়নি। কোনও ঘটনা ঘটলে দুই-তিনদিনের জন্য শুধু কড়াকড়ি নজরে পড়ে।
>
> **অলোক ধাড়া**
> *প্রাক্তন সম্পাদক, শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশন*

গতবছর পাঞ্জিপাড়ায় পুলিশের হাত থেকে আসামি পালিয়ে যাওয়ার ঘটনার পর কোর্ট চত্বরের পাশাপাশি কোর্ট লক আপের নিরাপত্তার বিষয়ে গোটা রাজ্যে একাধিক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ঘোষণা হয়েছিল। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের তরফে কোর্ট লক আপ থেকে এজলাসে নিয়ে যাওয়ার রাস্তায় বিশেষ নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। নির্দেশ ছিল, বন্দুকধারী পুলিশই আসামিদের এজলাসে নিয়ে যাবেন।

তবে সেসব নির্দেশিকা এখন অনেকটাই শিথিল হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। আর এই পরিস্থিতিতে এক নাবালকের মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্তদের কোর্ট লক আপ থেকে এজলাসে ওঠাতে গিয়ে গত ১৬ তারিখ রীতিমতো বেগ পেতে হয় পুলিশকে। বাধ্য হয়ে গত ১৬ তারিখের সেই ঘটনায় পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করেছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, নিরাপত্তায় এমন ফাঁকফোকর কেন থেকে যাচ্ছে?

গতবছর পাঞ্জিপাড়ার ঘটনার পর শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের তরফে একাধিক নির্দেশিকা জারি করা হলেও, কেন সেসব বাস্তবে দেখা যাচ্ছে না? শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং অবশ্য বলছেন, 'নির্দেশিকা মতোই নজরদারি চলছে। না হলে পরপর দুইদিনের ঘটনায় আসামিকে সুরক্ষিত রাখা যেত না। আমাদের নজরদারি রয়েছে।'

যদিও বুধবারও শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে ঢিলেঢালা নজরদারি সামনে এসেছে। দেখা যায়, আসামিকে আইনজীবী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে দিয়েই নিয়ে যাচ্ছেন একজন মাত্র পুলিশকর্মী। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, আসামির পাশ দিয়ে যাওয়া কোনও ব্যক্তি যদি অতর্কিতে তাঁর ওপর চড়াও হয়, তাহলে ওই পুলিশকর্মী পরিস্থিতি সামাল দেবেন কীভাবে?

অবশ্য বছরখানেক আগের ওই নির্দেশিকার পরেও শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত থেকেই এক আসামির পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু এরপরেও ঢিলেঢালা নজরদারির বিষয়টা স্পষ্ট। এর পেছনে পুলিশি উদাসীনতাকেই দায়ী করছেন আইনজীবীরা। শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সম্পাদক অলোক ধাড়ার সময়ই যাবতীয় নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল। তিনি বলছেন, 'এই নির্দেশিকা জারি করার সময় নোডাল অফিসার নিয়োগ করা হয়েছিল। যদিও নির্দেশিকা জারি হওয়ার কিছুদিন পর থেকেই উদাসীনতার ছবি ধরা পড়েছে। পর্যাপ্ত পুলিশকর্মী কোনওদিনই রাখা হয়নি। মাঝে কোনও ঘটনা ঘটলে দুই-তিনদিনের জন্য শুধু কড়াকড়ি নজরে পড়ে। তারপর ফের যে-কে-সেই।'

চা বাগানে নয়া বেতন চুক্তির দাবি

নাগরাকাটা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : সর্বশেষ সম্পাদিত বেতন চুক্তির মেয়াদ ফুরোনোর ২৬ মাস পেরিয়েছে। অথচ, পুরোনো হারেই বেতন পাচ্ছেন চা বাগানের স্টাফ, সাব-স্টাফরা। বিষয়টি নিয়ে মালিকপক্ষ কিংবা শ্রম দপ্তর, কারও হেলদোল নেই বলে অভিযোগ। দ্রুত নতুন বেতন চুক্তি সম্পাদনের দাবিতে বুধবার শিলিগুড়ির দাগাপুরে উত্তরবঙ্গের অতিরিক্ত শ্রম কমিশনারের দপ্তরে গিয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের কাছে চিঠি দিল স্টাফ, সাব-স্টাফ জয়েন্ট কমিটি। সংগঠনের আহ্বায়ক আশিস বসু বলেন, এরপরও বিষয়টির নিষ্পত্তি না হলে বড় আন্দোলন ছাড়া উপায় থাকবে না।

> ৫ অগাস্টের বৈঠকে বলা হয়েছিল, দুর্গাপুজোর পর আরেকটি বৈঠক করে সিদ্ধান্ত হবে। সমস্ত পুজো পেরিয়ে গেলেও বৈঠক হয়নি।
>
> **আশিস বসু**
> *আহ্বায়ক, জয়েন্ট কমিটি*

স্টাফ, সাব-স্টাফ জয়েন্ট কমিটি জানিয়েছে, ২০২৩-এর ৩১ ডিসেম্বর তাদের দু'বছরের বেতন চুক্তির মেয়াদ ফুরিয়েছে। ২০২৪-এর ১ জানুয়ারি থেকে ৩ বছরের জন্য নতুন বেতন কাঠামো চালু হওয়ার কথা। দস্তুর মেনে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের মাধ্যমে ওই কাজটি হয়ে থাকে। ২০২৫-এর ৫ অগাস্ট বৈঠক হলেও তাতে কার্যকরী পদক্ষেপ হয়নি। এরপর ফের বৈঠক ডাকার কথা থাকলেও তাও হয়নি। আশিস বলেন, '৫ অগাস্টের বৈঠকে বলা হয়েছিল, দুর্গাপুজোর পর আরেকটি বৈঠক করে সিদ্ধান্ত হবে। সমস্ত পুজো পেরিয়ে গেলেও বৈঠক হয়নি। চা বাগান কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। আশা করছি, শ্রম দপ্তর ও মালিকপক্ষ পরিস্থিতি ও দাবির গুরুত্ব বুঝে দ্রুত এগিয়ে আসবে।'

সংগঠনটির বক্তব্য, নতুন হারের বেতন নিয়ে নিষ্পত্তি না হওয়ায় স্টাফ, সাব-স্টাফদের আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। বাগানগুলিতে নতুন নিয়োগ বন্ধ থাকায় একেকজন কর্মীকে বাড়তি দায়িত্ব সামলাতে হচ্ছে।

অস্থায়ী কর্মীদের বেতনের দাবিতে মিছিল সিটুর। বুধবার শিলিগুড়িতে।

কাজে ফিরলেন নিরাপত্তাকর্মীরা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : বুধবার রাতে কাজে ফিরলেন শিলিগুড়ি গভর্নমেন্ট পলিটেকনিকের অস্থায়ী নিরাপত্তাকর্মীরা। রাজ্যের কারিগরি শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে কর্মী সরবারহকারী সংস্থার চুক্তি পুনর্নবীকরণ হওয়ায় এবং বৃহস্পতিবারের মধ্যে এক মাসের বেতন দেওয়ার আশ্বাসে কাজে ফিরেছেন তাঁরা। আর এতেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন শিক্ষকরা। তবে তিন মাসের বেতনের পুরোটা না পাওয়া পর্যন্ত পলিটেকনিকে রাতের নিরাপত্তা ছাড়া সমস্ত কাজ থেকে কর্মীরা হাতে গুটিয়ে রাখবেন বলে এদিন জানিয়েছেন। পলিটেকনিকের ডাবগ্রাম ক্যাম্পাসের বাইরে দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান বিক্ষোভ চলবে বলেও জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি গভর্নমেন্ট পলিটেকনিকের অধ্যক্ষ শুভাশিস মুখোপাধ্যায় বলছেন, 'রাতে ইনস্টিটিউট পাহারা দিয়ে পরীক্ষা পরিচালনা বা ক্লাস নেওয়া যাচ্ছিল না। আজ থেকে শর্তসাপেক্ষে অস্থায়ী কর্মীরা রাতে ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা দেবেন।'

তিন মাস ধরে বেতন না পেয়ে পলিটেকনিকের নিরাপত্তা, সাফাই ও ইলেক্ট্রিকের দায়িত্বে থাকা ২৫ জন অস্থায়ী কর্মী সোমবার থেকে কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। পলিটেকনিকের বিভিন্ন বিভাগে দামি যন্ত্রাংশ চুরির আশঙ্কা থেকে ডাবগ্রাম ও জাবরাভিটা ক্যাম্পাস পাহারা দিচ্ছিলেন শিক্ষকরা। সিটু অনুমোদিত দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট সিকিউরিটি গার্ড অ্যান্ড কো-ওয়ার্কমেনস ইউনিয়নের ব্যানারে ২৫ জন কর্মী কর্মবিরতি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এদিন বিকালে বেতনের দাবিতে ডাবগ্রামে সিটুর তরফে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়। পরে সিটুর তরফে পলিটেকনিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলা হয়। রাজ্য সরকারের সঙ্গে চুক্তিরত একটি বেসরকারি সংস্থার অধীনে ওই কর্মীরা কাজ করেন। কিন্তু রাজ্যের সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ায় ওই কর্মীরা তিন মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না।

সিটুর তরফে তিলক গুন বলেন, 'কারিগরি শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে ওই সংস্থা আজ ছয় মাসের জন্য চুক্তি পুনর্নবীকরণ করেছে। এক মাসের বেতন প্রথমে সংস্থাটি দেবে। এক সপ্তাহের মধ্যে বাকি বেতন

স্বস্তি পলিটেকনিকে

মেটানোর শর্তে আপাতত কর্মীরা শুধু নিরাপত্তার কাজ করবেন। আন্দোলনের জন্য এই সাফল্য এল।'

শিলিগুড়ির পাশাপাশি রাজ্যের ৭৭টি পলিটেকনিকে ওই সংস্থার অধীন কর্মীরা কাজ করেন। ৭৭টি ক্যাম্পাসের কর্মীদের নভেম্বর মাস থেকে বেতন বকেয়া ছিল। কর্মীদের বক্তব্য, শিলিগুড়ির আন্দোলনের জন্য চুক্তি পুনর্নবীকরণ করতে রাজ্য সরকার বাধ্য হয়েছে। এদিকে, ওই বেসরকারি সংস্থার শিলিগুড়ির ম্যানেজার রণজিৎ চক্রবর্তী বলছেন, 'সব কর্মী বৃহস্পতিবারের মধ্যে এক মাসের বেতন পেয়ে যাবেন। সরকার বিলের টাকা মেটালে কর্মীদের বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে।'

দিনে শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা সরকারি বাস

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : করোনার পর শিলিগুড়ি-কলকাতা রুটে ফের ডে সার্ভিস শুরু করল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। চলতি সপ্তাহ থেকে এই বাস পরিষেবা শুরু হয়েছে। আপাতত পরীক্ষামূলকভাবে তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস থেকে ভোর পাঁচটায় বাস ছাড়বে। অন্যদিকে, কলকাতা থেকে এই বাস ছাড়বে ভোর সাড়ে ছ'টায়। নিগম সূত্রে খবর, আপাতত সাধারণ বাস ব্যবহার করা হলেও চাহিদার বিষয়টা মাথায় রেখে পরবর্তীতে পুশব্যাক ও এসি বাস পরিষেবা এই ডে সার্ভিসের জন্য ব্যবহার করা হবে। সেক্ষেত্রে যাত্রীদের চাহিদার বিষয়টা মাথায় রেখে সময়ের পরিবর্তনও করা হবে। নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাইয়ের কথায়, 'শিলিগুড়ি ডিভিশনের চাহিদামতো এই বাস পরিষেবা শুরু করা হয়েছে।'

নিগমের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, শিলিগুড়ি থেকে ভোর পাঁচটায় ছাড়া বাস ধর্মতলায় গিয়ে পৌঁছাচ্ছে রাত আটটার দিকে। অন্যদিকে, কলকাতা থেকে ভোর সাড়ে ছ'টায় ছাড়া বাস শিলিগুড়িতে এসে পৌঁছাচ্ছে রাত দশটার দিকে। এক্ষেত্রে নিগমের এক কর্তার কথায়, 'ডে সার্ভিস হওয়ায় শিলিগুড়ি থেকে সরাসরি কলকাতা যাওয়ার প্যাসেঞ্জার কম পাওয়া যাবে বলে আমরা ধরে নিচ্ছি। সেক্ষেত্রে সমস্ত স্টপে দাঁড়ালে বিভিন্ন স্টপে যাত্রীরা ওঠানামা করতে পারবেন।'

এদিকে, ডে সার্ভিস নতুন করে শুরু হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করছেন শহরের বাসিন্দারা। শহরের বাসিন্দা অর্ণব রায়ের কথায়, 'অনেক সময় রাতে বাস পেতে অসুবিধা হয়। সেক্ষেত্রে ডে সার্ভিস অনেকটা কাজে লাগবে। তাছাড়া দিনে দিনেই এই বাসে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে যাওয়ারও সুবিধা থাকবে।' ডিভিশনার ম্যানেজার সৌভিক দে বলছেন, 'আমরা এই সার্ভিসে পুশব্যাক ও এসি পরিষেবা আনারও চেষ্টা করছি। এব্যাপারে আলোচনা চলছে।'

দুই দাঁতালের দাপটে ভেগে গেল মাকনা

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : সঙ্গিনী দখলে দুই হাতির লড়াইয়ের জেরে মঙ্গলবার থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল জঙ্গলের রাস্তা। বুধবার বাগডোগরার জঙ্গলে সেই লড়াই আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। সঙ্গিনী দখলে এক মাকনার সঙ্গে দাঁতালের লড়াইয়ের মাঝেই এসে যুক্ত হয়েছে আরও এক দাঁতাল। দুই দাঁতালের দাপটে আপাতত মাকনাটি সরে গিয়েছে। যদিও পরিস্থিতি এমনই যে বনকর্মীরা কাছাকাছি যেতে সাহস পাচ্ছেন না।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, জঙ্গলের এক ব্লক থেকে আরেক ব্লকে একে অপরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে দাঁতাল দুটি। নিরাপদ দূরত্বে থেকে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন বনকর্মীরা। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে বনের মধ্যে যাতায়াতের রাস্তা গতকাল থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বুধবার সকাল থেকে টিপুখোলা ইকো-ট্যুরিজম স্পটও পর্যটকদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া বাগডোগরা বন সংলগ্ন এলাকায় যে সব চা বাগান রয়েছে, সেই চা বাগানের শ্রমিকদের সতর্ক করা হয়েছে। তাঁদের বনের পাশে চা বাগানে পাতা তুলতে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। এ নিয়ে কার্সিয়াং বনবিভাগের ব্যাংডুবি এলিফ্যান্ট স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার মানসকান্তি ঘোষ বলেন, 'মঙ্গলবার দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত একটি দাঁতাল এবং একটি মাকনা হাতির মধ্যে লড়াই চলছিল। রাতে আরও একটি দাঁতাল এই লড়াইয়ে শামিল হয়েছে। মাকনাটি লড়াই থেকে দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করলেও দুই দাঁতালের মধ্যে তুমুল লড়াই চলছে। আজ দাঁতাল দুটি একে অপরের দিকে তেড়েফুঁড়ে যেতেই মাকনাটি সরে গিয়েছে। যে কোনও সময় বনের মধ্যে রাস্তায় অথবা বনের বাইরেও চলে আসতে পারে হাতিগুলি। সাধারণ মানুষকে আক্রমণও করতে পারে। এজন্য এশিয়ান হাইওয়ে টু বাগডোগরা-নকশালবাড়ি সড়ক থেকে বনের মধ্যে দিয়ে যে রাস্তা ব্যাংডুবিতে বাগডোগরা-পানিঘাটা সড়কের সঙ্গে সংযোগস্থাপন করেছে, সেটি মঙ্গলবার থেকে সাময়িক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বুধবার থেকে টিপুখোলা ইকো-ট্যুরিজম স্পট এবং জংলিবাবা মন্দিরে যাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বন সংলগ্ন চা বাগান এবং গ্রামের বাসিন্দাদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।'

তেড়ে আসছে দাঁতাল। বুধবার বাগডোগরার জঙ্গলে।

বাগডোগরা জঙ্গলের গভীরে জংলিবাবার মন্দিরের কাছে একটি হাতির দল রয়েছে। সেই দলের মধ্যে কোনও মাদি হাতির দখল নিতে মঙ্গলবার দুপুর থেকে একটি দাঁতাল এবং একটি মাকনার মধ্যে লড়াই শুরু হয়। এরপর রাতে সেই দলের একটি দাঁতালও লড়াইয়ে শামিল হয়। ফলে লড়াই আরও জোরদার হয়।

ছাত্র পরিষদের বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : শালবাড়ি ও দেবীডাঙ্গায় ভুয়ো প্যারামেডিকেল ও নার্সিং ইনস্টিটিউশন কাণ্ডের প্রতিবাদে বুধবার মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে ছাত্র পরিষদের সদস্যরা বিক্ষোভ দেখান। ছাত্র পরিষদের তরফে মহকুমা শাসককে একটি স্মারকলিপিও জমা দেওয়া হয়। সংগঠনের জেলা সভাপতি অশুতোষ রায় বলেন, 'আমরা চাই ওই দুই সংস্থার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হোক। আমরা প্রতারিত সমস্ত পড়ুয়াকে টাকা ফেরত দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।'

পড়তে হবে

১৮ তারিখ তিনের পাতায় প্রকাশিত 'মিলল দুটো ট্রেনের স্টপ' শীর্ষক খবরে রাজু বিস্টের বক্তব্যে 'খুব দ্রুত নকশালবাড়ি স্টেশন ক্যাপিটাল এক্সপ্রেসের স্টপ পাবে' পড়তে হবে।

পাড়ায় সমাধানে মহকুমা পরিষদ

প্রথম দফায় ছোট কাজের জন্য ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভা নির্বাচনের মুখে রাজ্য সরকারের 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান'-এর ধাঁচে প্রকল্প হাতে নিয়েছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। প্রথম পর্যায়ে গ্রামের ছোট ছোট কাজের জন্য ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যা নথিভুক্ত করছেন। সেইমতো কাজের সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে চারটি ব্লক মিলিয়ে প্রায় ৫০টি কাজের তালিকা মহকুমা পরিষদে জমা হয়েছে। যার মধ্যে ছোট রাস্তা, নিকাশিনালার মেরামত, কুয়ো সংস্কারের মতো কাজ রয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, রাজ্য সরকারের আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধানে কি সব কাজ করা যায়নি? নাকি নির্বাচনের আগে মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য আলাদাভাবে এই উদ্যোগ? তবে এর সঙ্গে ভোট ও রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই বলে দাবি করে সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, 'রাজ্য সরকারের আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান প্রকল্পের কাজ মহকুমাজুড়ে চলছে। মানুষের সুবিধার জন্য পাড়ার সমাধান করছি আমরা। দুই কোটি টাকার কাজের টেন্ডার ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে। আরও দুই কোটি টাকার কাজ হবে।'

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বাজেট পেশ। বুধবার।

বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে অর্থ সংক্রান্ত স্থায়ী সমিতির বৈঠক হয়। যেখানে ২০২৬-'২৭ অর্থবর্ষের জন্য ১৬২ কোটি টাকার প্রস্তাবিত বাজেট পেশ করা হয়। ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে প্রস্তাবিত বাজেট ছিল ১৩১ কোটি টাকার। নতুন অর্থবর্ষে বাড়তি ৩১ কোটি ধরা হয়েছে। ১৬২ কোটি টাকার বাজেটের মধ্যে ১৫৩ কোটি টাকা বিভিন্ন প্রকল্পে ব্যয় করা হবে। বাজেটে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গ্রামীণ পরিকাঠামোয় জোর দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি মাটিগাড়া ব্লকের নগরোন্নয়নকে নজরে রেখে এই অঞ্চলের জঞ্জাল অপসারণ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে এদিন প্রস্তাবিত বাজেট পেশের সময় বিরোধী দলনেতা অজয় ওরাওঁ ছিলেন না। মহকুমা পরিষদ সূত্রে খবর, বাজেট নিয়ে আপত্তি থাকলে তা এক সপ্তাহের মধ্যে জানাতে হবে। সভাধিপতি বলেন, 'কেন্দ্র সরকার বিভিন্ন খাতের টাকা আটকে রেখেছে। রাজ্য সরকার থেকে পাওয়া টাকা ও পরিষদের নিজস্ব আয়ের কথা মাথায় রেখে বাজেট করা হয়েছে। তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার রাস্তা, নিকাশিনালা সহ পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দেওয়া হবে।' যদিও কেন্দ্র থেকে টাকা পেয়েও তৃণমূল অনৈতিকভাবে অভিযোগ তুলছে বলে দাবি করে বিরোধী দলনেতা অজয় বলেন, 'বিভিন্ন খাতে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা না দিলে মহকুমা পরিষদ চলত না। বাজেটের প্রায় ৬০ শতাংশ টাকা কেন্দ্র দেয়। কোন খাতে কত বরাদ্দ, খতিয়ে দেখব।'

হেভিওয়েট নেতা-মন্ত্রীর থাকার সম্ভাবনা

পরিবর্তন যাত্রা শেষে সভা খড়িবাড়িতে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়িতে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা কর্মসূচিতে বিশেষ চমক! সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় স্তরের কোনও হেভিওয়েট নেতা বা কোনও রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থাকতে পারেন কর্মসূচিতে। তবে কোন নেতা বা মন্ত্রী থাকবেন সে বিষয়ে এখনও কিছু জানানো হয়নি।

বুধবার শিলিগুড়িতে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে দলের এ রাজ্যের নির্বাচনি পর্যবেক্ষক মঙ্গল পান্ডে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকেই কর্মীদের প্রস্তুতির বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি এদিন থেকেই স্থানীয় নেতৃত্বকে প্রস্তুতি শুরু করে দিতে বলা হয়েছে। বৈঠক প্রসঙ্গে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট বলেন, 'পরিবর্তন যাত্রা কেমন হবে, কী করতে হবে এবং দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব থাকার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এই যাত্রা থেকেই রাজ্য থেকে তৃণমূল সরকার এবং দুর্নীতি দূর করার কাজ শুরু হবে।'

আগামী ১০ মার্চ শিলিগুড়িতে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা কর্মসূচি রয়েছে। আগের রাতে পরিবর্তন যাত্রার রথ শিলিগুড়ির উত্তরবঙ্গ মাড়োয়ারি ভবনে এসে পৌঁছাবে। সেখান থেকে শিলিগুড়ি বিধানসভা সহ মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা এলাকায় ঘুরবে রথ। ওই দিনেই খড়িবাড়ির পূর্ত দপ্তরের মাঠে জনসভা হবে। সেখানেই উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে কেন্দ্রীয় স্তরের নেতাদের। তার আগে শিলিগুড়ির পানিট্যাঙ্কি মোড়, ভেনাস মোড়, জংশনে ছোট ছোট সংবর্ধনা সভা হবে। ওই সময় পরিবর্তন যাত্রার রথেও একজন ভিভিআইপি থাকবে বলে দলীয় সূত্রে খবর।

বিজেপি নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে মঙ্গল পান্ডে। বুধবার শিলিগুড়িতে।

শেষবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে কর্মীসভা করেছেন। তারপর মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার কারণে মাইক বাজিয়ে দলীয় প্রচার বন্ধ রাখা হয়। যদিও ভোটের প্রাক্কালে তলে তলে ঘর গোছাতে প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও কোনও না কোনও নেতৃত্ব বৈঠক করছে, কর্মীদের কথা শুনছে এবং বার্তা দিচ্ছে। এমনকি প্রত্যেক বিধানসভা এলাকাতেই একজন করে বড় নেতার জনসভা করার কথা রয়েছে।

যেহেতু মাটিগাড়া-নকশালবাড়িতে ইতিমধ্যেই একটি জনসভা হয়ে গিয়েছে, তাই পরিবর্তন যাত্রায় ফাঁসিদেওয়া ব্লকের খড়িবাড়িতে জনসভা করেতে চাইছে বিজেপি। রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে এই প্রসঙ্গে প্রস্তাব পাঠিয়েছে। ওই প্রস্তাবে একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, অন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর থাকার কথা বলা হয়েছে। এভাবেই পরবর্তীতে শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রেও জনসভা করার কথা রয়েছে। এই বিষয়গুলি ঠিক করতেই বুধবার সকালে শিলিগুড়িতে এসেছেন মঙ্গল পান্ডে। এদিন দলের চারটি বিধানসভার মণ্ডল কমিটির প্রধানদের নিয়ে বৈঠক করেন তিনি।

১০ তারিখ যে তিন জায়গায় সংবর্ধনা সভা করার কথা রয়েছে সেখানে মণ্ডল কমিটির নেতাদের লোক নিয়ে থাকতে বলা হয়েছে। যে যে মোড়ে রথ পৌঁছাবে সেখান থেকেই তাঁরা পরিবর্তন যাত্রায় যোগ দেবেন। এরপর ওই পদযাত্রা সোজা যাবে খড়িবাড়িতে। সেখানে হবে জনসভা। ওই জনসভায় লোক জোগাড় করার জন্যেও টার্গেট বেঁধে দেওয়া হয়েছে বিজেপি নেতাদের।

শিলিগুড়িতে সিগারেটের কালোবাজারি

কেন্দ্রীয় বাজেটের পরেই সমস্যা শুরু

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : শহরের অরবিন্দপল্লির বাসিন্দা কেডি রায় বুধবার দুপুরে কলেজপাড়া এলাকার একটি দোকানে গিয়েছিলেন সিগারেট কিনতে। নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের সিগারেট কেনার পর দাম দিতে গিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন। বললেন, 'নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি মূল্যে সিগারেট কিনতে হচ্ছে। তাও সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে না। হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। সিগারেট নিয়ে রীতিমতো কালোবাজারি চলছে।'

কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ হতেই শিলিগুড়ি শহরজুড়ে শুরু হয়েছে সিগারেটের বেলাগাম কালোবাজারি। অভিযোগ, প্যাকেটের গায়ে লেখা দরের চেয়েও অনেক বেশি দামে বিকোচ্ছে সিগারেট। উত্তর ভারতনগর এলাকার বাসিন্দা অখিল চক্রবর্তীর গলায় তাই ক্ষোভের সুর। বললেন, 'চড়া দামে সিগারেট কিনতে হচ্ছে। প্যাকেটের গায়ে যা দাম লেখা থাকছে তার চেয়েও বেশি মূল্য দিতে হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে সংকট তৈরি করে একদল অসাধু ব্যবসায়ী এধরনের কালোবাজারিতে ইন্ধন জোগাচ্ছে। শীঘ্রই এই কালোবাজারি বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।'

ধূমপায়ীদের এই অভিযোগে সিলমোহর দিয়েছেন শহরের খুচরো ব্যবসায়ীরাও। তাঁদের দাবি, বাজেট ঘোষণার পরপরই হঠাৎ করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি প্যাকেটে ছাপানো দামের চেয়ে ১০ থেকে ১৫ টাকা বেশি নেওয়া হচ্ছে। ফুলেশ্বরী বাজার এলাকার ব্যবসায়ী স্বপন শীল বলেন, 'ইচ্ছাকৃতভাবে একদল ব্যবসায়ী অকাল সংকট তৈরি করে মর্জিমাফিক দর হাঁকছে। আমরাও চড়া দরে কিনতে বাধ্য হচ্ছি। তবে আমরা যখন বিক্রি করতে যাচ্ছি তখন সমস্যায় পড়ছি।' বিক্রেতারাও চাইছেন যাতে এই কালোবাজারি দ্রুত বন্ধ হয়। কারণ সিগারেটের দাম নিয়ে মাঝেমধ্যে ক্রেতাদের সঙ্গে তাঁদের বচসা বেঁধে যাচ্ছে।

সেবক রোড এলাকার ব্যবসায়ী বিমল সাহা রায়ের কথায়, 'প্রতিবার বাজেট পেশের পরপরই এই কালোবাজারি শুরু হয়ে যায়। এবারও তার অন্যথা হয়নি। প্রশাসনের তরফে পদক্ষেপ করা প্রয়োজন।'

এব্যাপারে প্রশাসন কী করছে? শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার জানিয়েছেন, সুনির্দিষ্টভাবে লিখিত অভিযোগ পেলে অবশ্যই পদক্ষেপ করা হবে। আর শিলিগুড়ি ডিস্ট্রিবিউটার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রাজেশকুমার আগরওয়াল বলেন, 'নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দাম নেওয়া উচিত নয়। এর বিরুদ্ধে প্রশাসনের তরফে কড়া পদক্ষেপ করা প্রয়োজন।'

দুর্ঘটনায় আহত পড়ুয়া

বাগডোগরা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে বুধবার পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে তৃতীয় শ্রেণির এক ছাত্র। বুধবার ব্যাংডুবির আর্মি পাবলিক স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে একটি ছোট গাড়ি বাগডোগরার দিকে আসছিল। সেই সময় সেনা চেকপোস্টের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি কালভার্টে ধাক্কা খায়। ঘটনায় তৃতীয় শ্রেণির ওই ছাত্রের মাথায় সামান্য আঘাত লাগে। ছাত্রটিকে সেনাবাহিনীর বেস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়।

মোষ পাচারে ধৃত ৫

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : ট্রাকে করে বিহার থেকে অসমে মোষ পাচারের অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করল এনজেপি থানার পুলিশ। মঙ্গলবার ফুলবাড়িতে নাকা চেকিং চালানোর সময় ট্রাকটিকে আটক করে তল্লাশি চালাতেই মোট ৩৬টি মোষ উদ্ধার হয়। ঘটনায় বিহারের বাসিন্দা মহম্মদ ফজরুল হক, মহম্মদ আলি, শাহ আলম, জাভেদ আলি ও আহার আলিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের বুধবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

নয়া কার্যালয়

চাকুলিয়া, ১৮ ফেব্রুয়ারি : চাকুলিয়ার বিজুলিয়ায় বুধবার অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (এআইএমআইএম)-এর দলীয় কার্যালয়ের উদ্বোধন করা হয়। দলের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি মোজাফফর আনোয়ার কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন।

হর্নবিলের বাসা বাঁধল বন দপ্তর

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : বসন্তের পাতা ঝরার দিনে হর্নবিলের ডাক প্রকৃতির সৌন্দর্য কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু পর্ণমোচী জঙ্গলে গাছের পাতা ঝরে পড়লে হর্নবিলের বাসা তৈরি সংকটের মধ্যে পড়ে। তখন কোনও ঘন জঙ্গলের উঁচু কিংবা শুকনো গাছে বাসা তৈরি করে এই পাখিগুলি। তবে দিন-দিন কমছে জঙ্গল। সোজা, উঁচু গাছটাই আগে নজরে পড়ছে কাটার জন্য। জঙ্গল ধ্বংস করে নির্মাণ হচ্ছে অট্টালিকা। ফলে কমতে শুরু করেছে পাখিদের আবাসস্থল। বন দপ্তর সূত্রে খবর, বিশেষ করে হর্নবিল পাখির বাসা তৈরির উপযুক্ত গাছের অভাব বাড়তে শুরু করেছে। কেননা হর্নবিল পাখি গাছের উঁচুতে বাসা তৈরিতে অভ্যস্ত। গাছের খাঁজে কিংবা শুকনো গাছে গর্ত তৈরি করে বাসা তৈরি করে থাকে সুরেলা এই পাখিগুলি। এই পরিস্থিতিতে উঁচু গাছে হর্নবিলের বাসা তৈরি করার কাজ শুরু করল বন দপ্তরের কার্সিয়াং ডিভিশন। ইতিমধ্যেই সেবক রেঞ্জের লাটপাঞ্চার এলাকার বেশ কয়েকটি গাছে কাঠের বাসা বাঁধা হয়েছে।

কার্সিয়াং ডিভিশনের ডিএফও দেবেশ পান্ডে বলেন, 'প্রাথমিকভাবে কাঠের বাসাগুলি বাঁধা হয়েছে। তবে হর্নবিল ভীষণ প্রকৃতি নির্ভর। মানুষের তৈরি বাসা সেরকম সামান্য গন্ধ পেলেই সেগুলিতে বসবাসের অনুপযুক্ত মনে করতে পারে।'

অভিযোগ, বাসার অভাবে উত্তরের জঙ্গল থেকে হর্নবিল কমতে শুরু করেছে। সেজন্য সরু খোকের মতো করে দিয়ে কাঠের তৈরি বাসা বাঁধা হয়েছে কিছু গাছে। বাসার ঠিক উলটো দিকে সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। তা থেকে লাটপাঞ্চারে হর্নবিল গণনার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে বনাধিকারিকরা জানিয়েছেন।

পাখিপ্রেমীরা জানাচ্ছেন, উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া পাখিদের বসবাসের জন্য উপযুক্ত। কিন্তু

দিন-দিন যেভাবে গাছ কাটা পড়ছে এবং পরিবেশে দূষণ বাড়ছে। তাতে চেনা পাখিদেরও আর দেখা মিলছে না। একদা তরাই এবং ডুয়ার্সের অনেক জঙ্গলে হর্নবিলের দেখা মিলত। শিলিগুড়ি শহরের পাশের জঙ্গলগুলিতে অনেকেই হর্নবিল দেখতে আসেন। কিন্তু শহর যেভাবে বেড়েছে তাতে পাখিদের বসবাসের সেই পরিবেশ আর নেই বলে অভিযোগ। হর্নবিলকে বাঁচিয়ে রাখতে বন দপ্তরকে আরও উদ্যোগী হওয়ার দাবি উঠেছে একাধিকবার। এরইমধ্যে হর্নবিলের জন্য উঁচু গাছে বাসা বাঁধতে শুরু করল বন দপ্তর।

Notice Inviting Tender

Tenders are invited vide NIT No.-04/BDO/K-I of 2025-26 Dated-18.02.2026 by the B.D.O Kaliachak-I B.D.O, Malda on behalf of P&RD Dept., Govt. of West Bengal, Intending bidders are requested to visit the Block office for details. Last date of application for Tender paper at 25.02.2026 upto 14:00 PM.

Sd/- Block Dev. Officer
Kaliachak-I Development Block, Malda

ABRIDGE NOTICE

Application for NIT no-47/kck-II/2025-26 (2nd Call) vide Memo No. 385/kck-II, dated-17.02.2026, is invited by the B.D.O Kaliachak-II Dev. Block from the bidders. Last date of bid submission are 05.03.2026. Details are available in the **www.wbtenders.gov.in**

Block Development Officer, Kaliachak-II Dev. Block, Mothabari, Malda

Notice Inviting e-Tender

Invited by the Secretary Jalpaiguri Zilla R.M.C. for (1) NIT No.: **WBJALZRMC/13-SEC/JAL/2025-26, Dated: 16/02/2026. Tender ID-2026_WBSMB_1009160_1** The Period of Downloading of Bidding document From 18.02.2026, 14.00 Hours (IST) and last date of submission of BID is 27.02.2026, 14.00 Hours (IST). Details may be seen from the website www.wbtenders.gov.in from 18/02/2026. For details may contact the office of the Jalpaiguri Zilla Regulated Market Committee.

Sd/-
Secretary
Jalpaiguri Zilla RMC

PM SHRI Kendriya Vidyalaya Raiganj BSF Govindpur
Walk-in-Interview (Session: 2026-27)

PM SHRI Kendriya Vidyalaya Raiganj BSF Govindpur invites applications for Walk-in interview for preparing panel of part-time Contractual Teachers for the session 2026-27, at the venue of **PM SHRI Kendriya Vidyalaya Raiganj BSF Govindpur** at **8:30 a.m. to 9:30 a.m.** for the following posts on the given dates:

DATE	POST
27/02/26 (Friday)	PGT (Chemistry, Physics, Mathematics, Biology, English, Computer Science, Hindi), TGT (Sanskrit, Mathematics, English, Social Science), Computer Instructor, Vocational Instructor, Music Teacher
28/02/26 (Saturday)	PRT, Balvatika Teacher, Yoga Instructor, Special Educator, Nurse and Counsellor.

For detailed instructions & application form visit PM SHRI Kendriya Vidyalaya Raiganj BSF Govindpur website:-**https://govindpurbsf.kvs.ac.in/**
The Vidyalaya reserves the right to modify or withdraw the notification and to cancel the panel. No TA/DA will be provided.

নির্দেশমূলক বিজ্ঞপ্তি

স্পোর্টস কোটার জন্য নিয়োগ (খোলা বিজ্ঞাপন)
২০২৫-২৬ সালের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে বিভিন্ন বেতন স্তরে (পার্ট-২)
নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নং. ০১/২০২৬

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২৫-২৬ সালের জন্য তীরন্দাজ, অ্যাথলেটিক্স (হাই জাম্প), বক্সিং, ক্রিকেট এবং গলফের ক্রীড়া শাখার জন্য ০৯টি পদ [লেভেল-২/৩ = ০৫টি পদ এবং লেভেল-১ = ০৪টি পদ] পূরণের জন্য ভারতের নাগরিক যোগ্য ক্রীড়াবিদদের কাছ থেকে অনলাইনে আবেদনপত্র আহ্বান করছে।

আবেদন করার শুরুর তারিখ ঃ ২০-০২-২০২৬
আবেদন করার শেষ তারিখ ঃ ১০-০৩-২০২৬

আবেদনকারী ওয়েবসাইটে গিয়ে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে পারেন ঃ **www.nfr.indianrailways.gov.in** ⇨ জেনারেল ইনফো ⇨ রিক্যুইটমেন্ট নোটিফিকেশন (স্পোর্টস, স্কাউটস এন্ড গাইড এন্ড কালচারাল) ⇨ রিক্যুইটমেন্ট ফর স্পোর্টস কোটা ⇨ স্পোর্টস কোটা রিক্রুটমেন্ট ২০২৫-২৬ (পার্ট-২)।

প্রার্থীরা সরাসরি **https://www.nfr-recruitment.in** ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দিতে পারবেন।

জেনারেল ম্যানেজার (পি), মালিগাঁও, গুয়াহাটি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রগতি চিত্তে মানুষের সেবায়

নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে হাসপাতালের জন্য অনারারি ভিসিটিং স্পেশালিস্ট নিয়োগ

নং:ঃ এইচ/২৪৭/২/এইচভিএস তারিখ ঃ ১০-০২-২০২৬

নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে হাসপাতালের জন্য অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। নীচে উল্লেখিত শিক্ষাগত যোগ্যতা/নির্ধারিত হওয়ার যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণকারী ইচ্ছুক ডাক্তাররা উপরোক্ত নিয়োগের জন্য আবেদন করতে পারেন। বিদ্যমান নির্দেশিকা অনুসারে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির সাপেক্ষে এক বছরের জন্য সম্পূর্ণ চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগের প্রস্তাব দেওয়া হবে।

ক্রম নং	স্থান	নিয়োগ করা হবে এমন এইচভিএস -এর সংখ্যা	নিযুক্ত এইচভিএস -এর বিশেষজ্ঞ	এইচভিএস -এর প্রস্তাবিত কাজের সময়
১	নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে হাসপাতাল, নিউ জলপাইগুড়ি	০১	অর্থোপেডিক	০৬ দিন/সপ্তাহে প্রতিদিন ৪ ঘন্টা

শিক্ষাগত যোগ্যতা:
(i) বিশেষজ্ঞ - স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। স্নাতকোত্তর ডিগ্রির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশেষায়িত বিষয়ে ন্যূনতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা।
(ii) পি.জি. ডিপ্লোমা অর্জনের পর সংশ্লিষ্ট বিশেষায়িত বিষয়ে ৫ বছরের অভিজ্ঞতাসহ পিজি ডিপ্লোমাধারী।
বয়স সম্পর্কিত নির্দেশিকা: (i) প্রথমবার নিয়োগের সময়, পছন্দসই বয়স ৩০ বছর থেকে ৬৪ বছরের মধ্যে।
(ii) অব্যাহত নিয়োগের সর্বোচ্চ বয়স সীমা ৬৫ বছর।

কাজের সময়	বিশেষজ্ঞ
০৬ দিন/প্রতি সপ্তাহে ০৪ ঘন্টা/প্রতি দিন	১,০০,০০০/- টাকা

অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক আবেদনকারীকে নির্ধারিত বিন্যাসে (সংযুক্ত) আবেদন করতে হবে এবং নীচে উল্লিখিত সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি সহ এই বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ থেকে প্রধান মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে হাসপাতাল, জেলা- জলপাইগুড়ি (পশ্চিমবঙ্গ) -এর কার্যালয়ে জমা দিতে হবে:-

- বয়সের প্রমাণপত্র :-
- এমবিবিএস সার্টিফিকেট, স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সার্টিফিকেট :-
- পোস্ট ডক্টরেট ডিগ্রি সার্টিফিকেট (যেখানে প্রযোজ্য):-
- প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার প্রমাণপত্র :-
- নিবন্ধন সার্টিফিকেট :-
- প্রাসঙ্গিক যোগ্যতার মার্কশিট (গুলি):-
- প্যান কার্ড:-
- উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত ডাক্তারদের অবহিত করা হবে।

আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ:- ০৩.০৩.২০২৬ তারিখে ১৭:০০ টায়।
স্থান: নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে হাসপাতাল।
এইচভিএস-এর নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি আবেদনপত্রের বিন্যাস সহ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.nfr.indianrailways.gov.in** থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে।

চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট, নিউ জলপাইগুড়ি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রগতি চিত্তে মানুষের সেবায়

Executive Engineer, WBSRDA, Uttar Dinajpur Division on behalf of WBSRDA invites percentage rate electronic bids for **Construction/ Repair/Up-gradation** of Rural Roads details of which are mentioned below, vide eNIT No. **WBSRDA/RR/23 of 2025-26 [1st Call].**

Sl. No.	Name of the work	Amount put to Tender (₹)
1	Construction of PCC road from Chainpur Janajar math (Gorahar) to Bariol Ghat more under Surun-I G.P, Itahar block. (Length : 1.600 Km)	9189876
2	Construction of PCC road from Nirmal Sarkar House to Boro Bahuti via Choto Bahuti under Durgapur G.P, Itahar block. (Length : 0.800 Km)	5345711
3	Repairing & Renovation of black top from Marnai more to Marnai Ghat Under Marnai G.P, Itahar block. (Length : 4.380 Km)	9032449

Details can be viewed in **http://www.wbtenders.gov.in** on & from 19.02.2026 at 10:00 Hours. Last date for e-submission stands 05.03.2026 upto 16.00 Hrs for the aforesaid NIeT.

Sd/- Executive Engineer & HPIU
WBSRDA, Uttar Dinajpur Division

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৭১ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৬ ফাল্গুন ১৪৩২

সবার ওপরে!

গণতন্ত্রে জনগণের প্রতি শাসকের দায়বদ্ধতা অত্যন্ত জরুরি শর্ত। যা না থাকলে গণতন্ত্রের ভিত্তি নড়বড়ে হতে বাধ্য। যাঁদের ভোটে জিতে শাসক ক্ষমতাসীন হয়, সেই জনতা শাসকের কাজে-কথায় রুষ্ট, বিরক্ত হলে সমালোচনা করতেই পারে, জবাবদিহি চাইতেই পারে। তবেই সে প্রকৃত গণতান্ত্রিক হয়ে উঠতে পারে।

তা না করে শাসক নিজের খেয়ালখুশিমতো সরকার পরিচালনা করলে, জনগণের অভাব-অভিযোগের তোয়াক্কা না করলে, বলপূর্বক তাদের ওপর সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিলে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। অথচ গোড্ডার বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে বলছেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কি প্রশ্ন করবেন? উনি যাবতীয় প্রশ্নের ঊর্ধ্বে।'

একটি সর্বভারতীয় হিন্দি বৈদ্যুতিন সংবাদ চ্যানেলের জনপ্রিয় টক শো-তে সঞ্চালকের প্রশ্নের জবাবে মোদি-অমিত শা'র আস্থাভাজন এই সাংসদের মন্তব্যটি স্তাবকতাকে অনন্য পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। নিশিকান্তের মতো আরও অনেক বিজেপি নেতা-মন্ত্রী, জনপ্রতিনিধি ও কর্মী-সমর্থক মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, মোদির কাজে কোনও খুঁত থাকতে পারে না। তাই তাঁকে প্রশ্ন করা যায় না।

এহেন আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী প্রশ্নাতীত আনুগত্য কোনও রাজতন্ত্রেও পাওয়া দুষ্কর। মোদি ভোটে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। ফলে তাঁর সরকারের কাজকর্ম, নীতি, সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকার দেশের মানুষের থাকা স্বাভাবিক। প্রশ্ন ওঠে, বিজেপি কি সেই অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে?

গত লোকসভা ভোটে প্রচারের সময় প্রধানমন্ত্রী নিজেকে জৈবিক বলে দাবি করেছিলেন। জানিয়েছিলেন, তাঁকে ঈশ্বর কোনও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ধরাধামে পাঠিয়েছেন। ভোটের প্রচারের সেই কথাকে ধ্রুব সত্য বলে মেনে তাঁকে যাবতীয় প্রশ্নের ঊর্ধ্বে বলে দলের নেতা-সাংসদরা দাবি করলে দেশের গণতন্ত্রের মান নিয়ে প্রশ্ন উঁকি দিতে বাধ্য।

জওহরলাল নেহরু থেকে নরেন্দ্র মোদি, প্রত্যেকেই ভোটে নির্বাচিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। দেশের আর দশের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখা প্রধানমন্ত্রীর প্রধান কর্তব্য। সেই কর্তব্য পালনে কোনও ভুলচুক হলে প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করার এবং প্রশ্ন তোলার অধিকার বিরোধীদের ও সর্বোপরি সাধারণ মানুষের আছে বৈকি।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর উচিত, সেই সমস্ত সমালোচনা ও প্রশ্নের জবাব দেওয়া। এতে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র হিসেবে ভারতের পরিচিতি আরও উজ্জ্বল হয়। নরেন্দ্র মোদি প্রায়ই ভারতকে গণতন্ত্রের জননী বলে থাকেন। অথচ তাঁকে প্রশ্নের ঊর্ধ্বে দাবি করে যে ভাষ্য তৈরি করা হচ্ছে, তাতে গণতন্ত্রের মূল ধারণা ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে।

ভারতের শাসন ব্যবস্থায় সবার ওপরে সংবিধান। দীর্ঘ সংগ্রাম এবং বহু বলিদানের ফসল ওই দলিলটি। যা দেশের সমস্ত ক্ষমতার উৎস। কিন্তু সেই দলিল প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতা দিয়েছে বলেই তাঁকে সমালোচনা বা প্রশ্ন করার অধিকার বিরোধীদের নেই বলে প্রচার করার মানসিকতা গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিকেই আঘাত করে।

সংসদে শাসকদলের নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী যুক্তি দিয়ে বিরোধীদের অবস্থান খণ্ডন করবেন আবার বিরোধী দলনেতা পালটা যুক্তি দেবেন- সংসদীয় গণতন্ত্রের দস্তুর সেটাই। কিন্তু বিরোধীদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে না, তাঁদের অভিযোগগুলির প্রতি কর্ণপাত করা হবে না, শুধু সরকারের মহিমাকীর্তন হবে- এই মানসিকতা ভয়ংকর।

নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপির অন্য নেতারা সবকিছুতে নেহরু-গান্ধি পরিবারের ভূত খুঁজে বেড়ান। দেশের সমস্ত সমস্যার জন্য ওই পরিবারের দিকে আঙুল তোলা তাঁদের অভ্যাস। মোদি সরকারের ক্ষমতাসীন থাকার বয়সও কিন্তু ১২ বছর হয়ে গিয়েছে। শাসক শিবিরের কাজকর্ম নিয়ে মানুষের মনে প্রশ্ন ওঠা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। সে সবকে গুরুত্ব না দেওয়ার অর্থ বিরুদ্ধ মতকে অগ্রাহ্য করা। এটা গণতান্ত্রিক ধারণার সঙ্গে খাপ খায় না।

গিরিরাজ সিং, নিশিকান্ত দুবেরা হয়তো বিজেপির সম্পদ। কিন্তু তাঁদের মতো নেতারা স্তাবকতাকে মহিমান্বিত করায় গেরুয়া শিবিরের লাভ হতে পারে, কিন্তু ক্ষতি হচ্ছে দেশের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও চেতনার।

অমৃতধারা

মানুষ আপনাকে চিনতে পারলে ভগবানকে চিনতে পারে। 'আমি কে' ভালোরূপে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায়, আমি ব'লে কোনও জিনিস নেই। হাত, পা, রক্ত, মাংস ইত্যাদি এর কোনটা আমি? যেমন প্যাঁজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কেবল খোসাই বেরোয়, সার কিছু থাকে না, সেইরূপ বিচার করলে আমিত্ব বলে কিছু পাই নে। শেষে যা থাকে, তাই আত্মা- চৈতন্য। আমার আমিত্ব দূর হলে ভগবান দেখা দেন। দুই রকম আমি আছে- একটা পাকা আমি, আর একটা কাঁচা আমি। আমার বাড়ি, আমার ঘর, আমার ছেলে, এগুলো কাঁচা আমি, আর পাকা আমি হচ্ছে, আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর সন্তান, আর আমি সেই নিত্য-মুক্ত-জ্ঞান-স্বরূপ।

-শ্রীরামকৃষ্ণ

সংসদ যেন কুরুক্ষেত্র : শত্রু না প্রতিপক্ষ!

গণতন্ত্রের মন্দিরে ঘণ্টার ধ্বনি নয়, শোনা যাচ্ছে যুদ্ধের দামামা; যেখানে যুক্তি-তর্কের বদলে চরম অবিশ্বাস, আক্রোশ।

নীহারিকা সরকার

এআই।

দিল্লির ক্ষমতার অলিন্দে কান পাতলে এখন আর রাজনীতির ফিশফিশানি শোনা যায় না, শোনা যায় দাঁতে দাঁত চিপে লড়াইয়ের শব্দ। চায়ের কাপে তুফান তোলা বাঙালি বরাবরই রাজনীতি সচেতন, কিন্তু বর্তমানে সংসদ ভবনের অন্দরে যা ঘটছে, তা সম্ভবত সাধারণ নাগরিকদের কল্পনার অতীত। আমরা ছোটবেলায় শুনেছি, সংসদ হল গণতন্ত্রের মন্দির। কিন্তু সেই মন্দিরের পুরোহিত আর ভক্তরা এখন একে অপরের দিকে এমনভাবে তেড়ে যাচ্ছেন, যেন এটা কোনও আইনসভা নয়, পাড়ার মোড়ের দখলদারি নিয়ে দুই গোষ্ঠীর হাতাহাতি।

গত কয়েক দশকে সংসদের মান পড়া নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে। বিল পাশ হচ্ছে কোনও আলোচনা ছাড়াই, স্পিকারের মুখের ওপর কাগজ ছোড়া হচ্ছে, ওয়েলে নেমে স্লোগান- এসব এখন 'জলভাত'। আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। কিন্তু বর্তমানে যা ঘটছে, তাকে আর নিছক 'হট্টগোল' বলে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এটা এক গভীর অসুখ, যা আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রের হৃৎপিণ্ডে আঘাত করছে।

পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ, তার একটা ছোট্ট উদাহরণ দেওয়া যাক। লোকসভার স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব! ভাবা যায়? ১১৮ জন বিরোধী সাংসদ সই করে নোটিশ দিয়েছেন। সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে মোদি সরকারের পাল্লা ভারী, এই প্রস্তাব হয়তো পাশ হবে না। কিন্তু স্পিকার, যিনি কিনা হাউসের অভিভাবক, তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে যখন প্রশ্ন ওঠে, তখন বুঝতে হবে দেওয়াল লিখনটা বেশ স্পষ্ট। এতদিন বিরোধীরা স্পিকারের চেয়ারটাকে অন্তত সমীহ করত, কিন্তু সেই 'লক্ষ্মণরেখা' আজ মুছে গিয়েছে।

তবে আসল চমকটা অন্যত্র। স্পিকার ওম বিড়লা স্বয়ং স্বীকার করেছেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতির ভাষণের জবাবি বক্তৃতায় সংসদে না আসার জন্য। কারণ? তাঁর কাছে 'পাকা খবর' ছিল, কংগ্রেসের কিছু সাংসদ প্রধানমন্ত্রীর আসনের কাছে পৌঁছে 'অপ্রীতিকর' কিছু ঘটাতে পারেন। সোজা বাংলায়, দেশের প্রধানমন্ত্রী খোদ সংসদের ভেতরেই নিরাপদ নন! স্পিকার আশঙ্কা করছেন, প্রধানমন্ত্রী আক্রান্ত হতে পারেন।

ভাবুন একবার! যে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে বিশ্বের তাবড় নেতারা সমীহ করেন, তাঁকে কিনা নিজের দেশের সংসদ ভবনে ঢুকতে বারণ করা হচ্ছে নিরাপত্তার অজুহাতে? এর চেয়ে বড় লজ্জার আর কী হতে পারে? এর মানে কি সরকার স্বীকার করে নিচ্ছে যে, লোকসভার ফ্লোরে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা দেওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই? ২০২৪-এর মাঝামাঝি থেকে সংসদের নিরাপত্তার দায়িত্ব পুরোনো 'ওয়াচ অ্যান্ড ওয়ার্ড' কর্মীদের হাত থেকে সরিয়ে সিআইএসএফ-এর হাতে দেওয়া হয়েছে। বন্দুকধারী জওয়ানরা গেটে পাহারা দিচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু গণতন্ত্রের অন্দরমহলে যে বিশ্বাসের ফাটল ধরেছে, তা কি বন্দুক দিয়ে জোড়া সম্ভব?

এই অবিশ্বাসের বাতাবরণকে আরও বিষিয়ে তুলেছে সাম্প্রতিক 'বই বিতর্ক'। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি প্রাক্তন সেনাপ্রধান এমএম নারাভানের অপ্রকাশিত বই 'ফোর স্টার্স অফ ডেস্টিনি'-র প্রসঙ্গ টেনে ২০২০ সালের লাদাখ সংঘাত নিয়ে সরকারকে বিঁধতে চেয়েছিলেন। পেঙ্গুইন র‍্যান্ডম হাউস জানিয়ে দিয়েছে, বইটা প্রকাশিত হয়নি, জেনারেল নারাভানেও তাই বলেছেন। কিন্তু ব্যাস, বারুদে আগুন লেগে গেল! বিতর্ক বইয়ের বিষয়বস্তু থেকে সরে গিয়ে দাঁড়াল- রাহুল গান্ধি এই পাণ্ডুলিপি পেলেন কোথায়?

বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে তো একধাপ এগিয়ে রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ আজীবনের জন্য কেড়ে নেওয়ার দাবি তুলেছেন। অভিযোগ? 'দেশবিরোধী কার্যকলাপ'। রাজনীতিতে মতপার্থক্য থাকে, কিন্তু বিরোধী দলনেতাকে সোজা 'দেশদ্রোহী' তকমা দিয়ে রাজনীতি থেকে মুছে ফেলার এই যে প্রবণতা, এটা কি সুস্থ গণতন্ত্রের লক্ষণ?

আসলে সমস্যাটা কোনও একটা ঘটনা বা ব্যক্তির নয়। সমস্যাটা 'মেজাজ'-এর। একটা সময় ছিল যখন সংসদ উত্তপ্ত হত, কিন্তু

গণতন্ত্রের মন্দির আজ রণক্ষেত্র। স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা, প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে নজিরবিহীন শঙ্কা আর রাহুল গান্ধির সদস্যপদ খারিজের দাবি- সংসদ এখন ব্যক্তিগত আক্রোশের আখড়া। সুষমা স্বরাজের 'আমরা প্রতিপক্ষ, শত্রু নই' বার্তা ভুলে নেতারা আজ লড়ছেন একে অপরকে শেষ করতে। সৌজন্যের রাজনীতি হারিয়ে এই বিষাক্ত সংঘাত কি তবে গণতন্ত্রের কফিনে শেষ পেরেক?

ব্যক্তিগত সম্পর্কের উষ্ণতা কমত না। ১৯৯৬ সালের একটা ছবি মনে পড়ে- তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বর্ষীয়ান বাম নেতা ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত সংসদের সেন্ট্রাল হলের দরজায় মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। ভেতরে হট্টগোল চলছে, আর বাইরে এই প্রবীণ নেতা হতাশায় ডুবে ভাবছেন, 'কোথায় এসে দাঁড়ালাম আমরা!'

জোট জমানার রাজনীতিতেও (১৯৮৯-২০১৪) আমরা অনেক নাটক দেখেছি। লালুপ্রসাদ যাদব ভিজিটরস গ্যালারিতে বসে দেখতেন তাঁর দলের সাংসদরা রাজ্যসভায় লোকপাল বিল ছিঁড়ে ফেলছেন কি না। প্রণব মুখোপাধ্যায় ধমক দিয়ে বলতেন, 'ঈশ্বরের দোহাই, আপনারা আপনাদের কাজটা করুন।' কিন্তু তখন দিনের শেষে স্পিকার সব দলের নেতাদের নিজের চেম্বারে ডাকতেন। চা-শিঙাড়া খেতে খেতে মান-অভিমান ভাঙত। শাসক আর বিরোধীর মধ্যে একটা অলিখিত সেতু ছিল। তাঁরা জানতেন, ঝগড়াটা মতাদর্শের, ব্যক্তিগত শত্রুতার নয়।

আজ সেই সেতুটা ভেঙে চুরমার। স্পিকারের চেম্বারে সেই চায়ের আড্ডা আর বসে না। 'ব্যাক-চ্যানেল ডিপ্লোম্যাসি' আজ মৃত। এখন সবটাই 'ক্যামেরার জন্য'। বিরোধীরা মনে করে সরকার তাদের কণ্ঠরোধ করছে, আর সরকার মনে করে বিরোধীরা শুধুই বিঘ্ন ঘটাতে আসে।

এই ঘোর অমানিশার মধ্যে দাঁড়িয়ে খুব মনে পড়ছে সুষমা স্বরাজের কথা। ২০১৪ সাল। পঞ্চদশ লোকসভার শেষ দিন। সুষমা তখন বিরোধী দলনেতা। বিদায়ি ভাষণে তিনি যা বলেছিলেন, তা আজকের এই বিষাক্ত পরিবেশে এক মুঠো তাজা বাতাসের মতো। তিনি বলেছিলেন, ''ভাই কমল নাথ তাঁর 'শরারত' (দুষ্টুমি) দিয়ে এই সদনকে উলটেপালটে দিতেন, আর শ্রদ্ধেয় শিন্ডেজি (সুশীলকুমার শিন্ডে) তাঁর 'শরাফত' (ভদ্রতা) দিয়ে সব জট ছাড়িয়ে দিতেন।''

ভাবুন তো, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কোনও বিজেপি নেতা কি কংগ্রেসের কোনও নেতাকে 'ভাই' বলে সম্বোধন করার সাহস দেখাবেন? বা উলটোটা? সুষমা সেদিন সোনিয়া গান্ধিকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন সংকটকালে মধ্যস্থতা করার জন্য, মনমোহন সিং-এর নম্রতার প্রশংসা করেছিলেন। অথচ এই সুষমাই একসময় সোনিয়া গান্ধির প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বিরোধিতায় মাথা মুণ্ডন করার হুমকি দিয়েছিলেন!

সুষমা স্বরাজের সেই অমোঘ উক্তি, 'আমরা প্রতিপক্ষ, কিন্তু শত্রু নই'- আজ বড় বেশি প্রাসঙ্গিক। রাজনীতির ময়দানে আমরা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়ব, কিন্তু দিন শেষে আমরা সবাই এই দেশেরই প্রতিনিধি। এই সহজ সত্যটা আমাদের বর্তমান নেতারা ভুলে বসে আছেন।

এখন প্রতিপক্ষ মানেই তাকে শেষ করে দাও। তার সাংসদ পদ কেড়ে নাও, তাকে জেলে ভরো, তাকে কথা বলতে দিও না। এই 'আমি জিতব মানে তোমাকে হারতেই হবে' মানসিকতা সংসদকে পঙ্গু করে দিচ্ছে।

সব জায়গাতেই আজ প্রশ্ন, আমাদের নেতারা কি শুধুই একে অপরের দিকে কাদা ছুড়বেন? নাকি দেশের জ্বলন্ত সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করবেন? বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, সীমান্তের সুরক্ষা- এসব নিয়ে গঠনমূলক তর্কের বদলে আমরা দেখছি ব্যক্তিগত কাদা ছোড়াছুড়ি।

সাংসদরা ভুলে যাচ্ছেন, তাঁরা যখন ওয়েলে নেমে চিৎকার করেন বা স্পিকারের দিকে আঙুল তোলেন, তখন তাঁরা শুধু নিজেদের দলের প্রতিনিধিত্ব করছেন না, তাঁরা অপমান করছেন সেই সাধারণ মানুষটিকে, যিনি রোদে পুড়ে লাইনে দাঁড়িয়ে তাঁদের ভোট দিয়েছিলেন।

সংসদ কোনও কুস্তির আখড়া নয়। এখানে লড়াইটা হওয়ার কথা যুক্তির, পেশিশক্তির নয়। স্পিকার যদি রেফারির ভূমিকা পালন করতে না পারেন, আর খেলোয়াড়রা যদি নিয়ম না মেনে শুধুই ফাউল করতে থাকেন, তবে খেলাটা পণ্ড হতে বাধ্য। আর এই খেলায় হারটা কোনও দলের হবে না, হার হবে ভারতের গণতন্ত্রের।

সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। আমাদের নেতাদের মনে করতে হবে সুষমা স্বরাজের সেই কথাগুলো। ফিরিয়ে আনতে হবে সেই সৌজন্য, সেই 'শরাফত'। প্রতিপক্ষকে শত্রু ভাবা বন্ধ না করলে, এই আগুনের আঁচে একদিন পুড়ে ছাই হয়ে যাবে আমাদের গর্বের সংসদীয় কাঠামো। তখন আর আফসোস করারও সময় থাকবে না।

(লেখক সমাজতত্ত্ববিদ)

আজ

১৮৬১

লোকমাতা রানি রাসমণি প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯৭৮

আজকের দিনে জীবনাবসান হয় শিল্পী পঙ্কজ কুমার মল্লিকের।

আলোচিত

সুজনবাবুর মতো বামফ্রন্টের অনেক নেতা আমাকে তাচ্ছিল্য করেন। অযোগ্য, সাম্প্রদায়িক বলেন। কিন্তু আমি তাঁদের রাজ্য সম্পাদকের কাছে ক'দিন গিয়েছি আর উনি কতবার আমার কাছে হোটেল আইটিসিতে এসেছেন, সেই খোঁজ কি তাঁরা রাখেন? ওঁরা সেলিম সাহেবকে কন্ট্রোল করতে না পারলে আমি কী করব!

- হুমায়ুন কবীর

ভাইরাল/১

ইকুয়েডরের আমবাতোর বিখ্যাত ফল-ফুলের উৎসবে আমন্ত্রিত বিশ্বসুন্দরী ফাতেমা বোচ হুডখোলা গাড়িতে ভক্তদের উদ্দেশে হাত নাড়তে নাড়তে যাওয়ার সময় জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান। আপাতত সুস্থ তিনি।

ভাইরাল/২

পঞ্জাবের তরনতরনে এক পঞ্জাবি বিয়ের অনুষ্ঠানে নববধূকে উদ্দেশ্য করে বর ও তাঁর সঙ্গীদের গোছা গোছা নোট ওড়াতে দেখা গেল। কারও দাবি, সাড়ে আট কোটি টাকার নোট ওড়ানো হয়েছে, কেউ বললেন টাকার পরিমাণ দু-চার লক্ষ টাকা। নেট দুনিয়ায় এনিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া।

জনমন জনমত

গ্রন্থাগারে জেলার কবি ও সাহিত্যিকদের বই রাখা হোক

জেলায় জেলায় সরকারি উদ্যোগে বইমেলা শেষ হওয়ার পর সম্প্রতি ৪৯তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা শেষ হয়েছে। এবছরের মতো বইমেলা শেষ। আগামী বছরের জন্য অপেক্ষা সাহিত্যপ্রেমী মানুষ, পাঠক, লেখক ও লেখিকাদের।

প্রতিবছর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বইমেলা ও কলকাতা বইমেলায় উপস্থিত হই সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা থেকে। বিশেষ করে জেলা বইমেলায় জেলার লেখক-লেখিকাদের নতুন বই প্রকাশ পেলে খুশি হই। লিটল ম্যাগাজিন স্টলে এঁদের নতুন প্রকাশিত বইয়ের ঠাঁই হয়। মেলায় জেলার কবিদের নিয়ে কবিতা পাঠের আয়োজন এবং প্রবন্ধ পাঠের আসর একটা আলাদা উন্মাদনা তৈরি করে। প্রতিদিন তালিকাভুক্ত কবি, সাহিত্যিক ও প্রবন্ধকারদের আনাগোনা চলে। কিন্তু এঁদের মধ্যে ২-১ জন বাদে কাউকেই লিটল ম্যাগাজিন স্টলে এসে জেলার কবি ও সাহিত্যিকদের প্রকাশিত বই বা লিটল ম্যাগাজিন কিনতে দেখি না। জেলার কবি-সাহিত্যিকরা স্টলে বসে এই আক্ষেপ ও হতাশা প্রতি বছরই প্রকাশ করেন। আমার মনে হয় জেলার প্রত্যেক কবি ও সাহিত্যিকদের প্রকাশিত বই সবার আগে কেনা এবং মনোযোগ দিয়ে পড়া উচিত। তবেই জেলায় সাহিত্যচর্চার আদানপ্রদান সঠিক দিশা পাবে। নিজের অর্থে বই ছাপানোর সার্থকতা খুঁজে পাবেন কবি ও সাহিত্যিকরা। এভাবেই জেলায় নতুন এক পাঠকশ্রেণির জন্ম হবে।

অন্যদিকে, জেলা প্রশাসনও জেলার কবি ও সাহিত্যিকদের প্রকাশিত বই কেন্দ্রীয়ভাবে কিনে জেলার গ্রামীণ গ্রন্থাগার ও স্কুলগুলিতে পৌঁছে দিলে সাহিত্যচর্চা যথাযথ প্রসার লাভ করবে। সহজেই প্রতিটি অঞ্চলে পাঠকদের কাছে বইগুলি সরাসরি পৌঁছে যাবে। তাঁরা জেলার সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে জানতে পারবেন। কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে উৎসাহ বাড়বে। গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিও সচল থাকবে।

অমিয়কুমার চৌধুরী, বুনিয়াদপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর।

রিভিউ নিয়ে প্রশ্ন

আমরা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০২৫ সালে বিকম দ্বিতীয় সিমেস্টার দিয়েছিলাম। পরীক্ষার ফল বের হওয়ার পর দেখা গেল, প্রায় বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী অকৃতকার্য হয়েছে। তখন বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী রিভিউয়ের জন্য নির্দিষ্ট ফি জমা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আবেদন করে। পরবর্তীতে রিভিউয়ের ফল বের হওয়ার পর দেখা গেল, সেইসব ছাত্রছাত্রী পুনরায় সেই বিষয়গুলিতে যথারীতি ফেল করেছে। রিভিউ অর্থাৎ পুনরায় খাতা দেখার সময় ছাত্রছাত্রীদের প্রতি সুবিচার করতে হয়, না হলে রিভিউ অর্থহীন। রিভিউতে সুবিচারের আশায় অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীরা আবেদন করে থাকে। কর্তৃপক্ষ সঠিকভাবে যত্ন নিয়ে খাতা দেখলে একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি হত না। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ন্যায়বিচারের আশা করছি।

সোনাই দাস
নিরঞ্জননগর, ঘোগোমালি, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ভাটরা বিলের বিপন্নতা ও জীবনসংগ্রাম

বরেন্দ্রভূমির বিশাল জলাভূমিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ঋতুকেন্দ্রিক আর্থসামাজিক বিবর্তন ও পরিবেশগত সংকট তৈরি হয়েছে।

অরবিন্দ ঘোষ

সভ্যতার আদিম লগ্ন থেকেই জলাশয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে মানুষের বসতি ও সংস্কৃতি। মালদহ জেলার নামের ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় 'মাল' অর্থাৎ সম্পদ এবং 'দহ' অর্থাৎ জলাশয়। এই নদীমাতৃক জনপদে নদী তার গতিপথ পরিবর্তনের ফলে রেখে গিয়েছে অসংখ্য পরিত্যক্ত বাঁক, যা আজ জলাভূমি রূপে বিদ্যমান। ওল্ড মালদা ব্লকের ভাটরা বিলও এর ব্যতিক্রম নয়। আশ্চর্যের বিষয় হল, ১৮৭৫ সালের জেলা মানচিত্রে এই বিলের অস্তিত্ব 'রসিলাদহ' নামে ছিল। পরবর্তীতে ১৯৮২ সালের মানচিত্রে এটি 'জলকারবিথান' নামে পরিচিতি পায় এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাটরা ও যাত্রাডাঙ্গা নাম দুটি যুক্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গের ২৩টি বড় জলাভূমির মধ্যে মালদহ জেলায় যে ৯টি প্রধান জলাভূমি রয়েছে, ভাটরা তার মধ্যে অন্যতম। স্থানীয়দের কাছে এর পরিচিতি 'মিনি দিঘা' হিসেবে।

ঋতুভেদে জল ও স্থলের আবর্তন

টাঙন ও বেহুলা নদীর সংযোগের কারণে ভাটরা বিলের চরিত্রে এক অদ্ভুত ঋতুগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বর্ষাকালে নদী দুটির জলস্ফীতির ফলে ভাটরা, যাত্রাডাঙ্গা ও জলকারবিথান—এই তিনটি জলাভূমি একত্রিত হয়ে এক সুবিশাল হ্রদের রূপ নেয়। প্লাবিত হয় পার্শ্ববর্তী মাঠ ও গ্রামীণ রাস্তাঘাট। তখন এখানে রুই, কাতলা, পাবদা, কই ও চিংড়ির মতো মাছের পাশাপাশি শামুক-ঝিনুক সংগ্রহের ধুম পড়ে। আবার শীতের আগমনে জল কমতে শুরু করলে বিলের সেই জলমগ্ন রূপ হারিয়ে গিয়ে জেগে ওঠে উর্বর পলিমাটি। ঋতু পরিবর্তনের এই চক্রাকার আবর্তনে বিলটি কখনও হয়ে ওঠে মৎস্যজীবীর কর্মশালা, আবার কখনও কৃষকের শস্যক্ষেত্র।

শীতকালে ভাটরা বিল।

কৃষিনির্ভর সমাজ ও ভূমির অধিকার

বিলের জল সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় জমি দখলের এক বিচিত্র লড়াই। এখানে ভূমির মালিকানা স্থায়ী নয়, বরং ঋতুভিত্তিক। স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টনের ক্ষেত্রে এক অলিখিত সামাজিক নিয়ম কাজ করে। গত বছর যে কৃষক যে জমিতে চাষ করেছিলেন, পরের বছর তিনি সেই একই জমি পাবেন তার কোনও নিশ্চয়তা থাকে না। স্থানীয় নেতৃত্বের সমন্বয়ে এই বণ্টন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। উন্মুক্ত ও উর্বর পলিমাটিতে তখন বোরো ধান, তরমুজ, সর্ষে ও ভুট্টার নিবিড় চাষ শুরু হয়। কৃষিজমির এই ক্ষণস্থায়ী মালিকানা ও ঋতুভিত্তিক পেশা বদল ভাটরা বিল অঞ্চলের এক বিরল ও বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্য।

জীবিকার সংকট ও পরিযায়ী জীবন

জলাভূমির পরিবর্তনের পাশাপাশি মানুষের জীবিকাও অনিচ্ছাকৃতভাবে বদলে যায়। বর্ষায় যাঁরা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন, শুকনো মরশুমে তাঁদের অনেকেই পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। কৃষিকাজের সুযোগ না মিললে অনেক পুরুষ শ্রমিক ভিনরাজ্যে পাড়ি দেন। কেউ রাজমিস্ত্রি, কেউ ইটভাটায় কাজ করেন, আবার কেউ টোটোচালক হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেন। তবে এই প্রতিকূলতার মধ্যেও অনেকে বিকল্প হিসেবে বাণিজ্যিক উপায়ে হাঁস পালন করে স্বনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করছেন। পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি বাড়ায় স্থানীয়দের সঙ্গে বহিরাগত ভ্রমণপিপাসুদের সামাজিক মিথস্ক্রিয়াও ইদানীং বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিবেশগত অবক্ষয় ও ভবিষ্যৎ শঙ্কা

গত দুই দশকে বিলের জলধারণ ক্ষমতা নাটকীয়ভাবে কমেছে। দূষণের কবলে পড়ে জল ও মাটির গুণমান নষ্ট হচ্ছে, যার প্রভাব পড়ছে মৎস্য সম্পদ ও ফসলের ফলনের ওপর। কমেছে মৎস্যজীবীর সংখ্যাও। তবে সবচেয়ে বড় আতঙ্ক হল নগরায়ণের গ্রাস। এই ঐতিহ্যবাহী জলাভূমিটি যদি বিলীন হয়ে যায়, তবে মালদহের পরিবেশ ও সংস্কৃতির অপূরণীয় ক্ষতি হবে।

(লেখক শিক্ষক। মালদার বাসিন্দা।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৭৪

পাশাপাশি : ১। শ্বাসপ্রশ্বাস সম্পর্কিত অঙ্গ ৩। পরীক্ষার জন্য খণ্ড বিখণ্ড করা ৪। মানসিক অস্বস্তি বা তিক্ততার অনুভূতি ৫। অনিচ্ছায় যার দায়িত্ব নিতে হয় ৭। চট বা কাপড়ের ছোট ব্যাগ ১০। কাঁচা নরম ও কোমল ১২। চুপিসারে পালিয়ে যাওয়া ১৪। যিনি গ্রহণ করবেন ১৫। বাবার মা বা ঠাকুমা১৬। নাচানাচি করা।

উপর-নীচ : ১। যিশু যেখানে ছোটবেলায় কাটিয়েছেন ২। কাজের যোগ্য ৩। কোনও বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কিত ৬। নকুলের অজ্ঞাতবাসের ছদ্মনাম ৮। বহুতলে ওঠার যন্ত্র ৯। চিত্তাকর্ষক বা যা মনকে আকর্ষণ করে ১১। তাস খেলায় রং ১৩। পড়ে যাওয়া ঠেকাতে খুঁটি।

সমাধান ■ ৪৩৭৩

পাশাপাশি : ২। তানাবানা ৫। চিতেন ৬। কাকতালীয় ৮। পান ৯। দার ১১। অপরাজিতা ১৩। বিলয় ১৪। কানখাড়া।

উপর-নীচ : ১। ছুঁচিবাই ২। তান ৩। বাহক ৪। কুলায় ৬। কান ৭। তাগর ৮। পায়রা ৯। দাতা ১০। নারায়ণী ১১। অবীরা ১২। জিরান ১৩। বিড়া।

বিন্দুবিসর্গ

সিপিএমের উপেক্ষায় ক্ষুব্ধ প্রতীক উর

রিমি শীল

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : মানভঙ্গ হল না সদ্য সিপিএম থেকে সরে যাওয়া তরুণ নেতা প্রতীক উর রহমানের। দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন তিনি। আদৌ এখনও তাঁকে নিয়ে দলে কোনও সিদ্ধান্ত হয়েছে কি না তা নিয়ে কঠোর সমালোচনা প্রতীক উরের গলায়। বুধবারই সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠক ছিল। কিন্তু প্রতীক উরের বিষয়টিতে এখনই গুরুত্ব দেওয়া হল না বৈঠকে। তাঁকে আপাতত আমল না দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে সিপিএমে।

বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার সিপিএমের রাজ্য কমিটির বৈঠক রয়েছে। সূত্রের খবর, সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকে বিধানসভা নির্বাচন সংক্রান্ত ও রাজ্য কমিটির বৈঠক নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। সেখানে বিশেষ আমল দিয়ে আলোচনাই হয়নি প্রতীক উরের পদত্যাগ বার্তা নিয়ে।

দলের এই তরুণ নেতার মান ভাঙাতে আসরে নেমেছিলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। তাঁকে রাজ্য দপ্তরেও ডাকা হয়েছিল। কিন্তু তিনি যে রাজ্য সম্পাদকের প্রতি বীতশ্রদ্ধ তা এদিন তাঁর ক্ষোভেই স্পষ্ট।

উত্তরবঙ্গ সংবাদকে প্রতীক বলেন, 'আমি বিমানবাবুকে চিঠি দিইনি। রাজ্য সম্পাদককে দিয়েছিলাম। উনি হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে বৈঠকে বসতে পারছেন, অথচ আমি আছি না গিয়েছি, তা জানাতে পারছেন না? আমাকে কি ডাকা হয়েছে, যে আমি যাব?' দলের অভ্যন্তরীণ বিষয় বাইরে আসা নিয়ে সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'আমার চিঠি প্রকাশ্যে আসা ও বিভিন্ন বিষয় যাঁরা প্রকাশ্যে আনছেন, তাঁদের কি আড়াল করার চেষ্টা হচ্ছে? আমার সঙ্গে তো একবারও কথা বলার চেষ্টা হয়নি।'

রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর এক সদস্যের কথায়, 'সামনে নির্বাচন রয়েছে। রাজ্য কমিটির বৈঠক নিয়ে চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে। এর মধ্যে কার অভিমান হল, কে থাকল, কে চলে গেল, তা নিয়ে এত গুরুত্ব দেওয়ার দরকার কি আছে?'

সিপিএমের তরুণতুর্কি নেতাদের দলবদল নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। প্রতীক উর ছাড়াও সৃজন ভট্টাচার্য, দীপ্সিতা ধর, সায়ন

> **আমি বিমানবাবুকে চিঠি দিইনি। রাজ্য সম্পাদককে দিয়েছিলাম। উনি হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে বৈঠকে বসতে পারছেন, অথচ আমি আছি না গিয়েছি, তা জানাতে পারছেন না?**
>
> -প্রতীক উর রহমান

বন্দ্যোপাধ্যায়রাও জার্সি বদল করবেন কি না তা নিয়ে রাজনৈতিক জলঘোলা চলছে। যদিও তাঁরা প্রত্যেকেই এই দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন।

এদিনই বামফ্রন্টের বৈঠক ছিল। আসনরফা নিয়ে শরিকদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে মুজফফর আহমেদ ভবনে। কিন্তু জট কাটেনি। ফরওয়ার্ড ব্লক, সিপিআই ও আরএসপি নিজেদের দাবিতেই অনড়। রাজ্য কমিটির বৈঠকের পর ফের বামফ্রন্টের বৈঠক ডাকা হবে।

অবজার্ভারের চ্যাট ফাঁস

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : শুনানির নথি আপলোড করার সুযোগ দিতে হবে। প্রয়োজনে সময়সীমা বাড়াতে হবে। সিইওর সঙ্গে দেখা করে বুধবার এই দাবি জানিয়েছে তৃণমূল। তৃণমূলের মতে, কমিশনের অযোগ্যতার জন্য শুনানিতে নথি জমা দিয়েও লক্ষ লক্ষ মানুষকে কেন হয়রানির মধ্যে পড়তে হবে? একই সঙ্গে রোল অবজার্ভার সি মুরুগানের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে অমান্য করে নিয়ম বহির্ভূতভাবে কাজ করার জন্য অবিলম্বে তাঁকে সাসপেন্ড করার দাবি জানিয়েছে তৃণমূল।

নথি জটে আটকে রয়েছে কমিশন। কমিশন সূত্রে খবর, শুনানির ২৭ লক্ষ নথি নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা যাচ্ছে না। সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার আগে ওইসব নথি জেলা শাসকদের পুনরায় যাচাই করে দেখে নিতে ফের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নথি জমা করার শেষ দিন ছিল ১৪ ফেব্রুয়ারি। কিন্তু বৈধ-অবৈধ নথি বিতর্কে লক্ষ লক্ষ নথি নিয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে পারেননি ইআরওরা। এই পরিস্থিতিতে নথি আপলোড করার জন্য আরও সময় চাইলেও রাজ্যের সেই প্রস্তাবে সায় দেয়নি কমিশন। এর ফলে ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করা যাচ্ছে না।

এদিন সিইও দপ্তরে তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক, মহুয়া মৈত্র, প্রতিমা মণ্ডল, রাজ্যের মন্ত্রী ব্রাত্য বসু এবং চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য সিইওর সঙ্গে দেখা করেন। পরে পার্থ বলেন, '২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শুনানির মেয়াদ বাড়ানোর পর নথি জমা নেওয়ার সময়ও অনায়াসে বাড়ানো যেত। যাঁরা শুনানির লাইনে দাঁড়িয়ে নথি জমা দিলেন, তাঁদের নাম তালিকায় না উঠলে তার দায় কার? কমিশনের অযোগ্যতার জন্যে সাধারণ মানুষকে কেন খেসারত দিতে হবে? ইআরওদের নথি আপলোড করার সুযোগ দিতে হবে। প্রয়োজনে ইসিআই নেট আবার খুলতে হবে।'

এদিন সকালেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনের রোল অবজার্ভার সি মুরুগানের একটি হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই চ্যাটে মুরুগান রাজ্যের ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের বৈধ্যতা নিয়ে একজন মাইক্রো অবজার্ভারকে নির্দেশ দিয়েছেন বলে

> **শুনানির মেয়াদ বাড়ানোর পর নথি জমা নেওয়ার সময়ও অনায়াসে বাড়ানো যেত। যাঁরা শুনানির লাইনে দাঁড়িয়ে নথি জমা দিলেন তাঁদের নাম তালিকায় না ওঠার দায় কার?**
>
> -পার্থ ভৌমিক

দাবি করেন অভিষেক। মুরুগানের এই পোস্টকে হাতিয়ার করে অভিষেকের দাবি, নথির বিষয়ে ইআরওকে চূড়ান্ত ক্ষমতা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ৯ ফেব্রুয়ারির শীর্ষ আদালতের এই রায়ের পরেও মুরুগান এই নির্দেশ দিয়ে সুপ্রিম কোর্টকেই অমান্য করেছেন। বিষয়টি ২০ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের এসআইআর মামলায় তোলা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে তৃণমূল। সেই সূত্রেই এদিন সিইওর কাছে মুরুগানের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে অবিলম্বে তাঁকে সাসপেন্ড করার দাবি জানিয়েছে তৃণমূল। সাংসদ মহুয়া মৈত্র বলেন, 'আমরা সিইওকে বলেছি কমিশন রাজ্যের এইআরওকে সরাসরি সাসপেন্ড করছে। ইআরও, এইআরওদের বিরুদ্ধে এফআইআর করার নির্দেশ দিচ্ছে। অথচ আইন বহির্ভূতভাবে নিজের এক্তিয়ারের সীমা লঙ্ঘন করে কাজ করা সত্ত্বেও কেন মুরুগানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না?' তৃণমূলের দাবি, তাদের অভিযোগ খতিয়ে দেখে তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন সিইও। মহুয়ার অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে দিল্লির নির্দেশে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতেই কেন্দ্রের রোল অবজার্ভাররা এই কাজ করছেন। মুরুগানের এই হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট কীভাবে বাইরে বেরিয়ে গেল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সিইও দপ্তর। সিইও দপ্তরের মতে, নির্দেশ নয়, মুরুগান কমিশনের গাইডলাইন অনুসরণ করার কথাই ওই মাইক্রো অবজার্ভারকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

দল বেঁধে ধান বুনছেন মহিলারা। নদিয়ায়। ছবি-পিটিআই।

জাতিগত শংসাপত্র নিয়ে 'নরম' কমিশন

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : অবশেষে জাতিগত শংসাপত্রের ব্যাপারে নরম হল কমিশন। বুধবার কমিশন জানিয়েছে, যাঁদের কাছে স্বীকৃত জাতিগত শংসাপত্র নেই, তাঁদের জাতিগত প্রকৃত অবস্থান খতিয়ে দেখে বৃহস্পতিবারের মধ্যে রিপোর্ট দেবেন জেলাশাসকরা। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রয়োজনে ওই নথি আপলোড করতে বিশেষ সুযোগ দেওয়া হবে। ১৪ ফেব্রুয়ারি নথি আপলোডের শেষ সময় ছিল।

তপশিলি জাতি, উপজাতিদের জাতিগত শংসাপত্রের বৈধতা নিয়ে শোরগোল শুরু হয় শুনানির শুরু থেকে। রাজ্যের দেওয়া জাতিগত শংসাপত্র বৈধ নথি হিসেবে গ্রহণ করা যাবে কিনা তা নিয়ে রাজ্য বনাম কমিশনের চাপানউতোর চলে বেশ কিছুদিন। শেষপর্যন্ত কমিশনের চিঠি লিখে রাজ্যে জাতিগত শংসাপত্রের বৈধতার বিষয়ে জানতে চান মুখ্যনির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। জবাবে কমিশন জানিয়ে দেয় জাতিগত শংসাপত্রের ক্ষেত্রে আদালতের রায় মেনেই চলতে হবে। কিন্তু শুনানি শুরু হওয়ার দেখা যায় বহু তপশিলি জাতি, উপজাতি মানুষের কাছে সরকারি ওই শংসাপত্র নেই। সেক্ষেত্রে কমিশনের নির্ধারিত নথির মধ্যে তা না পড়ায় ওইসব শুনানির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছিল না। এই অচলাবস্থা কাটাতে দেরিতে হলেও পদক্ষেপ করল কমিশন। এদিন বৈঠকে ডিইসি জ্ঞানেশ ভারতী এসসি, এসটিদের জাতিগত শংসাপত্রের বিষয়টি নিয়ে তাদের সমীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত রিপোর্ট বৃহস্পতিবারের মধ্যে জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। রিপোর্ট পাওয়ার পর শংসাপত্রের নথি আপলোড করার জন্যে বিশেষ সুযোগ (স্পেশাল উইন্ডো) দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন ভারতী।

এসসি-এসটি শংসাপত্র নিয়ে এই সমস্যার জট কাটাতে ফিল্ড সার্ভের মাধ্যমে তা যাচাই করে রিপোর্ট তৈরি করতে জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ১৪ জানুয়ারি। কিন্তু সেই রিপোর্ট নিয়ে জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠকে বসে রীতিমতো অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন জ্ঞানেশ। জাতিগত শংসাপত্রের বিকল্প হিসেবে ভুয়ো নথি তুলে ধরবেন না বলে সে সময় জেলাশাসকদের রীতিমতো ধমক দিয়েছিলেন তিনি। ফলে সার্ভে রিপোর্ট তৈরির পরেও তা নিয়ে কোনও অগ্রগতি হয়নি। কিন্তু ওই সিদ্ধান্তের ফলে চূড়ান্ত তালিকা থেকে হাজার হাজার তপশিলি জাতি, উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের নাম বাদ পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হওয়ার পরেই নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হয়েছে কমিশন। তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, এমনিতেই এসআইআর-এর গেরোয় মতুয়া, নমঃশূদ্র, রাজবংশী সহ বহু তপশিলি জাতি, উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের নাম বাদ পড়তে চলেছে। যা নিয়ে ইতিমধ্যে উদ্বেগ বেড়েছে বিজেপির। তার জেরেই জাতিগত শংসাপত্রের বিষয়ে নরম মনোভাব নিতে বাধ্য হচ্ছে কমিশন।

এদিকে আপলোড না হওয়া ১ লক্ষ ১৪ হাজার নথির জন্য সংশ্লিষ্ট ইআরও, এইআরও-রা কমিশনে শোকজের মুখে পড়তে চলেছে। মুরুগান ইস্যুতে চাপের মুখে কমিশন। সিইও বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। এই বিষয়ে মুরুগানের কাছে ব্যাখ্যা চাইব।'

চৈতন্য 'শরণে' শা

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভা ভোটের মুখে ঝটিকা সফরে মতুয়াগড় মায়াপুরে এসে হিন্দুত্বে শান দিলেন শা। বুধবার শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মহারাজের ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে মায়াপুরের ইসকনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রাজ্যে আসেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। যদিও অনুষ্ঠানমঞ্চ থেকে শা বলেছেন, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নয়, একজন ভক্ত হিসেবে এসেছেন তিনি।

পরনে সাদা কুর্তা-পাজামা, কপালে তিলক আর গলায় তুলসীর মালা। ইসকন মন্দিরে দাঁড়িয়ে আজ শা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, 'আমি এখানে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আসিনি, এসেছি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের এক সামান্য ভক্ত হিসেবে।'

এদিন সকালে কলকাতায় ইসকন মন্দিরে আরতিতে যোগ দেন তিনি। ধূপ-ধুনোর গন্ধ আর খোল-করতালের

শব্দের মাঝে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটান শা। মন্দিরের গর্ভগৃহে পুজো দেওয়ার পর সমবেত ভক্তদের উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য রাখেন তিনি। শা বলেন, 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভারতের আধ্যাত্মিক চেতনার মূর্ত প্রতীক। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন ভক্তি আর প্রেমের শক্তি। বাংলার এই পবিত্র মাটি থেকেই সারা বিশ্বে শান্তির বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে। আমি মায়াপুরের সেই ঐতিহ্য আর চৈতন্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত।'

তবে শুধু ভক্তি নয়, শার এই সফর ঘিরে রাজনৈতিক গুঞ্জনও কম নয়। রাজনীতির কারবারিরা মনে করছেন, নির্বাচনের আগে মহাপ্রভুর নাম নিয়ে বাংলার মানুষের আবেগ ছুঁতে চাইলেন তিনি। যদিও শা সেই জল্পনায় জল ঢেলে বলেন, 'ভক্তি আর রাজনীতির কোনও তুলনা হয় না। এখানে আমি এসেছি মনের টানে, শান্তির খোঁজে।'

অমিত শাকে এত কাছ থেকে দেখতে পেয়ে খুশি মন্দিরে আসা পুণ্যার্থীরাও। জনৈক ভক্ত সোমনাথ দাস বলেন, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে সাধারণ ভক্তের মতো আরতি করতে দেখে অবাক লাগল। ওঁর বক্তব্যে বাংলার সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে।' অন্যদিকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক রাজনৈতিক বিশ্লেষক ফোড়ন কাটলেন, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর গদগদ ভক্তি ভালো, তবে রাজনীতির হাওয়া যেদিকে বইছে, তাতে এই ভক্তি কতখানি আধ্যাত্মিক আর কতখানি কৌশলগত, তা সময়ই বলবে।'

আরাবুলকে নিয়ে দাবি হুমায়ুনের

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক আরাবুল ইসলাম যুক্ত হতে চান জনতা উন্নয়ন পার্টিতে। কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে বুধবার এমনটাই দাবি করলেন হুমায়ুন কবীর। তাঁর কথায়, 'সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের পথেই হেঁটেছেন আরাবুল। একাধিকবার সাক্ষাৎ সেরেছেন। আরাবুলের অনেক স্বপ্ন। কিন্তু আগে দলে যোগ দিতে হবে। তারপর তাঁকে নিয়ে ভাবব।' বেলডাঙায় প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদ তৈরির জন্য ৫০ শতাংশ অর্থ বাংলাদেশ থেকে হুমায়ুনের কাছে এসেছিল বলে দাবি করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পালটা হুমায়ুন বলেন, 'উনি কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে তদন্ত করে দেখুন, বাংলাদেশের জামাত কিংবা কারও কাছ থেকে আমি কোনও অর্থসাহায্য নিয়েছি কিনা।' তাঁর দাবি, তাঁর জামাইকে নির্বাচনে লালগোলা আসন থেকে প্রার্থী করার জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছে তৃণমূল।

AI IMPACT SUMMIT
ভারত 2026 INDIA

সর্বজন হিতায় | সর্বজন সুখায়
WELFARE FOR ALL | HAPPINESS OF ALL

১৬-২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ | নয়াদিল্লি, ভারত

ভারতের এআই পদক্ষেপ : কর্ম থেকে প্রভাবে
ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬
প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র মোদী
কর্তৃক উদ্বোধন

১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ | সময়: সকাল ৯:৪০ | ভারত মণ্ডপম, নয়াদিল্লি, ভারত

রূপকল্প থেকে প্রভাবে

২০ জন সরকার প্রধান
৫৭টি মন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধিত্ব
১১৮টি দেশের সরকারি প্রতিনিধি
১০০-এর বেশি বিশ্বব্যাপী এআই নেতা, সিইও এবং সিএক্সও
৫০০ জন বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় এআই বিশেষজ্ঞ
৫০০-এর বেশি পার্শ্ব ইভেন্ট সম্মেলনের চলাকালীন ও আগের
৩,০০,০০০-এর বেশি নিবন্ধন সম্মেলনে
৫৫০টি প্রাক-সম্মেলন অনুষ্ঠান ৩০টি দেশে

বিশ্ব কল্যাণে এআই-কে ত্বরান্বিত করা

- ভারত ও বিশ্বের জন্য ভারতে 'আত্মনির্ভর ভারত' এআই সমাধান তৈরি করা, যা বিশ্বব্যাপী প্রভাব ফেলবে
- জনকল্যাণে স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি, শিক্ষা এবং শাসনের রূপান্তরের জন্য এআই-কে কাজে লাগানো
- গ্লোবাল সাউথ বা দক্ষিণ বিশ্বের অগ্রাধিকারগুলোকে প্রতিফলিত করে ভারতের কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী এআই মান এবং কাঠামো তৈরি করা
- দায়িত্বশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক এআই-এর বৈশ্বিক আলোচনায় এআই-এর কণ্ঠস্বরকে শক্তিশালী করা
- ভারতের মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশালতা দিয়ে বিশ্বব্যাপী এআই সংলাপের নেতৃত্ব দেওয়া

নিবন্ধনের জন্য স্ক্যান করুন
CBC 06124/13/0002/2526
অনুষ্ঠানটি সরাসরি দেখুন

পৃথিবীর পাঠশালা

পায়রা বাঁচাল প্রায় ২০০ প্রাণ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রায় ২০০ আমেরিকান সৈন্য শত্রুপক্ষের ঘেরাওয়ে আটকা পড়ে। তাদের নিজেদেরই গোলন্দাজ বাহিনী ভুল করে তাদের ওপর গোলাবর্ষণ করছিল। যোগাযোগ করার সব উপায় শেষ, ভরসা কেবল 'শের আমি' নামের এক পায়রা। জার্মানরা পায়রাটিকে গুলি করে, তার এক চোখ নষ্ট হয়, পা ভেঙে যায়, বুকে গুলি লাগে। তবুও সে উড়ে গিয়ে মেসেজ পৌঁছে দেয়। গোলাবর্ষণ থামে এবং ১৯৪ জন সৈন্যের প্রাণ বাঁচে। পায়রাটিকে পরে সাহসিকতার মেডেল দেওয়া হয় এবং কাঠের পা লাগিয়ে দেওয়া হয়।

একা হাঁটে পাথর

ক্যালিফোর্নিয়ার ডেথ ভ্যালি-তে 'রেসট্র্যাক প্লায়া' নামের এক শুকনো হ্রদ আছে, যেখানে বিশাল বিশাল পাথর একা একাই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরে যায়। মাটির ওপর তাদের চলার লম্বা দাগ দেখা যায়, কিন্তু কেউ কখনও তাদের নড়তে দেখেনি। ভিনগ্রহী বা ভূতের কাজ বলে অনেকে মনে করতেন। ২০১৪ সালে

বিজ্ঞানীরা এর রহস্য ভেদ করেন। শীতকালে বৃষ্টির জল জমে পাতলা বরফের চাদর তৈরি হয় এবং বাতাসের ধাক্কায় ওই পিচ্ছিল বরফের ওপর দিয়ে পাথরগুলো ধীরে ধীরে সরে যায়। প্রকৃতির এই স্লাইডিং পাজল সত্যিই অদ্ভুত।

শূকরের জন্য যুদ্ধ

যুদ্ধ অনেক কারণেই হয়, কিন্তু সামান্য এক শূকরের জন্য? ১৮৫৯ সালে আমেরিকা ও ব্রিটেনের মধ্যে প্রায় যুদ্ধ বেধেই গিয়েছিল, যা 'পিগ ওয়ার' নামে পরিচিত। সান জুয়ান দ্বীপে এক আমেরিকান কৃষক তাঁর আলুর খেতে এক ব্রিটিশ প্রতিবেশীর শূকরকে গুলি করে মারে। এই নিয়ে দুই দেশের সেনাবাহিনী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায়। কয়েক মাস উত্তেজনার পর অবশ্য কোনও রক্তপাত ছাড়াই সমস্যার সমাধান হয়। ইতিহাসে এটিই একমাত্র যুদ্ধ যেখানে একমাত্র 'ক্যাজুয়ালটি' বা নিহত ছিল ওই হতভাগা শূকরটি।

রহস্যময় বুড়ো

আমেরিকার ক্রেটার লেক-এ গত ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে একটি গাছের গুঁড়ি খাড়াভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে। স্থানীয়রা একে বলে 'ওল্ড ম্যান অফ দ্য লেক'। এটি কেন পচে যায় না বা ডুবে যায় না, তা এক রহস্য। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হল, এটি হ্রদের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে বেড়ায়। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, একে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলে হ্রদের আবহাওয়া খারাপ হয়ে যায়, আবার ছেড়ে দিলে রোদ ওঠে। কুসংস্কার নাকি বিজ্ঞান, তা আজও অজানা।

বন্ধ হচ্ছে নিগমের চারটি বাস

আলিপুরদুয়ার, ১৮ ফেব্রুয়ারি : মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় জয়ন্তী, জলদাপাড়া, শিলিগুড়ি ও কোচবিহার রুটে চারটি বাস বসিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি)। আগামী ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি ওই চারটি বাসের ১৫ বছর পূর্ণ হবে। অর্থাৎ, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বাসগুলিকে মেয়াদ উত্তীর্ণ হিসেবে ধরা হবে। নিগমের আলিপুরদুয়ার ডিপোতে রিজার্ভ বাস না থাকায় জলদাপাড়া ও জয়ন্তীর জঙ্গল রুটে সমস্যা দেখা দিতে পারে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন জয়ন্তী রুটে নিগমের বাস না চললে, পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বুঝে উঠতে পারছেন না অনেকেই। সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে আলিপুরদুয়ার ডিপো ইনচার্জ প্রশান্ত সাহা বলেন, 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে অবগত করা হয়েছে। ডিপোতে কম করে আরও ১০টি বাসের প্রয়োজন। বাস পাওয়া গেলেই সমস্যা মিটবে।'

এখানে ৪৫টি বাস রয়েছে। এর মধ্যে প্রতিদিন দু'তিনটি বাস গ্যারাজে যায় মেরামতের জন্য। ফলে অতিরিক্ত বাস পাওয়া সম্ভব হয় না। রিজার্ভ বাস না থাকায় কোনও রুটে অতিরিক্ত বাসের প্রয়োজন দেখা দিলে সমস্যা তৈরি হয়। সাধারণত আলিপুরদুয়ার ডিপো থেকে কোচবিহার রুটে আটটির বেশি বাস চলাচল করে। কোচবিহার রুটে বাসের সংখ্যা কমিয়ে প্রয়োজন মতো জয়ন্তী রুটে বাস চালানো যায় কি না, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

আকাশ ইনস্টিটিউটের সাফল্য

নিউজ ব্যুরো

১৮ ফেব্রুয়ারি : জেইই মেইন ২০২৬ সেশন-১-এ কলকাতার আকাশ ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা অসাধারণ সাফল্য পেয়েছে। ভারতের সবচেয়ে কঠিন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবেশিকা পরীক্ষাগুলির মধ্যে অন্যতম জেইই মেইন-এ পশ্চিমবঙ্গের আকাশ ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা অতুলনীয় দক্ষতা প্রদর্শন করেছে। পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত এই ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন সেন্টার থেকে ৬৫ জন শিক্ষার্থী ৯৯ পার্সেন্টাইলের বেশি স্কোর করেছে। ইনস্টিটিউটের অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম, নিয়মিত পরীক্ষা এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকদের জন্য এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে। শীর্ষস্থানীয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে রয়েছে হর্ষ মোদি, কৃষ্ণবর্ধন আগরওয়াল, নভোনীল দাস, আর্য দত্ত, সম্প্রীত দত্ত। ডিরেক্টর তিলকরাজ খেমকা বলেন, 'জেইই মেইন সেশন-১-এ আমাদের শিক্ষার্থীদের সাফল্যে আমরা অত্যন্ত গর্বিত।'

২৫ ফেব্রুয়ারি ফের কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা কেএলও প্রধানের

সমর্থনে না, একাই লড়াই !

নীতেশ বর্মন ও পূর্ণেন্দু সরকার

■ উত্তরবঙ্গের সবক'টি আসনে প্রার্থী দেওয়ার কথা জানালেন জীবন সিংহ

■ অসমের বিধানসভা ভোটেও প্রার্থী দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে

■ কেন্দ্রের সঙ্গে বৈঠকে নিজেদের দাবির স্বপক্ষে রফাসূত্র বের করতে চান তিনি

> রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী হোক আর মুখ্যমন্ত্রী মমতা দিদি হোক, তাঁদের আমরা কেন ভোট দেব? আমাদের প্রার্থী নির্বাচন শেষের পথে। ঘোষণা করা বাকি রয়েছে।
>
> **জীবন সিংহ** কেএলও প্রধান

শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্র-রাজ্য কেউ কথা রাখেনি! তাই কোনও রাজনৈতিক দলকে সমর্থন না জানিয়ে '২৬-এর বিধানসভা ভোটে উত্তরবঙ্গের সবক'টি আসনে প্রার্থী দেওয়ার কথা জানালেন কেএলও প্রধান জীবন সিংহ। পাশাপাশি অসমের বিধানসভা ভোটেও প্রার্থী দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। এদিকে, বুধবার কেন্দ্রের তরফে ফের একবার জীবনকে আলোচনার বার্তা দেওয়া হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের উত্তর-পূর্ব ভারতের মুখ্য উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অজিত লাল ২৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে বৈঠকে উপস্থিত থাকার বার্তা পাঠিয়েছেন। জীবন জানিয়েছেন, এবারের বৈঠকে নিজেদের দাবির স্বপক্ষে রফাসূত্র বের করতে চান তিনি। তবে শান্তি আলোচনা চুক্তিতে রূপান্তরিত না হলে ভোটের আগে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করবেন।

বুধবার ফোনে যোগাযোগ করা হলে জীবন বলেন, 'রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী হোক আর মুখ্যমন্ত্রী মমতা দিদি হোক, তাঁদের আমরা কেন ভোট দেব? আমাদের প্রার্থী নির্বাচন শেষের পথে। ঘোষণা করার বাকি রয়েছে। উত্তরবঙ্গ এবং অসমে প্রার্থী দেব।'

কেএলও প্রধানের অভিযোগ, দীর্ঘদিন তাঁদের দাবিগুলি নিয়ে আলোচনার আশ্বাস দেওয়া হলেও কোনও নিষ্পত্তি হচ্ছে না। যার মধ্যে কামতাপুর আলাদা রাজ্য, তপশিলি উপজাতির মর্যাদা এবং ভাষার স্বীকৃতি অন্যতম। কয়েক দফায় আলোচনার পরেও সেই দাবি পূরণ হয়নি বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে বিধানসভা ভোটে জীবনের আলাদা লড়াইয়ে হুঁশিয়ারি উত্তরের রাজনীতিতে নানা জল্পনা তৈরি করছে। তবে কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনার উপর নির্ভর করছে জীবনদের আগামী লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত।

প্রত্যেক ভোটের আগে উত্তরবঙ্গে বেশকিছু দাবি নিয়ে বিভিন্ন সংগঠনকে সক্রিয় হতে দেখা যায়। ভোটের সময় সেই সংগঠনগুলি কোনও না কোনও রাজনৈতিক দলকে সমর্থন জানায়। তবে ভোট পেরিয়ে গেলে বেশকিছু সংগঠনের আর খোঁজ পাওয়া যায় না। ফলে সেই সংগঠনগুলির উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

বিষয়টি নিয়ে আক্ষেপ শোনা গিয়েছে জীবনের কথাতেও, 'কিছু সংগঠন রয়েছে ভোটের আগে মাথাচাড়া দেয়। ভোট বিক্রি করে। সরকারের সঙ্গে আঁতাত রয়েছে সেইসব সংগঠনের। জাতি, মাটির স্বার্থে তা দুঃখজনক।' তবে এমন কিছু সংগঠন রয়েছে যারা এই অঞ্চলের মানুষের জন্য কাজ করছে বলে কেএলও প্রধানের দাবি।

এ নিয়ে দ্য গ্রেটার কোচবিহারের পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের নেতা নগেন রায়ের বক্তব্য, 'কারা কী বলছেন জানি না। তবে কিছু সংগঠনের নেতা ব্যক্তিস্বার্থ নিয়ে চলেন।' কোচবিহারের আরেক গ্রেটার নেতা বংশীবদন বর্মনের কথায়, 'কোন সংগঠনের কেমন গ্রহণযোগ্যতা তা মানুষের কাছে স্পষ্ট। কিছু সংগঠন হঠাৎ জেগে ওঠে। তবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা একদিন বুঝে যাবেন।' তবে জীবনের দাবিগুলিকে নৈতিক সমর্থনের কথা জানিয়েছেন কেপিপি (প্রগ্রেসিভ) নেতা বুধারু রায়।

বুধবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের প্রধানপাড়াতে কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলের যোগদান কর্মসূচি ছিল। সেখানে কাউন্সিলের যুব সম্পাদক সুব্রত রায় বলেন, 'দিল্লি, কলকাতার রাজনীতির নেতাদের অঙ্গুলিহেলনে চললে দাবি পূরণ অসম্ভব।'

একতিয়াশালে

প্রথম পাতার পর

অরুচির সমস্যা নিয়ে রোগীর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল। ব্লকের দক্ষিণ একতিয়াশাল, বেলাকোবা, ফাটাপুকুর, পানিকৌরি, সাহুডাঙ্গি এলাকা থেকেই মূলত এই রোগীরা মগরাডাঙ্গি ব্লক হাসপাতাল এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে আসছিলেন। রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকায় স্বাস্থ্য দপ্তর জরুরি বৈঠক করে এবং রোগীদের ওপরে নজরদারি শুরু হয়। রাজগঞ্জের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ রাহুল রায় বলেছেন, 'সোমবার সন্দেহজনক চারজন রোগীর রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগে পাঠানো হয়েছিল। এই চারজনেরই হেপাটাইটিস-এ পজিটিভ রিপোর্ট বুধবার সন্ধ্যায় পেয়েছি। এই চারজনই পানিকৌরি এলাকার বাসিন্দা। এদিনই এলাকায় সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীকে নিয়ে বৈঠক হয়েছে। ব্লকজুড়েই নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে। সন্দেহজনক রোগী পেলেই দ্রুত রক্ত পরীক্ষা সহ চিকিৎসা শুরু করার জন্য বলা হয়েছে। তবে, গত বছর যে এলাকায় এই রোগ থাবা বসিয়েছিল, সেখানে এবার এখনও এমন উপসর্গ পাওয়া যায়নি।'

ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, আরও ২৫-৩০ জনের একইরকম উপসর্গ পাওয়া গিয়েছে। বুধবারই কিছু নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। সেগুলি পরীক্ষার জন্য বৃহস্পতিবার মেডিকেলে পাঠানো হবে। প্রশ্ন উঠছে, কেন এই ব্লকে বারবার এই রোগগুলি ফিরে আসছে? চিকিৎসকরা বলছেন, হেপাটাইটিস-এ জলবাহিত রোগ। মূলত দূষিত জল পান করা থেকেই এই রোগ হয়। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডাঃ কল্যাণ খান বলেছেন, 'হেপাটাইটিস-এ আক্রান্ত হলে প্রথমত জন্ডিস হয়। লিভারের মারাত্মকভাবে ক্ষতি করে। দ্রুত শনাক্তকরণ এবং চিকিৎসা শুরু হলে রোগীও দ্রুত সেরে উঠবেন, কিন্তু চিকিৎসায় দেরি হলে অথবা যে সমস্ত মানুষ আগে থেকে লিভারের সমস্যায় ভুগছেন তাঁদের ক্ষেত্রে এটা মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ।' গত বছরের অগাস্ট মাসে এই ব্লকে লেপ্টোস্পাইরার সঙ্গে হেপাটাইটিস-এ এবং স্ক্রাব টাইফাস থাবা বসানোর পরেও অপরিস্রুত পানীয় জল নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। অভিযোগ ছিল, মানুষ পরিস্রুত পানীয় জল না পেয়ে অপরিস্রুত জলই পান করছেন। এমনকি একটি পোলট্রি ফার্ম নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু তার পরেও প্রশাসন এই ব্লকে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দিতে কোনও উদ্যোগ নেয়নি। যার ফলে ছ'মাস কাটতে না কাটতেই ফের একই রোগে আক্রান্ত রাজগঞ্জ। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের এক আধিকারিকের বক্তব্য, এই রোগগুলি বর্ষাকালে অর্থাৎ জুন-জুলাই মাসে দেখা দেয়। এবার শীতের শেষলগ্নেই ব্লকে এই রোগগুলি থাবা বসিয়েছে। সেটাই দুশ্চিন্তার বিষয়।

এল বসন্ত... *কোচবিহারে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।*

দুর্ঘটনায় মৃত ১

কিশনগঞ্জ, ১৮ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার রাতে কিশনগঞ্জ জেলার কইমারি গ্রামের কাছে দিঘলব্যাংক থেকে বাহাদুরগঞ্জগামী সীমান্ত লাগোয়া ৯৯ নম্বর রাজ্য সড়কে একটি দ্রুতগতির বাইক এবং টেম্পোর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান বাহাদুরগঞ্জ শহরের বাসিন্দা টেম্পোচালক রাজেশকুমার সিনহা (২৮)। এদিকে, বাইক আরোহী ২ ভাই আহত হয়েছেন।

গ্রেপ্তার এক

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : বুধবার রাতে ৪০ বোতল কাফ সিরাপ সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম নরেশ কামতি। তিনি কুলিপাড়া এলাকার বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। নেশার জন্য কাফ সিরাপ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের।

রাষ্ট্রসংঘের স্বীকৃতি

প্রথম পাতার পর

দিলীপ বলেন, 'আমরা পুটিদের কাছ থেকে চাল কিনে বাজারে বিক্রি করি।' প্রতি বিঘায় গড়ে আট মন তুলাইপাঞ্জি চাল পাওয়া যায়। তুলাইপাঞ্জির রাষ্ট্রসংঘের স্বীকৃতি নিয়ে শ্যামের বক্তব্য, 'এটা হওয়ারই ছিল।'

উত্তর দিনাজপুরের জেলা সদর রায়গঞ্জের বাজারে তুলাইপাঞ্জি চালের দাম এখন কমবেশি ১৮০ টাকা প্রতি কেজি। উত্তর দিনাজপুর জেলাবাসী ভিনরাজ্যে, এমনকি ভিনদেশের আত্মীয়স্বজনের কাছে কমপক্ষে বছরে একবার তুলাইপাঞ্জি চাল পাঠিয়ে থাকেন। বাইরে থেকে কেউ বেড়াতে এলেও তাঁদের এই চাল উপহার দেওয়ার রীতি আছে।

গোবিন্দভোগও চাষ করেন তিনি। তাঁর ভাষায়, 'অন্য ধান জলের নীচে থাকলে পচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও গোবিন্দভোগ তেমন নয়। এক কোমর জলে দশ থেকে পনেরো দিন থাকলেও এই ধানের গাছ নষ্ট হয় না। তুলাইপাঞ্জি প্রতি বিঘায় আট মন পাওয়া যায়, গোবিন্দভোগ পাওয়া যায় দশ মন।'

উত্তর দিনাজপুরের টুঙ্গিদিঘির সাদিপুর এলাকার কৃষক ফাগুলাল সিংহ বলেন, 'তুলাইপাঞ্জি চাল আগেই জিআই তকমা পেয়েছিল। এখন রাষ্ট্রসংঘ স্বীকৃতি দিয়েছে জেনে খুব ভালো লাগছে।' ওই এলাকার অপর চাষি রবিলাল সিংহের কথায়, 'তুলাইপাঞ্জির মূল বিশেষত্ব হল সুগন্ধ। রাষ্ট্রসংঘ স্বীকৃতি দেওয়ায় আমরা এই চাষে আরও অনেককে আগ্রহী করে তুলতে পারব।'

মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায়, 'এটা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ সম্মান।' গোবিন্দভোগ চাল গোটা রাজ্যেই প্রায় কমবেশি চাষ হয়।

কিন্তু কনকচূড় চাল পুরোপুরি দক্ষিণ ২৪ পরগনার গরিমা। কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর দূরদর্শিতার কারণে আমাদের রাজ্য এখন উৎপাদনশীলতায় প্রথম। রাজ্য সরকারের একাধিক প্রকল্পের জন্য কৃষকরা আরও বেশি উদ্যোগী হয়েছেন। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রামের মতো এলাকার অনুর্বর মাটিকে চাষযোগ্য করে তোলা হয়েছে। তার জেরেই এই আন্তর্জাতিক সাফল্য।'

যদিও বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষের কটাক্ষ, 'তৃণমূলের দাবি ও বাস্তবতার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য থাকে। বিষয়টি বিস্তারিত খতিয়ে দেখে তারপর প্রতিক্রিয়া দেব।'

এই তিন চালের পাশাপাশি রাষ্ট্রসংঘের স্বীকৃতি পেয়েছে পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে বাস্তবায়িত রাজ্য সরকারের 'মাটির সৃষ্টি' প্রকল্প।

এই প্রকল্পে রুক্ষ, অনুর্বর এবং একফসলি জমিকে উর্বর, বহুফসলি ও চাষযোগ্য করে তোলা হয়েছে। ফলে বেড়েছে শাকসবজির ফলন ও ফলের চাষও। মমতার কথায়, 'এর ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে এবং গ্রামীণ পরিবারগুলির আয় বহুগুণ বেড়েছে।'

এই প্রকল্পকে প্রাকৃতিক ঐতিহ্য ও জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণে 'যোগ্য উদ্যোগ' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে রাষ্ট্রসংঘ।

শহরে বিপন্ন শ্বাসযন্ত্র

প্রথম পাতার পর

পর দিন খুঁড়ে ফেলে রাখা উচিত নয় বলেই তিনি মনে করেন। চিকিৎসকরা এখন রোগীদের অ্যান্টি অ্যালার্জিক ওষুধ দেওয়ার পাশাপাশি মাস্ক পরে রাস্তায় বের হওয়ার কড়া পরামর্শ দিচ্ছেন। ডাঃ অপু অধিকারীও একই কথা বলছেন। তাঁর মতে, 'রাস্তার ধুলোয় প্রচুর মানুষ সর্দিকাশি এবং শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হচ্ছেন, তাই মাস্ক ছাড়া রাস্তায় বেরোনো এখন বিপজ্জনক।'

তবে সাধারণ ধুলোর চেয়েও ভয়ংকর বিপদ লুকিয়ে আছে এর আণুবীক্ষণিক গঠনে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনলজির অধ্যাপক রণধীর চক্রবর্তী বিষয়টি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, এত ধুলোর জন্য বাতাসে প্রচুর পরিমাণে পার্টিকুলেট ম্যাটার বা পিএম ২.৫ মাইক্রন উড়ে বেড়াচ্ছে। এই অতিশয় ক্ষুদ্র কণাগুলো সরাসরি আমাদের শ্বাসনালিতে ঢুকে পড়ছে। আমাদের শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রথম সারির রক্ষাকবচ হল রক্তের ম্যাক্রোফাজ। কিন্তু ক্রমাগত এই পার্টিকুলেট ম্যাটারগুলোকে গিলতে গিলতে ম্যাক্রোফাজের কার্যক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে আসছে এবং শরীরে প্রদাহ তৈরি হচ্ছে। এখানেই শেষ নয়, ধুলোবালির সঙ্গে মিশে থাকা মাইক্রো এবং ন্যানোপ্লাস্টিক (যা আসলে অতি ক্ষুদ্র প্লাস্টিকের কণা) শরীরে প্রবেশ করছে, যা বের করা অত্যন্ত মুশকিল।

শহরের পরিবেশগত পরিবর্তনও এই সমস্যা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। অধ্যাপক চক্রবর্তীর কথায়, 'এখন সব জায়গায় সবুজের আচ্ছাদন কমে গিয়েছে। বেশিরভাগ জায়গা সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো, ঘাস বা গাছ নেই। আগে গাছ বা ঘাসে ধুলো জমত, ফলে সেগুলো সোজাসুজি বাতাসে মেশা কঠিন ছিল। এখন বাতাসে মিশছে এয়ারোসোল বা ক্ষুদ্র জলকণা, যার ভেতরে থাকছে বিভিন্ন রোগজীবাণু। এই এয়ারোসোল প্রশ্বাসের মাধ্যমে নেজাল ক্যাভিটি হয়ে সোজা রক্তে মিশছে। কাশির মাধ্যমেও এগুলো বের হচ্ছে না, যার ফলেই তৈরি হচ্ছে ক্রনিক বা দীর্ঘস্থায়ী কাশি।'

শহরের ধুলো-ঝড় নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে চাপানউতোর চলছেই। পুরনিগমের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুজয় ঘটক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলছেন, 'রাস্তাগুলি ভেঙেচুরে শেষ করে দিয়েছে। ফাল্গুন-চৈত্র মাসের হাওয়ায় চারিদিকে ধুলো উড়ছে। রাস্তা দিয়ে চলাচলও করা যাচ্ছে না'। তিনি জানান, প্রতিদিন বাসিন্দারা এসে অভিযোগ করছেন। পুরনিগমের তরফে দিনে দু'বার জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। মজার বিষয় হল, খোদ ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বাড়ির রাস্তাও বেহাল। সুভাষপল্লির নেতাজি মোড় থেকে জেলখানা ও বাগরাকোটে আসার রাস্তাটি অন্তত সাত-আটবার খুঁড়ে বিদ্যুতের কেবল বসানো হয়েছে। যদিও ডেপুটি মেয়রের দাবি, সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে নিয়ে বৈঠক হয়েছে এবং ধুলোর মোকাবিলায় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

শহরবাসীর অভিযোগের আঙুল অবশ্য কাজের মানের দিকেও। বাইরে থেকে আসা শ্রমিকরা রাস্তা খুঁড়ে কেবল পাতছেন ঠিকই, কিন্তু পরে ভালোভাবে মাটি দিয়ে গর্ত ভরাট করা হচ্ছে না। স্থানীয় কাউন্সিলার বা পুরনিগমের নজরদারির অভাবে মানুষের ভোগান্তি বাড়ছে। লোয়ার ভানুনগরের বাসিন্দা সুমিত পাসোয়ান যেমন বললেন, তাঁদের এলাকায় প্রথম কেবল বসানো হলেও রাস্তার হাল এখনও ফেরেনি। প্রতিদিন ধুলো আর ভাঙা রাস্তায় চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে এলাকাবাসীকে।

এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তির উপায় কী? অধ্যাপক রণধীরের পরামর্শ, 'পাশ্চাত্যের ধাঁচে কনস্ট্রাকশন সাইটগুলো ঢেকে রাখা প্রয়োজন, যাতে ধুলো বাতাসে না মেশে। সেই কভারের ওপর নিয়মিত জল ছেটানো দরকার।' আর চিকিৎসকদের নিদান একটাই- বাড়ি ফিরে ভালোভাবে চোখ-মুখ ধুয়ে নেওয়া এবং মাস্ক পরাকে দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করা।

ধুলোয় ঢাকা শিলিগুড়িতে এখন শ্বাস নেওয়াটাই যেন এক মস্ত চ্যালেঞ্জ।

ডুবছে তৃণমূল

প্রথম পাতার পর

একটি বড় অংশ শেষমুহূর্তে পদ্ম চিহ্নে ছাপ দিয়ে দিচ্ছেন। এই ট্রেন্ড গত নির্বাচনেও বর্তমান বিধায়ক আনন্দময় বর্মনের জয়ের পথ প্রশস্ত করেছিল। বিজেপিও চতুরতার সঙ্গে এই বাম বিমুখতাকে নিজেদের ঝুলিতে ভরতে সক্রিয়। অন্যদিকে, কংগ্রেসের জমি এখন তৃণমূল আর বিজেপির মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে লীনপ্রায়। তবু কিছু পুরোনো অনুগত ভোটার আজও প্রতীকের টানে ঘাসফুল বা পদ্ম ফুলের জোয়ারে গা ভাসাননি, যা নির্বাচনি ফলাফলে শুধুমাত্র মার্জিনে তফাত গড়ে দিতে পারে, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে তাকালে দেখা যায় এক জতুগৃহের ছবি। সাংগঠনিকভাবে এই বিধানসভায় দলটি অত্যন্ত নড়বড়ে, যেখানে সেনাপতির চেয়ে সৈন্যদলের আত্মকলহ বেশি প্রকট। প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক শংকর মালাকারের জার্সি বদল করে তৃণমূলে আগমন দলের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর প্রার্থীপদ নিয়ে আদি ও নবীনদের লড়াই এখন প্রকাশ্য দিবালোকে। শংকর মালাকার যদি শেষপর্যন্ত টিকিট পান, তবে ক্ষুব্ধ তৃণমূল কর্মীদের একাংশ যে তলে তলে কংগ্রেস প্রার্থীকে মদত দেবে, তার সম্ভাবনা প্রবল। পাহাড়ের কোল ঘেঁষা এই জনপদে তৃণমূল এখন বহু খণ্ডে বিভক্ত এক দ্বীপের মতো। চম্পাসারি থেকে আঠারোখাই, মাটিগাড়া থেকে বাগডোগরা- প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বিষবাষ্প উড়ছে। জনক সাহা বনাম বাদল দাস, প্রিয়াংকা বিশ্বাস বনাম দীপালি ঘোষ, কিংবা দুর্লভ চক্রবর্তী বনাম অভিজিৎ পালের বিবাদ দলটিকে ভেতর থেকে খোকলা করে দিয়েছে। সবাই এখানে নেতা হতে চান, কিন্তু আদর্শের মিছিলে কর্মী হওয়ার দায় কারও নেই। বিশেষ করে নকশালবাড়ি এলাকায় অরুণ ঘোষের একাধিপত্য নিয়ে দলেরই একাংশের বিরক্তি চরমে পৌঁছেছে। পাপিয়া ঘোষ বা আনন্দ ঘোষের সঙ্গে তাঁর ঠান্ডা লড়াই ভোটের ময়দানে শাসক শিবিরের কফিনে শেষ পেরেক পুঁততে পারে।

এই ক্ষোভের আগুনে ঘৃতাহুতি দিচ্ছেন খগেশ্বর রায়ের মতো নেতারা। তৃণমূলের একসময়ের ব্লক সভাপতি খগেশ্বর এখন গেরুয়া শিবিরে, যাঁর লক্ষ্য শুধুই প্রতিশোধ। রাজবংশী ভোটের একটি অংশ তাঁর পকেটে থাকায় তৃণমূলের কপালে ভাঁজ পড়া স্বাভাবিক। অন্যদিকে, শিলিগুড়ি পুরনিগমের কাউন্সিলার দিলীপ বর্মনও তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে টিকিট পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন। এই বিধানসভাটি তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত হওয়ায় রাজবংশী ভোটের নিয়ন্ত্রণ যে নেতার হাতে থাকবে, তিনিই হবেন তরাইয়ের শেষ কথা। কিন্তু তৃণমূলের প্রভাবশালী রাজবংশী নেতারা এখন হয় ঘরে বসে আছেন, নয়তো তলে তলে অন্য চাল চালছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জমি মাফিয়া আর বালি সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য। এলাকায় সাধারণ মানুষের কাছে তৃণমূল এখন শুধুই 'টাকা রোজগারের যন্ত্র' হিসেবে পর্যবসিত হয়েছে, যা সুস্থ ও শিক্ষিত সমাজের মনন থেকে দলটিকে ক্রমশ দূরে ঠেলে দিচ্ছে।

বিজেপির কাছে মাঠ অনেকটাই ফাঁকা থাকলেও সেখানেও শান্তিজল নেই। বর্তমান বিধায়ক আনন্দময় বর্মন 'ভালো মানুষ' হিসেবে পরিচিত হলেও বড় কোনও উন্নয়নের ছাপ তিনি ফেলতে পারেননি। আরএসএস-এর নিভৃত প্রচার আর জনবিন্যাসের পাটিগণিত (রাজবংশী, নেপালি, আদিবাসী এবং হিন্দিভাষী ভোট) বিজেপির মূল শক্তি। কিন্তু বিজেপির অন্দরেও অরুণ মণ্ডল বনাম আনন্দময় বর্মনের লড়াই চোরা স্রোতের মতো বইছে। এই কেন্দ্রে অরুণ মণ্ডল প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন। দুই নেতার লড়াই গেরুয়া শিবিরের সংহতিকেও প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সব দিকের বিচারে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভার ভোটের অঙ্ক মেলানো খুব একটা কঠিন নয়। একদিকে দুর্নীতির কলঙ্ক আর নজিরবিহীন গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দীর্ণ তৃণমূল, অন্যদিকে সাংগঠনিক ফাটল সামলে বাম-কংগ্রেসের ধ্বংসাবশেষের ওপর দাঁড়িয়ে জয়ের স্বপ্ন দেখা বিজেপি। রাজবংশী আবেগ আর সিন্ডিকেটরাজের লড়াইয়ে শেষ হাসি কে হাসবে, তা সময়েই স্পষ্ট হবে। তবে আপাতত যা পরিস্থিতি তাতে দু'কদম এগিয়েই পা ফেলছে গেরুয়া শিবির। বুধবার সন্ধ্যায় শিবমন্দিরের সাবিত্রী মোড়ে দাঁড়িয়ে চা চুমুক দিতে দিতে কথা হচ্ছিল স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার সঙ্গে। হঠাৎ সেখানে বাইক নিয়ে এসে দাঁড়ালেন দলেরই আর এক নেতা। হাসতে হাসতে বললেন, 'এবার আমাদের স্লোগান একটাই, ভোট দ্যাও বাটুক, কোটে ফাটে ফাটুক।' দিনের শেষে সেটাই হয়তো গড়পড়তা তৃণমূল সমর্থকের কথা। চা শেষ করে ফেরার সময় নেতার অনুরোধ, 'এইসব আবার আমাদের নাম দিয়ে লিখে দিও না। তাহলে কেস খেতে হবে।'

ফলন বেশিতে চিন্তা

প্রথম পাতার পর

ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় প্রাক মরশুমি আলু চাষের এলাকার ব্যাপক বৃদ্ধি। পোখরাজ আলু হিমঘরে মজুত হয় না বললেই চলে। মূলত খোলাবাজারে দৈনন্দিন চাহিদার ওপর এর দর নির্ভর করে। বাইরে না যাওয়ায় যেমন দর পড়ছে তেমনই এবার বিঘাপ্রতি ৭ থেকে ১০ প্যাকেট বা ৩৫০ থেকে ৫০০ কেজি বাড়তি ফলন পোখরাজ চাষে বড় লোকসান ডেকে এনেছে। এই পরিস্থিতি ভয়াবহ চেহারা নেবে মরশুমি আলু বাজারে এলেই।

উত্তরবঙ্গ আলু ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বাবলু চৌধুরীর কথায়, ভিনরাজ্যে আলু পাঠানো নিয়ে গত কয়েক বছরে বারবার রাজ্য সরকারের জারি করা নিষেধাজ্ঞার কারণে অসম, ওডিশা, বিহার সহ বিভিন্ন রাজ্যের আলুর বাজার উত্তরপ্রদেশের দখলে চলে গিয়েছে। তাই ফলন বাড়লেই দর পড়ছে। যার ফলে চাষি এবং ব্যবসায়ীরা লোকসানের ধাক্কায় বেহাল। এর উপর মরশুমি আলু উঠলে আরও বড় বিপদের আভাস মিলছে।

শুধু উত্তরবঙ্গ নয়, একই অবস্থা গোটা রাজ্যে। আলুচাষিদের সংগঠন থেকে আলু ব্যবসায়ী ও হিমঘর মালিকদের সংগঠন সকলেই উদ্বৃত্ত আলুর ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত। মোটামুটিভাবে সকলেই যা হিসাব কষেছেন, এবার আলুর উৎপাদন ১.৫ কোটি থেকে ১.৭ কোটি টন হতে পারে। ঘরোয়া বাজারে কমবেশি ৬০ লক্ষ টন আলুর চাহিদা রয়েছে। ফলে উদ্বৃত্ত ১ কোটি টন আলুর ভবিষ্যৎ নিয়ে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন সবাই। ওয়েস্ট বেঙ্গল কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুশীলকুমার রানার ধারণা, এবার প্রতি হেক্টর ফলন ৩০ টন ছাড়িয়ে যাবে। ফলে বাজারে আলুর দর তলানিতে নামা শুধু সময়ের অপেক্ষা।

দুই সপ্তাহ পর থেকেই মরশুমি সাদা জ্যোতি বা লাল হল্যান্ড আলু উঠতে শুরু করবে। ফলে উৎকণ্ঠা এবং আশঙ্কা চরমে কৃষক, ব্যবসায়ী এবং হিমঘর মালিকদের মধ্যেও। চলতি বছরে উত্তরের সব জেলাতেই আলু চাষের এলাকা বেড়েছে। এই বাড়তি ফলন মূলত দুটি সমস্যা তৈরি করবে বলে মনে করা হচ্ছে। একে তো বাড়তি ফলনে বাজারদর পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তার ওপর লোকসানের হাত থেকে বাঁচতে কৃষক এবং ব্যবসায়ীরা হন্যে হয়ে পড়তে পারেন হিমঘরে আলু সংরক্ষণের জন্যে। সেক্ষেত্রে চাপ বাড়বে হিমঘরের বন্ড বিলি নিয়ে।

এনিয়ে ইতিমধ্যেই জেলা স্তরে হিমঘর মালিকদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করে ফেলেছেন জেলা শাসক সহ কৃষি এবং কৃষিজ বিপণন আধিকারিকরা। বিধানসভা ভোটের মুখে হিমঘরে আলু রাখার হিড়িক পড়লে বন্ড বিলি নিয়ে গণ্ডগোল এবং অসন্তোষ চরমে ওঠার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না কেউই।

জলপাইগুড়ি জেলার কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক সৌভিক মৈত্রের কথায়, আলু চাষে সবথেকে বড় আশঙ্কা থাকে আবহাওয়াজনিত সমস্যায় সৃষ্টি হওয়া বিভিন্ন রোগ। তার ফলে আলুর মান এবং পরিমাণ দুয়ের ওপরেই নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এবারে আবহাওয়াজনিত সমস্যা হয়নি বললেই চলে। চাষের পরিমাণও বেশ কিছুটা বেড়েছে। দুই মিলে বাড়তি ফলন আশা করা হচ্ছে।

সারা ভারত কৃষকসভার জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক প্রাণগোপাল ভাওয়াল বলেন, 'এবছর আলু চাষে যা খরচ হয়েছে তাতে ১৩ টাকা কেজি দরে বিক্রি না হলে কৃষকের লোকসান অবধারিত। আমাদের দাবি, রাজ্য সরকার লোকদেখানো নাটক বা নিয়মের জাঁতাকল ছেড়ে সরাসরি কৃষকের থেকে ১৩ টাকা কেজি দরে আলু কিনুক।'

রাজ্য সরকারের তরফে গতবারের মতো এবারও হিমঘর প্রতি ৩০ শতাংশ বন্ড কৃষকদের জন্যে সংরক্ষণের নির্দেশ জারি করেছে। চলতি মাসের মধ্যে প্রতিটি ব্লকে এডিএ'রা কিষান ক্রেডিট কার্ড, কৃষকবন্ধু প্রকল্পে নথিভুক্ত কৃষকদের তালিকা হিমঘরে পাঠাবেন। তার ভিত্তিতে আলুচাষিদের মাথাপিছু ৭০ প্যাকেট আলুর বন্ড বিলি হবে। গতবছর গোটা উত্তরবঙ্গে ৮৭টি হিমঘরে আলু মজুত হয়েছিল। এবারে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯১। সব মিলে উত্তরবঙ্গে সর্বোচ্চ ৩ কোটি ২৫ লাখ প্যাকেট আলু এবারে হিমঘরে রাখা যাবে। কৃষি দপ্তরের আশানুরূপ ফলন হলে গোটা উত্তরবঙ্গে আলু ফলবে সাড়ে নয় কোটি প্যাকেটের বেশি। সেক্ষেত্রে সেই আলু বাইরে রপ্তানি না হলে সমস্যা চরমে উঠবে।

পশ্চিমবঙ্গ হিমঘর সমিতির উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক শাখার সম্পাদক মনোজ সাহার কথায়, 'প্রশাসন যেভাবে নির্দেশিকা দিচ্ছে সেইভাবেই বন্ড বিলি হবে। আমরা শুধু দাবি জানিয়েছি, বন্ড বিলির সময় যেন পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়।'

ভক্তিনগর সেন্ট জোসেফ স্কুলের পড়ুয়া রাজবীর বাগচী দাবা খেলায় পটু। তৃতীয় শ্রেণির এই খুদের প্রতিভা দেখে খুশি শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

মিষ্টির টানে মহাবীরস্থানে সাহেব-মেম

টাউন স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে ক্ষীরের শিঙাড়া খেতে মহাবীরস্থানে ছুটে যেতেন সাহেবরা। ব্রিটিশ আমলে এই দোকানের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুঙ্গারাম হালওয়াই নিজেই। তাঁর হাতের তৈরি ক্ষীরের শিঙাড়া ছিল ভীষণ স্পেশাল একটি মিষ্টি।

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : ভাবুন সাহেবরা ক্ষীরের শিঙাড়া খাবেন বলে ট্রেন থেকে নেমে হাঁটছেন। হাঁটতে তো হবেই। এ সামগ্রী তো আর বৃটিশ ভূখণ্ডে মেলার নয়। তো সাহেব-মেমরা চলেছেন মহাবীরস্থানে। ওঁদের গন্তব্য মুঙ্গারাম হালওয়াইয়ের দোকান। ওই দোকান ছাড়া এই অমৃত স্বাদের মিষ্টি আর কোথাও মেলে না।

সেটা ১৯০২ সাল। ব্রিটিশ আমলে এই দোকানের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুঙ্গারাম হালওয়াই নিজেই। সেই সময় নিজের হাতে নানা রকমের মিষ্টি বানাতেন তিনি। তাঁর হাতের তৈরি ক্ষীরের শিঙাড়া ছিল ভীষণ স্পেশাল একটি মিষ্টি। সেই ক্ষীরের শিঙাড়া খেতেন ব্রিটিশরা। প্রায় ১২৪ পর আজও মহাবীরস্থানে মাথা উঁচু করে গর্বের সঙ্গেই দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই মিষ্টির দোকান 'মুঙ্গারাম'। একসময়ের বিখ্যাত ক্ষীরের শিঙাড়ার জায়গাটা এখন দখল করে নিয়েছে কালাকাঁদ। সেই কালাকাঁদ খেতে এখনও বহু জায়গা থেকে মানুষ আসেন।

এই দোকান তৈরি খুব একটা সহজ ছিল না মুঙ্গারামের কাছে। শ্রমিকের কাজ করতেন তিনি। রেললাইন তৈরির কাজ করতে করতেই একদিন তিনি এসে পৌঁছান শিলিগুড়িতে। এই শহরে এসে এখানেই থেকে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। শহরে নানা ছোটখাটো কাজ করতে শুরু করেন তিনি। অল্প অল্প করে পয়সাও জমাতে শুরু করেন। ১৯০২ সালে কাঠের ঘর তৈরি করে টিনের চালা তুলে মহাবীরস্থানে বর্তমান মহাবীর মন্দিরের সামনে দোকানটি তৈরি করেন তিনি। তাঁর পরিবারে কেউ কখনও মিষ্টির ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। নিজেই মিষ্টি তৈরির পদ্ধতি শিখেছিলেন। নতুন দোকান তৈরির পর প্রথম দিকে কোনও কারিগর রাখেননি, মিষ্টি তৈরি করতেন নিজের হাতেই। বিক্রিও নিজেই করতেন।

একটু একটু করে তাঁর দোকান বড় হতে শুরু করে। তাঁর হাতের ক্ষীরের শিঙাড়াপ্রেমী ছিল আট থেকে আশি সকলেই। এরপর ব্যবসা ভালোভাবে চলতে শুরু করলে তিনি মিষ্টি তৈরির কারিগর রাখলেন। তবে তখনও ক্ষীরের শিঙাড়াটা তৈরি করতেন নিজের হাতেই।

> আমি শুনেছি ক্ষীরের শিঙাড়া আমার ঠাকুরদার হাত ধরেই শহরে প্রথম তৈরি হয়েছিল। এই মিষ্টির ব্যবসাকেই আমরা বংশপরম্পরায় এগিয়ে নিয়ে চলছি।
>
> -গোপাল গুপ্তা

এরপর প্রায় ৬৫-৭০ বছর আগে আরও একটি মুঙ্গারাম মিষ্টির দোকান তৈরি হয় মহাবীরস্থানে। সেই সময় দুটি দোকানই চলছিল সেখানে। পুরোনো দোকানটি চালাচ্ছিলেন মুঙ্গারামের বড় ছেলে সত্যনারায়ণ গুপ্তা এবং বর্তমান দোকানটি চালাচ্ছিলেন আরেক ছেলে সীতারাম গুপ্তা। তবে সত্যনারায়ণ গুপ্তার কোনও ছেলে না থাকায় পুরোনো দোকানটি একসময় বন্ধ হয়ে যায়। তবে দ্বিতীয় দোকানটি আজও নিজ ঐতিহ্য বহন করে চলছে।

মহাবীরস্থানের সবচেয়ে পুরোনো মুঙ্গারামের মিষ্টির দোকান। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

বর্তমান দোকান সামলাচ্ছেন মুঙ্গারাম হালওয়াইয়ের নাতিরা। এক নাতি গোপাল গুপ্তা বলছিলেন, '১৯০২ সালে ঠাকুরদা এই দোকান তৈরি করেন। বাবার কাছে শুনেছি রেলের অফিস ছিল এখানে। টাউন স্টেশনে নেমেও অনেকেই আসতেন এখানে মিষ্টি খেতে। ব্রিটিশরাও পছন্দ করতেন এই মিষ্টি। আমি শুনেছি ক্ষীরের শিঙাড়া আমার ঠাকুরদার হাত ধরেই শহরে প্রথম তৈরি হয়েছিল। এই মিষ্টির ব্যবসাকেই আমরা বংশপরম্পরায় এগিয়ে নিয়ে চলছি।' গোপাল বলেন, 'আমরা চার ভাই রয়েছি। তবে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মও এখন ব্যবসার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে। আর কয়েক বছর পর আমরা দায়িত্ব ছেড়ে পুরোপুরি নতুন প্রজন্মের হাতে দায়িত্ব তুলে দেব। আরও বহুদিন এই ব্যবসা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে রয়েছে।'

রসগোল্লা, মালাই চমচম, কালাকাঁদ, নানা ধরনের সন্দেশ, মালাই পাটিসাপটা, বেসনের লাড্ডু, দিলখুশ, শুকনো ফল দিয়ে তৈরি কাজু বরফি ছাড়াও শিঙাড়া, কচুরি, চপ, বার্গার সহ হরেকরকম মিষ্টি ও স্ন্যাকস আজও তৈরি হচ্ছে মুঙ্গারামে। আর মাঝেমধ্যে আজও তৈরি হয় ক্ষীরের শিঙাড়া।

মুঙ্গারামের কালাকাঁদের প্রশংসা করে দোকানের সামনেই থাকা এক ব্যক্তি কানাই ভাওয়াল বলছিলেন, 'প্রায় ৩০ বছর ধরে এখান থেকে কালাকাঁদ কিনে বাড়ি নিয়ে যাই। বাড়িতে সবাই ভালোবাসে এই মিষ্টি। আমার বাবাও এখান থেকে মিষ্টি কিনে নিয়ে যেতেন।'

মহাবীরস্থানে কাজে আসা এক ব্যক্তি শিবা কর্মকার বলছিলেন, 'মিষ্টি খেতে ভীষণ ভালোবাসি। এখানে এলে মাঝেমধ্যেই মুঙ্গারামের কালাকাঁদ, মোতিচুরের লাড্ডু খাই। এই দোকান আমার জন্মেরও আগে থেকে রয়েছে।'

সাহায্যের আর্জি

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : হার্টে ফুটো রয়েছে নয় মাসের মন্টি মণ্ডলের। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের ওই খুদে বাসিন্দার চিকিৎসার জন্য যে টাকার প্রয়োজন, তা পেশায় গাড়িচালক বাবার একার পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব নয়। বৃহস্পতিবার কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এই খুদেকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে থাকা-খাওয়ার খরচ নিয়ে চিন্তায় পড়েছে খুদের পরিবার। মন্টির বাবা সুরজিৎ মণ্ডল বলেন, 'সবাই সাধ্যমতো আর্থিক সাহায্য করলে আমার মেয়েকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব হবে।'

পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, দু'মাস বয়সে শিশুর হার্টে ফুটো ধরা পড়েছিল। চিকিৎসকরা দ্রুত অপারেশন করানোর পরামর্শ দিয়েছেন। তবে বেসরকারি কোনও হাসপাতালে এই চিকিৎসার খরচ ছয় লক্ষ টাকার কাছাকাছি। যা তাঁদের পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব নয়। কোনও ব্যক্তি বা সংস্থা মন্টির চিকিৎসায় সাহায্য করতে চাইলে, ৮৫৯৭০৯৫২৭৩ এই ফোন নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

আহত ২

ইসলামপুর, ১৮ ফেব্রুয়ারি : ইসলামপুর থানার সর্দারিভিটা এলাকায় বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন বাইকচালক ও আরোহী। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে শিবমেলা দেখে বাড়ি ফিরছিলেন সর্দারিভিটার ওই দুই তরুণ। সেই সময় বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাজ্য সড়কে পড়ে যায়। স্থানীয়রা এসে তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান। বর্তমানে রাজু সিংহ ও শিরু সিংহ নামের আহত ওই দুই ব্যক্তি ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

শিলান্যাস

ইসলামপুর, ১৮ ফেব্রুয়ারি : ইসলামপুর শহরের শান্তিনগর এলাকায় বুধবার আন্ডারপাস তৈরির কাজের শিল্যানাস করেন রায়গঞ্জ লোকসভার সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল। উপস্থিত ছিলেন ইসলামপুর পুরসভার ১৩ এবং ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার, জেলা বিজেপির সহ সভাপতি সুরজিৎ সেন, ব্যবসায়ী সংগঠনের কর্মকর্তারা। বাস টার্মিনাস থেকে থানা কলোনি হয়ে শান্তিনগর যাওয়ার রাস্তায় কোনও রেলগেট না থাকায় প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে রেললাইন পার করতেন স্থানীয়রা। তাই দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় আন্ডারপাস তৈরির দাবি জানিয়েছিলেন সকলে।

উদযাপন

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : মাতৃসংঘ জনকল্যাণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা সুদীনকুমার মিত্রের আবির্ভাব দিবস ছিল বুধবার। সেই উপলক্ষ্যে প্রতিবছরের মতো এবছরও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল। সংঘের শিলিগুড়ি শাখার সম্পাদক উদয় সেনগুপ্ত বলেন, 'গুরুদেব শিশুদের খুব ভালোবাসতেন। সেই কথা মাথায় রেখে এদিন খুদেদের জন্য নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় ফল, মিষ্টি, কেক বিতরণ করে দিনটি উদযাপন করা হয়।'

বার্ষিক ক্রীড়া

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি মহিলা কলেজে বুধবার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজিত হল। প্রতিযোগিতায় কলেজের ১০০ জনেরও বেশি ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। ছাত্রীরা দৌড়, লং জাম্প, ডিসকাস, শটপাট, জ্যাভলিন থ্রো ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। এদিন প্রতিযোগিতার সূচনা করেন কলেজের অধ্যক্ষ সুব্রত দেবনাথ।

শিলিগুড়ির মহানন্দা সেতুতে পুলিশ, বিএসএফ ও এসএসবি'র তৎপরতা। বুধবার। -সংবাদচিত্র

শহরে আধাসেনার মহড়া

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : কাঁটাতারের ওপারে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন এবং জামায়াতেপন্থীদের উত্থানের আবহে শিলিগুড়ি করিডর বা চিকেন নেক-এর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার এই সংকীর্ণ ভূখণ্ডকে সুরক্ষিত রাখতে বুধবার সকালে এক নজিরবিহীন তৎপরতা দেখাল বিএসএফ এবং এসএসবি। এদিন সাতসকালে হঠাৎ করেই শিলিগুড়ির লাইফলাইন হিসেবে পরিচিত এয়ারভিউ মোড় সংলগ্ন মহানন্দা সেতু ঘিরে ফেলেন সশস্ত্র জওয়ানরা। যা দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সাধারণ শহরবাসী। যদিও পরে জানা যায়, সেটি আসলে মক ড্রিল বা মহড়া ছিল।

মেয়াদ ফুরোনোর পর বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের মুখে 'সেভেন সিস্টার্স' প্রসঙ্গ উঠে এসেছিল। তারপর থেকেই সীমান্তবর্তী জেলাগুলো নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন বিজেপি নেতা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞরা। ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সংযোগরক্ষাকারী এই মাত্র ২২ কিলোমিটার চওড়া করিডরটি অত্যন্ত সংবেদনশীল। সেই প্রেক্ষাপটে বুধবারের এই মক ড্রিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এদিন সকালে শালুগাড়ার বিএসএফ ক্যাম্প ও রানিডাঙ্গার এসএসবি ক্যাম্পের জওয়ানরা যৌথভাবে কার্যত মহানন্দা সেতুর দখল নেন। তিনটি দলে ভাগ হয়ে একদল সেতুর ওপর আর একদল এয়ারভিউ মোড়ে পজিশন নেয়। অন্য দলটি সেতুর নীচের রাস্তায় যান নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। হঠাৎ বন্দুক উঁচিয়ে জওয়ানদের পজিশন নিতে দেখে পথচারীরা থমকে দাঁড়ান। গাড়ির চালকদের জওয়ানরা প্রশ্ন করতে থাকেন, কোথায় গাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন? সাধারণ মানুষের চোখেমুখে তখন ভয়ের ছাপ স্পষ্ট। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে চলা এই টানটান উত্তেজনার পর জওয়ানরা যখন গাড়িতে উঠতে শুরু করেন, তখন ভয়ে ভয়ে অনেকেই প্রশ্ন করে বসেন, স্যর, কিছু হয়েছে? ছোট্ট উত্তরে আশ্বাস মেলে, 'এটা মক ড্রিল ছিল।'

সীমান্তের ওপারে অস্থিরতার পর বাংলাদেশের 'প্রতিবেশী' এলাকাগুলির নিরাপত্তার দিকে বাড়তি নজর দেওয়া হচ্ছে। সেই সুবাদে শিলিগুড়ির মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠাও স্বাভাবিক। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, যুদ্ধের মতো জরুরি পরিস্থিতিতে মহানন্দা সেতুর মতো কৌশলগত পয়েন্টগুলো কীভাবে দ্রুত নিয়ন্ত্রণে নেওয়া সম্ভব, এদিন তারই মহড়া দিল দুই কেন্দ্রীয় বাহিনী। এদিন মহানন্দা সেতুর নীচে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় বিএসএফ-এর জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়েছিলেন মধু রায়। আতঙ্কিত কণ্ঠে তিনি বলছিলেন, 'আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ আমি কী করলাম!' অনেকে বলছেন, অপারেশন সিঁদুরের পর শেষবার মহানন্দা সেতুতে এমন কঠোর নিরাপত্তা ও মহড়া দেখা গিয়েছিল। এদিনের এই মক ড্রিল অত্যন্ত 'স্পর্শকাতর' হওয়ায় বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্তারা মুখে কুলুপ এঁটেছেন। তবে উত্তরবঙ্গের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশাসন যে বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নিতে নারাজ, তা স্পষ্ট হয়েছে।

- সকালে হঠাৎ এয়ারভিউ মোড় সংলগ্ন মহানন্দা সেতু ঘিরে ফেলেন সশস্ত্র জওয়ানরা
- হঠাৎ বন্দুক উঁচিয়ে জওয়ানদের পজিশন নিতে দেখে পথচারীরা থমকে দাঁড়ান
- পরে জানা যায়, সেটি আসলে মক ড্রিল বা মহড়া ছিল

যানজট কমাতে উদ্যোগী ট্রাফিক পুলিশ

টোটোর রুট বদলাচ্ছে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : শহরে যানজট কমাতে নতুন পরিকল্পনা শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান ট্রাফিক পুলিশের। শহরের প্রধান রাস্তাগুলিকে যানজটমুক্ত রাখতে টোটো চলাচলে লাগাম টানার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নয়া পরিকল্পনা অনুযায়ী, হিলকার্ট রোড বা সেবক রোডের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় নির্দিষ্ট কিছু টোটো চলবে। বাকি সমস্ত টোটোকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে শহরের বিভিন্ন পকেট রুটে। যদিও এখানেই প্রশ্ন উঠছে, প্রধান সড়ক ফাঁকা করতে গিয়ে পকেট রুটগুলিতে যে যানজটের সৃষ্টি হবে, তা সামাল দেওয়ার জন্য কোন পন্থা নেবে পুলিশ?

পুলিশের এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী শিবির। পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন দাবি করেছেন, পকেট রুটকে যানজটমুক্ত রাখতে পুলিশের কী ভাবনা রয়েছে সে বিষয়ে জানতে চাওয়া হলেও তারা কোনও উত্তর দিতে পারেনি। অমিত বলছেন, 'অধিকাংশ টোটো পকেট রুট দিয়ে চালানোর চিন্তাভাবনা করছে ট্রাফিক পুলিশ। পুলিশ ও পুরনিগমের বৈঠকে আমিও ছিলাম। সেখানেই পুলিশ বিষয়টি জানিয়েছে। কিন্তু পকেট রুটে যানজট বেশি হবে। এমনিতেই কমার্সিয়াল দোকান হয়েছে বিভিন্ন পাড়ায়। সেখানে একাধিক মালবোঝাই গাড়ি ঢোকে। এই পরিস্থিতিতে টোটোও চললে এরপর পাড়ায় পাড়ায় যানজট হবে।'

বিষয়টি নিয়ে মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের কথায়, 'পুলিশের বৈঠকে সকলকেই ডাকা হয়েছিল। বিরোধীরাও মতামত দিয়েছেন। তবে পুলিশ কখনওই বলেনি যানজট হলে তাদের কাছে কোনও উপায় নেই।'

শহরে অবৈধ দোকান বন্ধ করা বা টোটো রুট নির্ধারণে পুরোপুরি সফল হতে পারেনি প্রশাসন। তাই পুরনিগম এবার ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে পরিকল্পনা করে শহরের প্রধান রাস্তাগুলিতে টোটোর চাপ কমানোর উদ্যোগ নিয়েছে। পুর বাজেটেও বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এর জন্য চিহ্নিত করা হচ্ছে একাধিক পকেট রুট এবং বাইলেন। মূল রাস্তায় চলাচলের অনুমতি নেই এমন টোটোগুলিকে ওই সব গলিপথ বা পকেট রুট দিয়েই গন্তব্যে পৌঁছাতে হবে।

কিন্তু এই পরিকল্পনা প্রকাশ্যে আসতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন শহরবাসী এবং বিরোধীরা। তাঁদের যুক্তি, শহরের পাড়া-মহল্লার রাস্তা বা পকেট রুটগুলি এমনিতেই যথেষ্ট সংকীর্ণ। তার ওপর যদি হাজার হাজার টোটো গলিগুলিতে ঢুকে পড়ে, তবে পাড়ার ভিতরের পরিস্থিতি খারাপ হতে পারে। স্কুলব্যাগ কাঁধে পড়ুয়া বা বয়স্ক নাগরিকদের রাস্তায় হাঁটা দুষ্কর হয়ে উঠবে।

শহরবাসীর একাংশের মতে, টোটোর সংখ্যা নির্দিষ্ট না করে এবং কঠোর হাতে অবৈধ টোটো বন্ধ না করে শুধুমাত্র রুট পরিবর্তন করলে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। তাছাড়া এই মুহূর্তে শহরে প্রায় ১০ হাজার টোটো চলাচল করে। এর থেকে যদি অর্ধেক টোটোও পাড়ায় পাড়ায় ঢুকে পড়ে তবে সমস্যা প্রকট হবে।

সূর্য সেন কলেজে চাকরির সুযোগ

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : উচ্চশিক্ষা শেষ করে উপযুক্ত কাজের অভাব এই সময়ের বড় সমস্যা। এ নিয়ে উদ্যোগ নিল শিলিগুড়ির সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়। পড়ুয়াদের স্বাবলম্বী করতে এক মাসের মধ্যে দু'-দু'বার 'প্লেসমেন্ট ড্রাইভ' আয়োজন করল কলেজ কর্তৃপক্ষ। গত মাসেই প্রথম দফার মেগা প্লেসমেন্ট ড্রাইভে প্রায় ৪৫০ জন বর্তমান ও প্রাক্তন পড়ুয়া নিয়োগপত্র পেয়েছিলেন। এবার কলেজে এসেছিল টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিস (টিসিএস)। এবার অন্য কলেজের পড়ুয়ারা যোগদানের সুযোগ পেয়েছিলেন। সূর্য সেন কলেজের পাশাপাশি শিলিগুড়ি কলেজ, নকশালবাড়ি কলেজ ও বিরসা মুন্ডা কলেজের পড়ুয়ারাও ইন্টারভিউতে অংশ নেন। প্রায় ৫০০ জনের আবেদনের মধ্যে ২৫০ জন সরাসরি ইন্টারভিউ দেন এবং ব্যাক অফিসের কাজের জন্য প্রায় ১৫০ জন উত্তীর্ণ হন।

চাকরি পেয়ে উচ্ছ্বসিত শিলিগুড়ি কলেজের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের ছাত্রী সিমরণ ঝা বলেন, 'এ ধরনের উদ্যোগ কলেজগুলোতে খুব গুরুত্বপূর্ণ।' নকশালবাড়ি কলেজের পড়ুয়া রুদ্র কইরালও কলেজের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। কলেজের প্লেসমেন্ট ড্রাইভের কনভেনার তথা বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সুফল বিশ্বাস জানিয়েছেন, বর্তমানে স্নাতক বা স্নাতকোত্তরদের কর্মসংস্থানের দিকে জোর দেওয়া হয়েছে।' বেকারত্ব দূর করতে আগামীতেও কলেজের এই প্রয়াস জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন অধ্যক্ষ প্রণবকুমার মিশ্র।

উদ্বোধনের ১১ দিন পরও চালু হয়নি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : প্রায় ১১ দিন আগে ঘটা করে উদ্বোধন হয়েছে। মেয়র গৌতম দেব উদ্বোধন করেছিলেন। কথা ছিল উদ্বোধনের পরের দিন থেকেই সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। কিন্তু এখনও পুর এলাকার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কুমোরটুলি এলাকায় চিকিৎসা পরিষেবা মিলছে না। স্থানীয়দের অভিযোগ, উদ্বোধনের পর সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের সদর গেটে লাগানো তালা আজ পর্যন্ত খোলেনি। একজন চিকিৎসক কিংবা স্বাস্থ্যকর্মীরও দেখা মেলেনি। এনিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব বলছেন, 'আমি বাইরে আছি। ফিরে এসে খোঁজ নেব।' এক সময়ের কমিউনিটি হলের ভোল বদল করে কুমোরটুলিতে পুর সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। ৬ ফেব্রুয়ারি দুপুরে ওই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়।

জানা গিয়েছে, চিকিৎসক সংকটের জেরে আপাতত ওই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের তালা খোলা সম্ভব হয়নি। এই পরিস্থিতিতে আদৌ ওই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে চিকিৎসা পরিষেবা মিলবে কি না তা নিয়ে এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করেছেন। প্রায় ২২ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা ব্যয়ে স্থানীয় কমিউনিটি হলকে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিণত করা হয়। সেখানে ওপিডি, ডাক্তারের কক্ষ, টিকাকরণ কক্ষ, অফিস, স্টোর রুম সহ ওয়েটিং এরিয়া রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা সুশীলা বর্মন বলছেন, 'উদ্বোধনের দিন তালা খুলেছিল। তারপর আর ওই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের তালা খোলেনি।'

স্থানীয় বিজেপি কাউন্সিলার বিবেক সিং বলছেন, 'এটা নির্বাচনি স্টান্ট মাত্র। আমরা শুনেছি, মেয়র আগামী বিধানসভা নির্বাচনে শিলিগুড়ি আসনে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সেজন্য উনি জায়গায় জায়গায় নিজের নাম লেখানোর চেষ্টা করছেন। তারই একটি উদাহরণ এই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র। সাধারণ মানুষ আদৌ

পরিষেবা পাবেন কি না, তা নিয়ে পুর কর্তৃপক্ষ চিন্তিত নয়।'

এ বিষয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত বলছেন, 'চিকিৎসক সহ হাউস স্টাফ ও নার্স নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হলেই ওই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবা চালু হয়ে যাবে।'

আনন্দ হারিয়ে অচেনা পথে ফুড স্ট্রিট

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : একই ধরনের খাবার, স্বাদের মধ্যে নেই তেমন পার্থক্য। কিন্তু ভিড় হচ্ছে হাতেগোনা কয়েকটি দোকানেই। তাই শিলিগুড়ির স্টেশন ফিডার রোডের (এসএফ রোড) ফুড স্ট্রিটে বন্ধ হচ্ছে একের পর এক স্টল। 'অচেনার আনন্দ' নামকরণে ২০টি স্টল উদ্বোধন হয়েছিল। বর্তমানে তার অর্ধেক স্টেলরই ঝাঁপ বন্ধ। যে ১০টি স্টল চালু রয়েছে, তার মধ্যে হাতেগোনা তিন থেকে চারটিতে কিছুটা ব্যবসা হলেও, বাকিগুলি ধুঁকছে। কেউ কেউ আবার স্টল ভাড়া দিয়েছেন পাঁচ থেকে আট হাজার টাকার বিনিময়ে। ফলে আনন্দ এখন অচেনাই। বিরোধীদের অভিযোগ, পরিকল্পনার অভাবে প্রকল্পটি ফ্লপ। তাই স্টলগুলির এই পরিস্থিতি। শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের বক্তব্য, 'পরিকল্পনা না করেই ফুড স্টলগুলি বসানো হয়েছে। তাই হাতেগোনা কয়েকটিতেই ভিড় রয়েছে। বাকিগুলি হয় ফাঁকা, নয়তো বন্ধ করে দিয়েছে।' তবে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলছেন, 'কেউ স্টল ভাড়া দিলে বা হস্তান্তর করলে, আমরা তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব আগেই বলেছি। এ ধরনের কোনও অভিযোগ আমাদের কাছে এলেই পদক্ষেপ করব। যাঁরা ভাড়া নিয়েছেন, তাঁরা এসেও অভিযোগ করতে পারেন।'

প্রায় দুই বছর আগে শহরের স্টেশন ফিডার রোডে 'অচেনার আনন্দ' নামে স্ট্রিট ফুড কর্নার তৈরি করে পুরনিগম। বর্তমানে সেখানে ২০টি স্টল রয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী প্রত্যেকটি স্টল মাসিক ১,১০০ টাকার বিনিময়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সময় যত গড়িয়েছে, ততই একটার পর একটা স্টল বন্ধ হয়েছে। স্টলগুলিতে প্রায় একই ধরনের খাবার থাকে। চা, পাওভাজি, মোমো, চাউমিনই বিক্রি করছেন অধিকাংশ ব্যবসায়ী। কিন্তু ভিড় জমে না প্রত্যেকটি স্টলে। তাই ১০টি দোকান বন্ধ হয়ে রয়েছে। ১০টি দোকান এই মুহূর্তে চালু থাকলেও তার মধ্যে তিন-চারটিতে ব্যবসা ঠিক রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বাকিগুলি ধুঁকছে। এই দোকানগুলির মধ্যে অধিকাংশ ভাড়া নেওয়া। দোকানগুলিতে এখনও নিজস্ব মিটারবক্স পৌঁছায়নি। যে কারণে এক জায়গা থেকে সংযোগ নিয়ে প্রতিটি স্টলে বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। যা বিল হয়, তা মাসের শেষে ভাগ করে দেন ব্যবসায়ীরা। যাঁদের দোকান বন্ধ, তাঁদেরও বিদ্যুতের বিল বাবদ টাকা গুনতে হয়। পরিকল্পনার অভাবের অভিযোগ তুললেও পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে প্রতিটি ফুড স্টলের ব্যবসা চাঙ্গা করার দাবি তুলছেন বিরোধীরা।

একে একে বন্ধ হচ্ছে ঝাঁপ শিলিগুড়ির ফুড স্ট্রিটে। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

সংসদের উচ্চকক্ষেও শূন্যের পথে বাম

বিধানসভার আগেই বঙ্গে ভোটের দামামা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : এসআইআর আবহে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোট কবে হবে তা নিয়ে এখন শাসক এবং বিরোধী, সব মহলেই জল্পনা তুঙ্গে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পরপরই বাংলার বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার সম্ভাবনা প্রবল। এই নিয়ে চর্চার মধ্যেই বুধবার পশ্চিমবঙ্গের ৫টি সহ দেশের মোট ১০ রাজ্যের ৩৭টি রাজ্যসভা আসনের ভোটের নির্ঘণ্ট জারি করে দিল নির্বাচন কমিশন। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ১৬ মার্চ সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত চলবে ভোটগ্রহণ। ওইদিনই বিকাল পাঁচটা থেকে ফল ঘোষণা হবে।

২ এপ্রিল মেয়াদ শেষ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের পাঁচ রাজ্যসভার সাংসদের। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন তৃণমূলের সাকেত গোখলে, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুব্রত বক্সী। দলত্যাগের পর ৫ জানুয়ারি মৌসম বেনজির নূর সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ায় তাঁর আসনটি বর্তমানে শূন্য। অন্যদিকে, সিপিএমের বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের মেয়াদও শেষ হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বিদায়ি বিধানসভায় শক্তির নিরিখে ৫টির মধ্যে তৃণমূলের দখলে ৪টি আসনই থাকতে পারে। অপরদিকে বামেদের আসনটি চলে যেতে পারে বিজেপির হাতে।

ওই পাঁচজনের পাশাপাশি আর যাঁদের মেয়াদ ফুরোচ্ছে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন এনসিপি (এসপি) সুপ্রিমো শারদ পাওয়ার, রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ নারায়ণ সিং, কংগ্রেসের অভিষেক মনু সিংভি প্রমুখ।

স্বাধীনতার পর এই প্রথমবার সংসদের উভয় কক্ষেই পশ্চিমবঙ্গ থেকে শূন্য হতে চলেছে বামেরা। দীর্ঘসময় ধরে সংসদে বামফ্রন্টের নির্ণায়ক উপস্থিতি এখন ইতিহাসের অধ্যায় হয়ে যাওয়ার মুখে। যেহেতু

- ১৬ মার্চ রাজ্যসভায় ভোট। ফলাফল ওই দিনই সন্ধ্যায়
- মনোনয়ন জমার শেষ দিন ৫ মার্চ
- পশ্চিমবঙ্গে ৫টি আসনে ভোট
- বাকি ৯ রাজ্যে ৩২ আসনে ভোট

রাজ্য বিধানসভায় বামেরা শূন্য, তাই রাজ্যসভায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে বামেদের প্রতিনিধিত্ব মুছে যাওয়ার মুখে। লোকসভাতেও একই ছবি। গত সাধারণ নির্বাচনে বাংলায় একটি আসনও পায়নি বামফ্রন্ট। একসময় যে রাজ্য থেকে লোকসভায় বামেদের শক্তিশালী ব্লক থাকত, কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে যাদের মতামত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলত, সেই ধারাবাহিকতা এখন সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। এই প্রসঙ্গে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'খারাপ লাগার কিছু নেই। বিধানসভায় শক্তির ওপরেই নির্ভর করে রাজ্যসভার আসন। রাজনৈতিক বাস্তবতাকে মেনে নিতে হয়। ভালো-মন্দ যাই হোক, সত্যকে সহজে গ্রহণ করাতেই আমার বিশ্বাস।'

তবে বামেদের সংসদে এহেন সর্বনাশের মুখে তৃণমূলের পৌষমাস তুঙ্গে। তৃণমূলের এক নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নেতা বলেন, 'দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীকে তাঁর বয়স ও অসুস্থতার কারণে এবার আর হয়তো প্রার্থী করা হবে না। লুইজিনহো ফেলেইরো এবং জহর সরকার পদত্যাগের পর ২০২৩ ও ২০২৪ সালে তাঁদের আসনে নির্বাচিত হন সাকেত গোখলে এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। যেহেতু এই দুই তরুণ নেতার পারফরমেন্স ভালো তাই তাঁদের ফের প্রার্থী করা হতে পারে।' অপর এক নেতার মতে, মৌসম নূরের আসনে একজন মুসলিমকে প্রার্থী করা হতে পারে। এদিকে বিজেপি তাদের প্রাপ্য আসনে কাকে প্রার্থী করবে তা নিয়েও চর্চা চলছে। রাজ্য বিজেপির অন্দরের খবর, কাকে প্রার্থী করা হবে সেটা বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব ঠিক করবেন। তবে প্রার্থী হিসেবে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা কোচবিহারের প্রাক্তন সাংসদ নিশীথ প্রামাণিকের পাল্লা অনেকটাই ভারী। নাম ভাসছে অভিনেতা-রাজনীতিক মিঠুন চক্রবর্তীরও।

গুগল কর্তা সুন্দর পিচাইয়ের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বুধবার নয়াদিল্লিতে।

ফের পিছোল আইপ্যাক মামলার শুনানি

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : সুপ্রিম কোর্টে আরও এক মাস পিছিয়ে গেল আইপ্যাক সংক্রান্ত মামলার শুনানি। বুধবার বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্র ও বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা থাকলেও, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি সময়মতো হলফনামা জমা না দেওয়ায় শুনানি স্থগিত হয়ে যায়। আদালতের পরবর্তী শুনানি ১৮ মার্চ।

গত ৮ জানুয়ারি কয়লা পাচার মামলার তদন্তে কলকাতায় আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালায় ইডি। সেই সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইডির অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী তদন্তে বাধা দিয়েছেন এবং জোর করে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি ও তথ্যপ্রমাণ নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছেন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই দেশের সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয় কেন্দ্রীয় সংস্থাটি। অন্যদিকে, রাজ্যের পালটা দাবি, নিয়ম মেনে এই তল্লাশি চালানো হয়নি।

আদালতে রাজ্য সরকার ২ ফেব্রুয়ারি হলফনামা জমা দিয়ে ইডির মামলা খারিজের আবেদন জানায়। রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিবালের যুক্তি ছিল, আইপ্যাককে কোনও আগাম নোটিশ না দিয়ে এই ধরনের তল্লাশি চালানো যায় না এবং মামলা করার কোনও মৌলিক অধিকার ইডির নেই। বুধবার ইডির তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, রাজ্যের হলফনামার জবাব তৈরি থাকলেও তা এখনও জমা দেওয়া হয়নি। দ্রুত তা পেশ করা হবে।

এর আগে গত ৩ এবং ১০ ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন কারণে মামলাটির শুনানি পিছিয়ে গিয়েছিল। পর পর তিনবার শুনানি স্থগিত হওয়ায় ঝুলে রইল আইপ্যাক মামলার ভবিষ্যৎ। কেন্দ্রীয় এজেন্সির কাজে বাধাদান বনাম রাজ্যের আইনি অধিকারের লড়াই এখন ১৮ মার্চের অপেক্ষায়।

হিন্দু ঘরে ৩ সন্তানের পক্ষে ভাগবত

লখনউ, ১৮ ফেব্রুয়ারি : প্রত্যেক হিন্দু দম্পতির অন্তত তিনটি সন্তান থাকা দরকার। ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা বজায় রাখতে ও হিন্দু সমাজের টিকে থাকার জন্য এর প্রয়োজন রয়েছে। হিন্দু সমাজে প্রজনন হার বাড়াতে হবে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রধান মোহন ভাগবত এমনই মন্তব্য করেছেন। যাঁরা হিন্দু ধর্ম থেকে অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছেন, তাঁদের ঘরে ফেরার ডাকও দিয়েছেন। পুনর্ধর্মান্তরণে জোর দিয়ে তাঁদের জন্য হিন্দু সমাজের সমর্থন চেয়েছেন।

মঙ্গলবার লখনউয়ের নিরালানগরে সরস্বতী শিশু মন্দিরে সামাজিক সম্প্রীতি সভায় ভাগবত হিন্দু জনসংখ্যার ক্রমশ কমে যাওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, 'আমরা বিপদের মধ্যে নেই। কিন্তু সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে।' তাঁর সাফ কথা, যাঁদের ভুল বুঝিয়ে কিংবা পরিস্থিতির চাপে যাঁরা ধর্ম পরিবর্তন করেছেন, তাঁদের সসম্মানে হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনতে হবে। হিন্দু সমাজকে শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ করতে বিচ্ছিন্ন হওয়া অংশকে ফের সমাজের মূল স্রোতে ফেরাতে হবে।

ভাগবত অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গেও সরব হন। তিনি জানান, অনুপ্রবেশকারীদের 'চিহ্নিত করে' তাঁদের 'নির্বাসন' দেওয়া উচিত। তাঁদের জন্য চাকরি নয়।

শান্তির খোঁজে বুদ্ধের চরণে... বুধবার হায়দরাবাদে।

১৮০ দিনের রূপরেখা তারেক সরকারের

ঢাকা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : দায়িত্ব নেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বাংলাদেশকে নতুন করে গড়ে তোলার কাজ শুরু করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। কীভাবে গড়ে তোলা হবে গত দেড়বছর ধরে নৈরাজ্য আর অস্থিরতার অন্ধকারে ডুবে থাকা পদ্মাপারকে? তার রূপরেখা তৈরি করতে ১৮০ দিনের লক্ষ্যমাত্রা তৈরি করেছে তারেকের নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার। তাতে মূলত তিনটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকে প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছে, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

এদিন বাংলাদেশ সচিবালয়ে মন্ত্রীসভার সদস্য ও উপদেষ্টাদের সঙ্গে মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকে বসেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তারপর সচিবদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। বুধবার প্রথমে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার বাকি সদস্যরা। তারপর নতুন মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠক বসে। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ এবং তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহিরউদ্দিন স্বপন। সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'সরকার ১৮০ দিনের একটি অগ্রাধিকার নির্ধারণ করেছে।'

অপরদিকে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান

বলেন, শর্ট টার্মে ১৮০ দিনের জন্য বিএনপি-র একটি পরিকল্পনা আছে। সেটা আগেই তৈরি করা ছিল। আরেকটি মাজাঘষা করে জনগণের সামনে খুব শীঘ্রই পেশ করা হবে। যাতে সরকার কী চাইছে সেটা জনগণ বুঝতে পারে। এদিনের বৈঠক সম্পর্কে তিনি বলেন, আসলে এটি একটি সৌজন্যমূলক মিটিং ছিল। সেখানে মন্ত্রী ও উপদেষ্টারা হাজির ছিলেন। এদিকে শেখ হাসিনাকে ভারতের হাত থেকে ফেরানো নিয়ে সরকার কী সিদ্ধান্ত নেবে তা নিয়ে চর্চা চলছে তারেক সরকারের অন্দরে। আইনমন্ত্রী আসাদুজ্জামান বলেন, মানবতাবিরোধী অপরাধের ক্ষেত্রে আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে। বিএনপি সরকারের ওপর জনগণের প্রত্যাশা পাহাড়প্রমাণ। ইউনূস জমানায় হাসিনাকে ফেরত চেয়ে একাধিকবার চিঠি দেওয়া হয়েছিল দিল্লিকে। কিন্তু ভারত তার জবাব দেয়নি। তারেকের শপথে হাজির ছিলেন ভারতের লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা এবং বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রি। পরে তারেক-ওম বিড়লা সাক্ষাৎ হয়। অন্যদিকে জামায়াতে আমীর শফিকুর রহমানের সঙ্গে মিশ্রি সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। মোদি সরকার যে বাংলাদেশের নতুন শাসক ও বিরোধীর সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখেই এগোতে চাইছে, এই সাক্ষাৎকার দুটি থেকে তা স্পষ্ট।

১৬-র নীচে সমাজমাধ্যম ব্যবহারে রাশ!

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : অস্ট্রেলিয়া ও ফ্রান্সের পথে হেঁটে এবার ভারতেও ১৬ বছরের কমবয়সিদের জন্য সমাজমাধ্যম ব্যবহারে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপের কথা ভাবছে কেন্দ্রীয় সরকার। সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো জানিয়েছেন, শিশুদের অনলাইন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং বিশেষ করে 'ডিপফেক' বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহার রুখতে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের আলোচনা শুরু হয়েছে।

বর্তমানে ভারতে 'ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন' আইন অনুযায়ী ১৮ বছরের কমবয়সিদের ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের যাচাইযোগ্য সম্মতির প্রয়োজন হয়। তবে নতুন পরিকল্পনায় সরাসরি বয়সভিত্তিক ব্যবহারিক সীমাবদ্ধতা আনার লক্ষ্যে আইটি বিধি ২০২১ সংশোধনের চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। মন্ত্রী স্পষ্ট করেছেন, ভারতে ব্যবসা করছে এমন সমস্ত বহুজাতিক সংস্থাকে দেশের আইন, সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং সাংবিধানিক রীতিনীতি মেনে চলতে হবে। সংসদীয় স্থায়ী কমিটিও ইতিমধ্যে ডিপফেক মোকাবিলায় কঠোর সুপারিশ করেছে।

ম্যাক্রোঁর প্রশংসা

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : ভারতীয় মেধার জয়গান এখন গোটা বিশ্বে। তা সিলিকন ভ্যালি হোক বা প্যারিস, সর্বত্রই তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলিতে ভারতীয়দের দাপট চোখে পড়ার মতো। মঙ্গলবার মুম্বইয়ের 'ইন্ডিয়া-ফ্রান্স ইনোভেশন ফোরাম'-এ ভারতের সেই উদ্ভাবনী শক্তি ও বিশ্বনেতৃত্বের ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করলেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে গুগল-অ্যালফাবেট, মাইক্রোসফট থেকে শুরু করে ফ্রান্সের বিলাসবহুল ফ্যাশন ব্র্যান্ড 'চ্যানেল'-এর শীর্ষপদে থাকা ভারতীয়দের নাম।

ম্যাক্রোঁ বলেন, 'অ্যালফাবেটের সিইও ভারতীয়, মাইক্রোসফটের সিইও ভারতীয়। আইবিএম, অ্যাডোবি বা পালো অল্টো নেটওয়ার্কস, প্রতিটি বহুজাতিক সংস্থার শীর্ষপদে ভারতীয়রা রয়েছেন। এমনকি চ্যানেলের সিইও লীনা নায়ার এই মহারাষ্ট্রের কোলাপুরের মেয়ে। ভারত শুধু বিশ্বব্যাপী উদ্ভাবনে অংশগ্রহণই করছে না, একইসঙ্গে নেতৃত্বও দিচ্ছে।' ফরাসি প্রেসিডেন্টের মন্তব্য শুনে মঞ্চে হাজির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের মুখে হাসির রেখা ফুটে ওঠে।

ভবিষ্যৎ ভেবে খুন

বেঙ্গালুরু, ১৮ ফেব্রুয়ারি : আমার অবর্তমানে স্ত্রীর কী হবে? ওকে দেখাশোনার কেউ থাকবে না। এই বদ্ধমূল চিন্তা থেকে শ্বাসরোধ করে পত্নীকে হত্যা করলেন ইসরোর অবসরপ্রাপ্ত কর্মী নাগেশ ঈশ্বর রাও। পুলিশ সন্ধ্যাশ্রীর দেহ বিরুতসো অ্যাপার্টমেন্ট থেকে উদ্ধার করেছে।

ইমরানকে খুনের ছকে তোপে মুনির

ইসলামাবাদ, ১৮ ফেব্রুয়ারি : জেলের অন্ধকারে কি ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি হারাচ্ছেন ইমরান খান? নাকি এটি তাঁকে শেষ করে দেওয়ার এক গভীর ষড়যন্ত্র? এই প্রশ্ন ঘিরে বুধবার রণক্ষেত্রের চেহারা নিল পাকিস্তান। লাহোর ও ইসলামাবাদের সংযোগকারী আটোক ব্রিজ অবরোধ করে খাইবারপাখতুনখোয়া প্রদেশকে বাকি দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন পিটিআই সমর্থকরা। তাঁদের দাবি, 'কপ্তান'-এর চিকিৎসা নিয়ে লুকোচুরি বন্ধ করতে হবে এবং তাঁকে অবিলম্বে ইসলামাবাদের বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হবে।

বিতর্কের মূলে রয়েছে সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত এক আইনজীবীর রিপোর্ট। যেখানে দাবি করা হয়েছে, ২০২৩ থেকে জেলবন্দি ৭৩ বছর বয়সি ইমরানের ডান চোখের দৃষ্টিশক্তি এখন মাত্র ১৫ শতাংশ অবশিষ্ট রয়েছে। এই চাঞ্চল্যকর তথ্যের পরেই সাংবাদিক বৈঠকে বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন ইমরানের দুই বোন উজমা খান ও আলিমা খান। তাঁদের আঙুল পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনির ও অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী মহসিন নকভির দিকে। উজমা বলেন, 'দাদা আমাকে বলেছে, এরা আমায় তিল তিল করে মেরে ফেলবে এবং এর জন্য আসিম মুনির দায়ী থাকবেন। নকভি আমাদের লাগাতার হুমকি দিচ্ছেন। ইমরান খান বা আমাদের পরিবারের কারও কিছু হলে আমরা ওদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও রেহাই দেব না।'

এই পরিস্থিতিতে পাক আইনমন্ত্রী আজম নাজির তারার ইমরানের দৃষ্টিশক্তি হারানোর খবরকে 'গুজব' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর দাবি, 'ইমরানের এক চোখের দৃষ্টি এখন পুরোপুরি স্বচ্ছ (৬/৬), যা এই বয়সে অলৌকিক। অন্য চোখেও চশমা পরলে ৭০ শতাংশ দেখতে পাচ্ছেন তিনি।'

ভারত বিরোধী রাহুল : রিজিজু

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : দেশের নিরাপত্তার পক্ষে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে সবথেকে বিপজ্জনক ব্যক্তি বলে আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তাঁর সাফ কথা, 'ভারতে এর আগে এইরকম বিরোধী দলনেতা আর কেউ হননি। দেশবিরোধী শক্তিগুলির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আছে। মাওবাদী, চরমপন্থীদের সঙ্গে তিনি মেলামেশা করেন।' এর আগে রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ খারিজ এবং ভবিষ্যতে তাঁর ভোটে লড়াই করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার দাবি তুলে একটি সাবস্ট্যান্টিভ মোশন এনেছেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। রাহুল গান্ধির আচরণকে শিশুসুলভ বলে খোঁচা দেন রিজিজু। তিনি বলেন, 'উনি যে পদে রয়েছেন সেই পদে এমন শিশুসুলভ ও দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ অত্যন্ত বেমানান। লোকসভার বিরোধী দলনেতা সমগ্র বিরোধী শিবিরের প্রতিনিধিত্ব করেন।'

হাইকোর্টের ধর্ষণের সংজ্ঞা খারিজ

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : বুকে হাত দেওয়া বা পাজামার দড়ি ধরে টানা 'ধর্ষণের চেষ্টা' হিসাবেই গণ্য হবে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের সেই বিতর্কিত রায় খারিজ করে মঙ্গলবার তা জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি এনভি আঞ্জারিয়ার বেঞ্চ জানিয়েছে, 'মহিলার বুকে হাত দেওয়া কিংবা পাজামার দড়ি খোলার চেষ্টা অবশ্যই ধর্ষণের চেষ্টা হিসাবে দেখা উচিত।'

যৌন অপরাধের মামলার বিচারে বিচারপতিদের 'আরও সংবেদনশীল ও সহমর্মী' হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, 'বিচারব্যবস্থায় সংবেদনশীলতা আনতে হবে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার নিরিখে, বিদেশি কোনও ভাবধারা বা ধারণার অনুকরণে নয়।'

ঘটনার সূত্রপাত ২০২৫ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্টের একটি রায়ে, যেখানে ১১ বছরের এক বালিকার ওপর যৌন হেনস্তাকে 'ধর্ষণের চেষ্টা'র পরিবর্তে লঘু অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল। হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ ছিল, অন্তর্বাসের ফিতে ছেঁড়া বা হেনস্তা কেবল 'প্রস্তুতি'র অংশ, যা শীর্ষ আদালত 'ভুল' বলে আখ্যা দিয়েছে। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ বলেছে, অপরাধীর উদ্দেশ্য স্পষ্ট ছিল এবং এটি সরাসরি ধর্ষণের চেষ্টা হিসাবেই গণ্য হবে।

এই প্রেক্ষাপটে বিচারপতিদের প্রশিক্ষণের জন্য ন্যাশনাল জুডিশিয়াল অ্যাকাডেমিকে (এনজেএ) একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। প্রাক্তন বিচারপতি অনিরুদ্ধ বোসের নেতৃত্বে এই কমিটি যৌন অপরাধ সংক্রান্ত মামলার বিচারের নির্দেশিকা তৈরি করবে। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, অতীতে

- এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং ত্রুটিপূর্ণ
- ধর্ষণের মামলায় বিচারকদের আরও সংবেদনশীল ও সহমর্মী হতে হবে
- বিচারে বিদেশি ভাবধারা বা পরিভাষা বর্জন করুন
- বিচারপতিদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করতে হবে ন্যাশনাল জুডিশিয়াল অ্যাকাডেমিকে
- ভারতীয় সামাজিক মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে নির্দেশিকা গঠন করতে হবে

করা পদক্ষেপগুলি আশানুরূপ ফল দেয়নি। তাই নতুন নির্দেশিকাগুলি হতে হবে সহজবোধ্য এবং বিদেশি জটিল পরিভাষা বর্জিত। এমনকি সুপ্রিম কোর্টের ২০২৩ সালের একটি হ্যান্ডবুককে 'হার্ভার্ড-মুখী' বলে মন্তব্য করেন প্রধান বিচারপতি। কমিটির লক্ষ্য হবে আগামী তিন মাসের মধ্যে এমন একটি কাঠামো তৈরি করা, যা ভারতের ভাষাগত বৈচিত্র্য ও সামাজিক মূল্যবোধকে সম্মান জানিয়ে বিচার প্রক্রিয়ায় মানবিকতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে।

এআই-এ বিপর্যয়ের শঙ্কা

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : যন্ত্র মানুষের মতো ভাবতে শুরু করলে ধরে নিতে হবে চেরনোবিলের মতো বড় বিপর্যয় খাঁড়ার মতো ঝুলছে মাথার ওপর! রাজধানীতে আয়োজিত 'এআই সম্মেলন'-এ কৃত্রিম মেধা (এআই)-র ভয়াবহ ঝুঁকি নিয়ে এমনই উদ্বেগজনক আশঙ্কার কথা জানালেন বিশিষ্ট এআই বিশেষজ্ঞ, বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্টুয়ার্ট রাসেল। তাঁর মতে, 'যদি যন্ত্র একবার নিজে থেকে 'চিন্তা' করতে শুরু করে, তবে তার পরিণতি কী হতে পারে, তা বর্তমান সমাজ কল্পনাতেও আনতে পারছে না।'

বুধবার এআই-এর ঝুঁকি নিয়ে রাসেল সতর্ক করে বলেন, কৃত্রিম মেধার অনিয়ন্ত্রিত বিকাশের ফলে ভবিষ্যতে ১৯৮৬ সালের চেরনোবিল পারমাণবিক বিপর্যয়ের মাপের কোনও বিরাট দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তিনি জানান, অনেক শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা ব্যক্তিগতভাবে এই ঝুঁকির কথা স্বীকার করেন শুধু তা-ই নয়, কাজ বন্ধ করতেও তাঁরা পিছপা নন। যদিও ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতার চাপে তা করে উঠতে পারছেন না।

রাসেলের বিশ্বাস, চেরনোবিলের মতো বড় কোনও আঘাত না এলে বিশ্বনেতারা এআই-এর নৈতিকতা ও নিরাপত্তা রক্ষায় হয়তো কঠোর পদক্ষেপ করার কথা ভাববেন না। তিনি বর্তমান সরকারগুলোকে দ্রুত এই ঝুঁকিগুলি শনাক্ত করে সেগুলির 'গ্রহণযোগ্য মাত্রা' নির্ধারণের আহ্বান জানান। নিরাপত্তা বিধি ও স্বচ্ছতা উপেক্ষা করার মাশুল যে অত্যন্ত চড়া হতে পারে, চেরনোবিলের ইতিহাসই তার বড় প্রমাণ।

১৯৮৬ সালে ইউক্রেনের চেরনোবিল পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের দুর্ঘটনায় তেজস্ক্রিয় বিকিরণের জেরে ব্যাপক প্রাণহানি ও পরিবেশগত বিপর্যয় ঘটেছিল। সোভিয়েত সমাজতন্ত্র পতনের অন্যতম বড় কারণ বলে মনে করা হয় চেরনোবিল দুর্ঘটনাকে।

'চিনা কুকুর'-এর দেশি তকমায় অস্বস্তিতে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'র প্রাসাদ গড়তে চিনা মালমশলা! দিল্লির প্রগতি ময়দানে আয়োজিত বিশ্বমানের 'ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট'-এ এক 'রোবট কুকুর' নিয়ে যে কেলেঙ্কারি সামনে এল, তাতে এখন গোটা বিশ্বের সামনে ভারতের মুখ পোড়ার জোগাড়। সৌজন্যে বেসরকারি গালগোটিয়াস ইউনিভার্সিটির একটি 'রোবটিক ডগ' এবং তা নিয়ে শুরু হওয়া তীব্র রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপানউতোর।

তড়িঘড়ি কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো ক্ষমা চেয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু বিশ্বমঞ্চে ঘটনাটি নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে ভুল বার্তা গিয়েছে। ওই ইউনিভার্সিটিকে আপাতত এআই সম্মেলন থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত গালগোটিয়াস ইউনিভার্সিটির স্টল থেকে। সেখানে 'ওরিয়ন' নামে একটি রোবট কুকুর প্রদর্শন করে দাবি করা হয়, এটি নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব উদ্ভাবন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা ক্যামেরার সামনে বুক ঠুকে দাবি করেন, রোবট কুকুরটি

> ভারতীয় মেধা ও ডেটাকে কাজে লাগানোর বদলে এই সামিটটি কেবল একটি অগোছাল পিআর প্রদর্শনীতে পরিণত হয়েছে।
> — রাহুল গান্ধি

> ভিড় বেশি হওয়ায় কিছুটা সমস্যা হয়েছে, আমরা ক্ষমা চাইছি।
> — অশ্বিনী বৈষ্ণো

> বিজেপির বদলে যদি এআই এই সামিট পরিচালনা করত, তাহলে অন্তত দেশের সম্মান ক্ষুণ্ণ হত না।
> — অখিলেশ যাদব

৩৫০ কোটি টাকার এআই প্রকল্পের অধীনে তাদের নিজস্ব 'সেন্টার অফ এক্সেলেন্স' থেকে তৈরি। কিন্তু নেটিজেনরা নিমেষেই প্রমাণ করে দেন যে, তথাকথিত এই 'স্বদেশি' রোবটটি আসলে চিনের 'ইউনিট্রি গো-২' মডেল, যা অনলাইনে মাত্র ২-৩ লক্ষ টাকায় কিনতে পাওয়া যায়। জালিয়াতির গন্ধ পেতেই নড়েচড়ে বসে কেন্দ্র। সরকারি নির্দেশে তড়িঘড়ি প্রদর্শনী থেকে গালগোটিয়াস ইউনিভার্সিটির স্টলটি খালি করে দেওয়া হয়।

অস্বস্তি চরমে পৌঁছোয় যখন দেখা যায়, খোদ কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো ওই 'চিনা কুকুর'-এর ভিডিও শেয়ার করেছেন। জালিয়াতি ধরা পড়তেই তিনি পোস্টটি মুছে দেন। মন্ত্রীর সাফাই, 'ভিড় বেশি হওয়ায় কিছুটা সমস্যা হয়েছে, আমরা ক্ষমা চাইছি।' কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, সরকারি নজরদারি এড়িয়ে ভারতের প্রথমসারির এআই সামিটে কীভাবে একটি চিনা পণ্যকে ভারতীয় উদ্ভাবন হিসেবে চালিয়ে দেওয়া হল?

এই ঘটনাকে অস্ত্র করে মোদি সরকারকে বিঁধতে ছাড়েননি লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তিনি এক্স-এ লিখেছেন, 'ভারতীয় মেধা ও ডেটাকে কাজে লাগানোর বদলে এই সামিটটি কেবল একটি অগোছাল পিআর প্রদর্শনীতে পরিণত হয়েছে। ভারতের ডেটা বিক্রি হচ্ছে আর প্রদর্শনীতে জায়গা পাচ্ছে চিনা পণ্য।' কংগ্রেসের অভিযোগ, অশ্বিনী বৈষ্ণো নিজে এই মিথ্যা প্রচারের অংশীদার হয়ে বিদেশের কাছে ভারতের মাথা হেঁট করেছেন। সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ বলেন, 'বিজেপির বদলে যদি এআই এই সামিট পরিচালনা করত, তাহলে অন্তত দেশের সম্মান ক্ষুণ্ণ হত না।'

তাঁর দাবি, সামিটে চুরির ঘটনা থেকে শুরু করে ট্রাফিক জ্যাম, সব মিলিয়ে এটি সাধারণ মানুষের জন্য এক দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উদ্ভাবনের নামে 'চিনা পণ্য'র এই 'বিজ্ঞাপন' ভারতের ডিজিটাল ইন্ডিয়া অভিযানে যে বড়সড়ো ধাক্কা দিয়েছে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। রোবট-কুকুর বিতর্কে বুধবার ক্ষমা চেয়েছে গালগোটিয়াস ইউনিভার্সিটি। তাতে অবশ্য বিতর্ক বন্ধ হয়নি।

চিনা রোবটকে নিজেদের 'উদ্ভাবন' বলে দাবি করা অধ্যাপক নেহা সিংকে 'অল্পশিক্ষিত' বলে দায় ঝেড়ে ফেলেছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তাঁদের তরফে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ক্যামেরার সামনে অতি-উৎসাহে তিনি (নেহা সিং) ভুল তথ্য দিয়েছেন, প্রতিষ্ঠানের কোনও অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না।'

সেমিফাইনালেই স্বপ্নভঙ্গ সামিদের

প্রথমবার ফাইনালে জম্মু-কাশ্মীর

বাংলা-৩২৮ ও ৯৯
জম্মু ও কাশ্মীর-৩০২ ও ১২৪/৪

(৬ উইকেটে জয়ী জম্মু ও কাশ্মীর)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ১৮ ফেব্রুয়ারি : আবারও প্রতীক্ষা।

ফের স্বপ্নভঙ্গ বাংলা ক্রিকেটের। তৃতীয় দিনের দুপুর পর্যন্ত ম্যাচের রাশ নিজেদের হাতে রেখেও ম্যাচ হাতছাড়া! একটা সেশনের খারাপ পারফরমেন্সের জেরে সেমিফাইনালেই আটকে গেল লক্ষ্মীরতন শুক্লার দলের দৌড়। প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকা, ঘরের মাঠে খেলার সুবিধা, মহম্মদ সামির দুরন্ত বোলিং—এত কিছু ফ্যাক্টর পক্ষে থাকার পরও শূন্য হাতে ফেরা।

চতুর্থ দিনে জম্মু ও কাশ্মীরকে হারাতে হলে অবিশ্বাস্য কিছুর দরকার ছিল। কিন্তু ফাইনালের স্বাদ পেয়ে যাওয়া ভূস্বর্গের ক্রিকেটাররা খালি হাতে ফিরতে রাজি ছিলেন না। বাংলার ম্যাচে ফেরার সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে চতুর্থ দিনে লাঞ্চের আগেই ৬ উইকেটে ম্যাচ পকেটে পুরে নেয়। গতকালের ৪৩/২ স্কোর থেকে খেলতে নেমে বাকি ৮৩ রান তুলে খুব বেশি ঘাম ঝরাতে হয়নি জম্মু ও কাশ্মীরের ব্যাটারদের।

৩৫তম ওভারের চতুর্থ বলে মুকেশ কুমারকে ছক্কা হাঁকিয়ে লক্ষ্যপূরণ বনসাজ শর্মার। যার সুবাদে নয়া ইতিহাস। কোয়ার্টার ফাইনালে মধ্যপ্রদেশকে হারিয়ে প্রথমবার শেষ আটে পা রেখেছিল জম্মু ও কাশ্মীর। বুধবার বাংলাকে হারিয়ে ট্রফির 'ফাইনাল' ধাপে। যেখানে জম্মুর সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ কর্ণাটক। বাংলার স্বপ্নভঙ্গের মঞ্চে নয়া ইতিহাসের খুশিতে উৎসবের মেজাজ ভূস্বর্গ ক্রিকেটের।

মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা, লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ শর্মা শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছেন পরস ডোগরা ব্রিগেডকে। ভূস্বর্গের ক্রীড়া ইতিহাস নতুন করে লেখার কথা তুলে ধরেছেন দুজনেই। শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি মিঠুন মানহাসও। অথচ, ম্যাচের প্রথম আট সেশন বাংলা যা খেলেছে, তাতে উলটো চিত্র দেখার কথা। আর এখানেই কৃতিত্ব আকিব নবি দার, আবদুল সামাদদের।

ব্যাটে-বলে অলরাউন্ড শোয়ে বাংলা-বধের মূল কারিগর আকিব নবি। ম্যাচে ৯ উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি প্রথম ইনিংসে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ৪৩ রান করে বাংলার লিডকে কমিয়ে দেন নবি। এদিন চতুর্থ দিনে শুরুটা আশা দেখিয়ে করলেও গতকাল বাংলার ৯৯ রানে গুটিয়ে দিয়ে নবিরা যে স্ক্রিপ্ট তৈরি করেছিলেন, তা আর বদলানো সম্ভব হয়নি।

গতকালের অপরাজিত ব্যাটার শুভম পুন্দিরের (২৭) উইকেট ছিটকে দিয়ে শুরুতে মিরাকলের সম্ভাবনা উসকে দিয়েছিলেন সামি। জম্মুর স্কোর তখন ৫০/৩। ম্যাচ জিততে আরও ৭৬ রান দরকার। বাংলার আর ৭ উইকেট। প্রতিপক্ষ অধিনায়ক পরসকে (৭) কিছুক্ষণ পর ফেরান আকাশ দীপ। মনে হচ্ছিল হয়তো ক্ষীণ হলেও লড়াইয়ে রয়েছে বাংলা। যদিও ভাবনাই সার। ক্রিজে এসে আগ্রাসী মেজাজে ব্যাট ঘোরাতে থাকেন আব্দুল সামাদ। প্রথম ইনিংসে ৮৫ বলে ৮২ করে বাংলার হিসেবনিকেশ গুলিয়ে দিয়েছিলেন। এদিন ২৭ বলে অপরাজিত ৩০।

সামাদের যে ইতিবাচক ইনিংসের পর মিরাকলের ক্ষীণ সম্ভাবনাও ধামাচাপা পড়ে যায়। বনসাজ (অপরাজিত ৪৩) ও সামাদ অবিচ্ছিন্ন পঞ্চম উইকেটে ৪৫ রান যোগ করেন দলকে ১২৬ রানের জয়লক্ষ্যে পৌঁছে দেন। আসলে গতকাল ব্যাটিং ভরাডুবিতেই কার্যত হার নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল বাংলার। আজ সেই কফিনে বাকি পেরেক পুঁতে দেন জম্মু ও কাশ্মীরের ক্রিকেটাররা। নিটফল, আবারও নকআউটে মুখ থুবড়ে পড়ার গল্প বাংলা ক্রিকেটের। আগামী কয়েকদিন কাটাছেঁড়া চলবে। তারপর সব ঠান্ডা ঘরে।

কাজে এল না মহম্মদ সামির লড়াই। চতুর্থ ইনিংসেও তিনি পেলেন ১ উইকেট।

প্রথমবার রনজি ট্রফির ফাইনালে উঠে উচ্ছ্বাস জম্মু ও কাশ্মীরের ক্রিকেটারদের। বুধবার কল্যাণীতে।

বাংলা পুড়ল কাশ্মীরি বারুদে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ১৮ ফেব্রুয়ারি : উলটোদিকে খোদ মহম্মদ সামি। বল হাতে আগুন ঝরাচ্ছেন ইংল্যান্ড ফেরত আকাশ দীপও। তারকাখচিত বাংলার সেঞ্চুরিয়ান সুদীপকুমার ঘরামি—সবাই নতজানু হলেন।

শুধু বোলার নন, কমপ্লিট প্যাকেজ আকিব শুধুই বল হাতে ভেলকি দেখাননি। সেমিফাইনালে দলকে খাদের কিনারা থেকে টেনে তোলার নজির তাঁর আছে। আসলে আকিব হার মানতে জানেন না। ৫৩ উইকেট নিয়ে এই মরশুমে তিনি এখন দেশের অন্যতম সেরা পেসার অলরাউন্ডার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ইতিমধ্যে আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসে ডাক পেয়েছেন আকিব। কিন্তু বারামুলায় বসে থাকা তাঁর ৮৩ বছরের ঠাকুমা তাতেও পুরোপুরি সন্তুষ্ট নন। নাতিকে পিঠ চাপড়ে দিলেও তাঁর কড়া নির্দেশ, 'আসল লক্ষ্য কিন্তু টিম ইন্ডিয়ার সাদা জার্সি। টেস্ট খেলতে হবে।' ক্রিকেটপাগল ঠাকুমা আর শিক্ষক বাবা-মায়ের উৎসাহে আকিবের চোখ এখন রনজি ট্রফি ছাড়িয়ে সুদূর টিম ইন্ডিয়ার ড্রেসিংরুমে।

বাংলার ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে এই হার হৃদয়বিদারক। আকিবদের প্রশংসা করে বাংলার হেডকোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাও মেনে নিলেন, প্রতিপক্ষ বোলাররা দারুণ জায়গায় বল রেখেছে। ভালো ক্রিকেট খেলে জিতেছে জম্মু ও কাশ্মীর। আক্ষেপ শুধু, গতকাল দেড় ঘণ্টা ব্যাটিং সব কিছু গুলিয়ে দিল।

বাংলার অঙ্ক গুলিয়ে দিয়ে নায়ক আকিব নবি। কল্যাণী সাক্ষী থাকল এক নতুন তারকার উদয়ের। সামিদের ঘরের মাঠে দাঁড়িয়েই সামির স্টাইলে বল করে ভারতীয় ক্রিকেটে নিজের আগমনি বার্তাটা বেশ জোরগলায় শুনিয়ে গেলেন আকিব নবি।

আকিবদের প্রশংসায় লক্ষ্মীরতন

বোলিং লাইনআপের সামনে কিন্তু সব আলো কেড়ে নিলেন অন্য একজন। তিনি বারামুলা থেকে উঠে আসা কাশ্মীরি পেসার— আকিব নবি দার। কল্যাণীর বাইশ গজে তখন শুধুই বারুদের গন্ধ, আর সেই আগুনে পুড়ে ছাই বাংলার রনজি ট্রফি জয়ের স্বপ্ন। জম্মু ও কাশ্মীর পৌঁছে গেল ঐতিহাসিক রনজি ফাইনালে।

সামির সামনেই নতুন সামি? বাংলার ব্যাটারদের কাছে আকিব যেন এক দুর্বোধ্য ধাঁধা। বোলিং কোচ পি কৃষ্ণ কুমার আকিবকে প্রথম দেখেই বলেছিলেন, 'ছেলেটার কবজির পজিশন অবিকল মহম্মদ সামির মতো।' কী অদ্ভুত সমাপতন! সেই সামির চোখের সামনেই তাঁর 'কপিবুক' অ্যাকশন দেখিয়ে বাংলাকে ধরাশায়ী করলেন আকিব। দুই ইনিংস মিলিয়ে ঝুলিতে ৯ উইকেট! শুধু কি তাই? বল ছাড়ার সময় তাঁর মধ্যে দেখা যায় প্রোটিয়া কিংবদন্তি ডেল স্টেইনের আগ্রাসন। ইন সুইং আর আউট সুইংয়ের এই মারাত্মক ককটেল সামলাতে না পেরে অভিমন্যু ঈশ্বরন থেকে যখন জম্মু-কাশ্মীর দল চাপে, তখন নয় নম্বরে নেমে ৫৪ বলে মহামূল্যবান ৪২ রান যোগ করেন তিনি। অতীতেও হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে কঠিন সময়ে সেঞ্চুরি করে

> **প্রতিপক্ষ বোলাররা দারুণ জায়গায় বল রেখেছে। ভালো ক্রিকেট খেলে জিতেছে জম্মু ও কাশ্মীর। আক্ষেপ শুধু, গতকাল দেড় ঘণ্টা ব্যাটিং সব কিছু গুলিয়ে দিল।**
>
> -লক্ষ্মীরতন শুক্লা

বিগ ব্যাশ হতে পারে ভারতে

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

আহমেদাবাদ, ১৮ ফেব্রুয়ারি : মিচেল মার্শরা যখন তল্পিতল্পা গুটিয়ে বাড়ির বিমানে ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, ঠিক তখনই ভারতের মাটিতে পা রাখলেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার দুই শীর্ষকর্তা। উদ্দেশ্য- টি২০ বিশ্বকাপ নয়, খাঁটি ব্যবসা! আহমেদাবাদের প্রেস বক্সে বসে খবরটা শুনে চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। মাঠে ডাহা ফেল করা অস্ট্রেলিয়া এবার মাঠের বাইরে ছক্কা হাঁকানোর ছক কষছে।

খবরটা চমকে দেওয়ার মতোই। সব ঠিক থাকলে আগামী মরশুমে অস্ট্রেলিয়ার জনপ্রিয় টি২০ লিগ 'বিগ ব্যাশ'-এর উদ্বোধনী ম্যাচ হতে পারে ভারতের মাটিতে! আর ভেনু হিসেবে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া পাখির চোখ করছে চেন্নাইকে। বিশ্বকাপ থেকে অজিদের লজ্জাজনক বিদায়ের আবহেই এই খবর যেন এক অদ্ভুত বৈপরীত্য।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার হেড অফ বিজনেস অপারেশনস ফিল রিগবি এবং কম্পিটিশন ডেভেলপমেন্ট প্রধান মার্গট হার্লে ইতিমধ্যেই ভারত সফর করে গিয়েছেন। তাঁদের এই ঝটিকা সফরের লক্ষ্য একটাই- বিগ ব্যাশের অন্তত একটি ম্যাচ ভারতে আয়োজন করা সম্ভব কি না, তা খতিয়ে দেখা।

কিন্তু হঠাৎ ভারতের প্রতি এই 'প্রেম' কেন? উত্তরটা লুকিয়ে আছে অর্থনীতিতে। আইপিএল-এর রমরমা দেখে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার। খবর মিলছে, আটটি বিগ ব্যাশ ফ্র্যাঞ্চাইজির মধ্যে অন্তত দুইটি বিক্রি করার পরিকল্পনা করছে। আর সেই বিক্রির বাজারে ভারতীয় লগ্নিকারীদের টানতেই এই 'ইন্ডিয়া কানেকশন' তৈরির মরিয়া চেষ্টা। ইতিমধ্যেই বিগ ব্যাশের ক্লাবগুলো বোর্ডের এই ইচ্ছার কথা জেনে গিয়েছে, যদিও সরকারিভাবে এখনও কিছু জানানো হয়নি।

তবে বিগ ব্যাশকে ভারতে আনাটা মুখের কথা নয়। এর চাবিকাঠি রয়েছে বিসিসিআই-এর হাতে। জয় শা-দের সবুজ সংকেত ছাড়া এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়া অসম্ভব। তার ওপর রয়েছে সম্প্রচারকারী চ্যানেলগুলোর অনুমতির প্রশ্ন। ২০১১ সালে শুরু হওয়া বিগ ব্যাশ বিশ্বের অন্যতম সেরা লিগ। পারথ স্কর্চার্সের মতো দল ছয়বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। আইপিএল-এর মতো এখানেও সিডনি বা মেলবোর্নের ডার্বি ম্যাচ হয়। কিন্তু আইপিএল-এর জৌলুস আর অর্থের কাছে বিগ ব্যাশ এখনও শিশু। তাই ভারতের বাজার ধরে সেই ফাঁকটা মেটাতে চাইছে অজিরা।

ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস!

একদিকে যখন বিগ ব্যাশকে ভারতে আনার তোড়জোড় চলছে, অন্যদিকে তখন অজি জাতীয় দলের দৈন্যদশা। জিম্বাবোয়ে আর শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে সুপার এইটের আগেই ছিটকে গিয়েছে প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। ক্যান্ডিতে আয়ারল্যান্ড-জিম্বাবোয়ে ম্যাচ বৃষ্টিতে ধুয়ে যেতেই অজিদের কফিনে শেষ পেরেকটা পোঁতা হয়ে গিয়েছে। মাত্র দুই পয়েন্ট নিয়ে বিশ্বকাপ থেকে বিদায়- অজি ক্রিকেটের এই করুণ ছবিটা হজম করতে সময় লাগবে।

আহমেদাবাদের ক্রিকেট মহলে এখন একটাই গুঞ্জন- মাঠের লড়াইয়ে অজিরা হেরেছে ঠিকই, কিন্তু ব্যবসার লড়াইয়ে তারা ভারতীয় বাজার ধরতে মরিয়া। মার্শরা খালি হাতে ফিরছেন, কিন্তু ডেভিড ওয়ার্নার-স্টিভেন স্মিথরা কি বিগ ব্যাশ খেলতে শীঘ্রই চেন্নাইয়ের বিমানে উঠবেন? উত্তরটা আপাতত বিসিসিআই-এর কোর্টে।

কর্ণাটকের কাছে বিপর্যস্ত উত্তরাখণ্ড

লখনউ, ১৮ ফেব্রুয়ারি : রেকর্ড রানের ব্যবধানে জয় হোক বা ড্র, রনজি ট্রফি ফাইনালের টিকিট কর্ণাটকের হাতে ওঠা স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে চতুর্থ দিনের শেষে ৮০২ রানে এগিয়ে লোকেশ রাহুলরা।

জোড়া শতরান স্মরণের

প্রথম ইনিংসে কর্ণাটক তোলে ৭৩৬ রান। সেখানে উত্তরাখণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয় মাত্র ২৩৩ রানে। লক্ষ্য রাইচন্দনি সর্বোচ্চ ৫৫ রান করেন। কর্ণাটকের বিদ্যাধর পাতিল ও বিজয়কুমার বৈশ্যক ৩টি করে উইকেট নেন। ৫০৩ রানের লিড থাকলেও উত্তরাখণ্ডকে ফলো অন না করিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে আবার ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় কর্ণাটক। ব্যাট হাতে ফের ঝলসে উঠলেন রবিচন্দ্রন স্মরণ। ১২৭ রান করেন তিনি। ক্রুথিক কৃষ্ণা ৫২ রান করেন। দিনশেষে কর্ণাটকের স্কোর ৬ উইকেটে ২৯৯। ৭০ রানে অপরাজিত রয়েছেন রাহুল।

টি২০ বিশ্বকাপের সুপার এইটের সূচি

গ্রুপ এক্স	গ্রুপ ওয়াই
ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবোয়ে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ	শ্রীলঙ্কা, ইংল্যান্ড, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড

তারিখ	ম্যাচ	সময়	স্থান
২১ ফেব্রুয়ারি	নিউজিল্যান্ড বনাম পাকিস্তান	সন্ধ্যা ৭টা	কলম্বো
২২ ফেব্রুয়ারি	শ্রীলঙ্কা বনাম ইংল্যান্ড	বিকাল ৩টা	ক্যান্ডি
২২ ফেব্রুয়ারি	ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা	সন্ধ্যা ৭টা	আহমেদাবাদ
২৩ ফেব্রুয়ারি	জিম্বাবোয়ে বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ	সন্ধ্যা ৭টা	মুম্বই
২৪ ফেব্রুয়ারি	ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তান	সন্ধ্যা ৭টা	ক্যান্ডি
২৫ ফেব্রুয়ারি	শ্রীলঙ্কা বনাম নিউজিল্যান্ড	সন্ধ্যা ৭টা	কলম্বো
২৬ ফেব্রুয়ারি	ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা	বিকাল ৩টা	আহমেদাবাদ
২৬ ফেব্রুয়ারি	ভারত বনাম জিম্বাবোয়ে	সন্ধ্যা ৭টা	চেন্নাই
২৭ ফেব্রুয়ারি	ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড	সন্ধ্যা ৭টা	কলম্বো
২৮ ফেব্রুয়ারি	শ্রীলঙ্কা বনাম পাকিস্তান	সন্ধ্যা ৭টা	ক্যান্ডি
১ মার্চ	জিম্বাবোয়ে বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা	বিকাল ৩টা	নয়াদিল্লি
১ মার্চ	ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ	সন্ধ্যা ৭টা	কলকাতা

স্যামি-স্পর্শে ইতিহাসের হাতছানি ক্যারিবিয়ানদের

কলকাতার স্মৃতি নিয়ে ফিরছেন ইতালীয়রা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : কলকাতায় ইতালীয় খাবার সবথেকে ভালো মানে যাকে ইংরেজিতে বলে 'অথেনটিক ফুড' তেমনটা কোথায় পাওয়া যায়?

> **এখনও তো অনেকটা সময় আছে পরের বিশ্বকাপের। তবে একটা গ্রুপ হিসাবে আমরা দেখাতে পেরেছি, ইতালি কতটা কী করতে পারে। আমাদের কাছে পরের দুটো বছর খুব গুরুত্বপূর্ণ।**
>
> -ওয়েন ম্যাডসেন
> ইতালির অধিনায়ক

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচের আগে অনুশীলনে ইতালির ক্রিকেটাররা। ছবি : ডি মণ্ডল

জানতে হলে অবশ্যই যোগাযোগ করুন ওয়েন ম্যাডসেনের সঙ্গে।

টি২০ বিশ্বকাপের বেশিরভাগ সময়টাই কলকাতায় কাটিয়ে ইতালীয়রা এখন পার্ক স্ট্রিটের রেস্তোরাঁর খাবারের স্বাদ থেকে নিউ মার্কেটে কোথায় কী পাওয়া যায়, দিব্যি বলে দিচ্ছেন। এখানকার পাস্তা কী পিজ্জার সঙ্গে যে ওদেশের স্বাদের খুব একটা তফাৎ নেই, তেমনটাও জানা গেল ম্যাডসেনের কাছ থেকে, 'একদম আমাদের ওখানকার মতো স্বাদ।' মাদার হাউসে না গেলেও তাঁদের একটা বড় অংশ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখে এসেছেন। তবে আর আদৌ তাঁদের কোনওদিন ইডেন গার্ডেন্সে দেখা যাবে কিনা তা নিয়ে নিজেরাই খানিকটা সন্দিহান বলে মনে হল। এখানে খেলে যাওয়ার অভিজ্ঞতা পরবর্তী সময়ে তাঁদের বড় ফরম্যাটে অর্থাৎ অন্তত একদিনের ক্রিকেটে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে কিনা প্রশ্ন করলে কোচ জন ডেভিসন খানিকটা দ্বিধা নিয়েই বললেন, 'আসলে এটা ঠিক কোচিং স্টাফদের বিষয় নয়, ক্রিকেটারদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। তবে আমরা আরও ক্রিকেট খেলতেই চাই। সঠিক ভিত তৈরি করতে টাকাপয়সা লাগে। সারা বিশ্বে যদি আর্থিক সহায়তা ছড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে পরিকাঠামো তৈরির কাজে লাগে সেটা। তাছাড়া ইতালিতে ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে টুর্নামেন্টের আয়োজন করতে হবে। আপাতত একটাই ম্যাচ আছে। এরপর ভাবা যাবে বিশ্বকাপের পর আমরা কোনদিকে এগোব।' পরবর্তী টি২০ বিশ্বকাপে তাঁদের দেখা যাবে কিনা জানতে চাইলে ৪২ বছরের ম্যাডসেন বলেছেন, 'এখনও তো অনেকটা সময় আছে পরের বিশ্বকাপের। তবে একটা গ্রুপ হিসেবে আমরা দেখাতে পেরেছি, ইতালি কতটা কী করতে পারে। আমাদের কাছে পরের দুটো বছর খুব গুরুত্বপূর্ণ। কীভাবে আমাদের দেশের ক্রিকেট এগিয়ে যায় তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। আশা করব পরের বিশ্বকাপে ইতালিকে আবার দেখা যাবে।' হয়তো তিনি নিজে আর ক্রিকেটে থাকবেন না। তবু টানা ২০ বছর হকি খেলার পর তাঁর নিজের কাছে ক্রিকেটার হিসাবে বিশ্বকাপ খেলাও অন্যতম স্বপ্নপূরণ বলে মনে করছেন ইতালি অধিনায়ক।

ইতালির কাছে যখন ভবিষ্যৎ এখনও ধোঁয়াশায় ঢাকা তখন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন দেখছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। যদিও ব্যাটিং কোচ ফ্লয়েড রেইফার ম্যাচ ধরে ধরে এগোনোর কথা বলছেন। তবু যখন ইডেন গার্ডেন্সের প্রসঙ্গ ওঠে তখন তিনিও স্মৃতিমেদুর, 'এই মাঠে আমাদের অনেক অনেক মধুর ইতিহাস আছে। এবারও তাই মনে হয় ভালো কিছু হতে পারে। আমরা সুপার এইটের ম্যাচগুলোর দিকে তাকিয়ে আছি। অবশ্যই একটা করে ম্যাচের কথাই ভাবছি। তবু ওই যে বললাম, এই মাঠে আমাদের অনেক ভালো ইতিহাস আছে। যে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করা অভ্যাসে পরিণত করতে হবে।' আর সেই অভ্যাসে শান দিতে দায়িত্ব নিয়েছেন গতবারের সফল অধিনায়ক ও এবারের হেডকোচ ড্যারেন স্যামি। তিনিই পেরেছেন অন্দরের যাবতীয় কোন্দল থামিয়ে দলটাকে এক জোট করতে। যা সরাসরি না হলেও খানিকটা যেন মেনে নিয়েই সাজঘরের পথ ধরলেন ফ্লয়েড।

টি২০ বিশ্বকাপে আজ

ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ইতালি
সকাল ১১টা, কলকাতা

শ্রীলঙ্কা বনাম জিম্বাবোয়ে
বিকাল ৩টা, কলম্বো

আফগানিস্তান বনাম কানাডা
সন্ধ্যা ৭টা, চেন্নাই

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

শেষ ম্যাচ জিতে সুপার এইটে পাকিস্তান

কলম্বো, ১৮ ফেব্রুয়ারি : গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে নামিবিয়ার বিরুদ্ধে ১০২ রানের সহজ জয়ে টি২০ বিশ্বকাপের সুপার এইটে জায়গা করে নিল পাকিস্তান।

সুপার এইট নিশ্চিত করতে বুধবার জিততেই হত পাক ব্রিগেডকে। নামিবিয়ার বিরুদ্ধে তাদের জিততেও বিশেষ সমস্যা হল না। শুরুতে ব্যাট করে ৩ উইকেটে ১৯৯ রান করে পাকিস্তান। সৌজন্যে সাহিবজাদা ফারহানের অপরাজিত শতরান। এছাড়াও পাক অধিনায়ক সলমান আলি আঘা ২৩ বলে ৩৮ রান করেন। ৩৬ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন শাদাব খান। বিধ্বংসী মেজাজে খেলে ৫৮ বলে ১০০ রান করেন ফারহান। ১১টি চার ও ৪ ছক্কায় সাজানো তাঁর ইনিংস।

২০০ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে নামা নামিবিয়ার ব্যাটিং বিপর্যয় শুরু ইনিংসের চতুর্থ ওভার থেকে। এরপর নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে তারা। শেষ পর্যন্ত ১৭.৩ ওভারে ৯৭ রানে অল আউট হয় নামিবিয়া। পাকিস্তানের সফলতম বোলার উসমান তারিক ১৬ রানের বিনিময়ে ৪ উইকেট তুলে নেন। এই জয়ের সুবাদে ৪ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ 'এ'-র দ্বিতীয় দল হিসাবে সুপার এইটে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল পাকিস্তান।

শেষ আটের প্রস্তুতিতে নজর হোপদের

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : মেজাজটাই আসল রাজা।

ড্যারেন স্যামির ক্ষেত্রে কথাটা ভীষণভাবে প্রযোজ্য। চলনে-বলনে তারই ছাপ। দুপুরের ইডেন গার্ডেন্সে দলের অনুশীলন। দলের প্র্যাকটিসে একঝাঁক স্থানীয় নেট বোলার। মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক নেটবোলারকে নিজেই স্বাগত জানালেন। হাত মেলালেন, পিঠ চাপড়ে দিলেন। টি২০ বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক, ওয়েস্ট ইন্ডিজের হেডকোচের তকমা সরিয়ে অনায়াসে মিশে যাওয়া।

ফুরফুরে মেজাজে থাকার একটা কারণ অবশ্য চলতি বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুরন্ত ফর্ম, তিন ম্যাচ জিতে শেষ আট নিশ্চিত করা। তিন ম্যাচের মধ্যে রয়েছে ইংল্যান্ড বধও। বৃহস্পতিবার গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে প্রতিপক্ষ ইতালি। জয়ের ধারা অব্যাহত রাখার সঙ্গে ইতালি ম্যাচকে সুপার এইটের ড্রেস রিহার্সাল হিসেবে দেখছে ক্যারিবিয়ান শিবির।

রবিবার মুম্বইয়ে নেপালকে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক সেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ইতালির বিরুদ্ধে যে জয়ের অভ্যাস বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর স্যামির দল। মোদ্দা কথা ছন্দটা কোনওভাবে হাতছাড়া করতে নারাজ। তবে চোখ যে শেষ আটে, তা পরিষ্কার এদিনের অনুশীলনে। বোলারদের তরতাজা রাখতে বেশিরভাগকে প্র্যাকটিস থেকে এদিন ছাড় দেওয়া হয়েছে। পরিবর্তে স্থানীয় বোলাররাই সহায় শাই হোপদের।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইডেনে তাদের অভিযান শুরু করে স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে। প্রাক ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে হেডকোচ স্যামি ২০১৬-র বিশ্বকাপ ফাইনালে ইডেনে ইংল্যান্ডকে হারানোর স্মৃতিরোমন্থন করে বলেছিলেন, এক দশক পুরোনো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিই পাখির চোখ। অধিনায়ক হোপের পাশাপাশি অভিজ্ঞ জেসন হোল্ডার, শেরফানে রাদারফোর্ড, রোস্টন চেজ, শিমরন হেটমেয়ারদের ফর্ম যে স্বপ্নটাকে উসকে দিচ্ছে।

ব্যাটিং কোচ ফ্লয়েড রিফার অবশ্য ম্যাচ ধরে এগোনোর কথা শোনালেন। এদিন ইডেনে বসে বলেন, 'সুপার এইট, ভারত ম্যাচ (১ মার্চ ইডেনে) নিয়ে এখনই বেশি কিছু ভাবতে চাই না। এক-একটা ম্যাচ ধরে এগোতে চাইছি আমরা। পরিস্থিতি, পরিবেশ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেব।' ইতালির সামনে সেখানে দেশে ফেরার আগে আবারও ছাপ রেখে যাওয়ার মঞ্চ।

সোমবার ইডেনে ইংল্যান্ডের কাছে হারলেও আজুরিদের লড়াই নজর কেড়েছে। মনও জিতেছে ইডেন-দর্শকদের। আগামীকাল প্রথম বিশ্বকাপ সাফারিকে আরও রঙিন করে রাখতে বদ্ধপরিকর ওয়েন ম্যাডসেনের দল। কাঁধের চোটে খেলার সম্ভাবনা নেই অধিনায়ক ম্যাডসেনের। হতাশার ক্ষতে প্রলেপ সতীর্থদের দুরন্ত ক্রিকেটে। স্টপগ্যাপ অধিনায়ক হ্যারি মানেন্তি, জাস্টিন মোস্কা, গ্র্যান্ট স্টুয়ার্টরা উসকে দিয়েছেন ফুটবলপাগল দেশের ক্রিকেটীয় সম্ভাবনাকে।

সকালে ইতালির প্র্যাকটিসে সেই উন্মাদনার ছাপ। হেডকোচ জন ডেভিসনের মুখে শেখার কথা। এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, 'দেড়শো কিলোমিটার গতির বলের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ সেভাবে পাই না আমরা। বিশ্বকাপে এসে সেই চ্যালেঞ্জে মানিয়ে নিতে হচ্ছে। সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ছেলেরা যা খেলেছে আমি গর্বিত।'

হারানোর কিছু নেই ইতালির। লক্ষ্মীবারের ইডেনে পাওয়ার জন্য রয়েছে অনেক কিছু। দেশে ফেরার আগে যে সুযোগ হাতছাড়া রাজি নন আজুরিরা। প্রতিপক্ষের যে চাপমুক্ত ক্রিকেট স্যামিদের ফুরফুরে মেজাজ আগামীকাল বিগড়ে দেয় কিনা, সেটাই দেখার।

অঘটনের স্বপ্নে বুঁদ ইতালি

শুভেচ্ছা

বিবাহবার্ষিকী

☺ **শ্রী মিহির চন্দ্র সরকার (বাবু/দাদাই) ও শ্রীমতী অর্চনা সরকার (মা/মানাই) :** তোমাদের সোনালি বিবাহবার্ষিকীর অভিনন্দন। অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও প্রাণভরা ভালোবাসা সহ তোমাদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। - **কৌশিক, অনুতা, অহনা, আহেলী,** রায়কতপাড়া, জলপাইগুড়ি।

মোতেরায় স্তব্ধতা কাটিয়ে শিবম-ঝড়

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত-১৯৩/৬
নেদারল্যান্ডস-১৭৬/৭

আহমেদাবাদ, ১৮ ফেব্রুয়ারি : নিয়মিতভাবে আমাদের দলের কেউ না কেউ পারফর্ম করে দেয়। এটাই দলের বৈশিষ্ট্য।

টসে জিতে ব্যাটিং নিয়ে প্রথম একাদশে জোড়া বদলের ঘোষণা করে চওড়া হাসি নিয়ে ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব বলেছিলেন কথাটা। তখন আর কে জানত, টি২০ বিশ্বকাপের সুপার এইটের আগে টিম ইন্ডিয়ার 'বাসর ঘরে' সামান্য 'ছিদ্র' রয়ে গিয়েছে। যেখান থেকে কালনাগিনী ঢুকে পড়তেই পারে যে কোনও সময়।

আজ অবশ্য তেমন কিছু ঘটেনি। যদিও ভারতীয় দলের টপ অর্ডার ব্যাটিং নিয়ে শুরু হয়েছে কাটাছেঁড়া। একই ভুল বারবার হলে সেটা অসুখে পরিণত হয়। সৌজন্যে টিম ইন্ডিয়ার টপ অর্ডার। প্রথম ওভারেই আউট অভিষেক শর্মা (০)। কিছু পরে ঈশান কিষান (১৮)। তিন নম্বরে তিলক ভার্মা (৩১), চার নম্বরে অধিনায়ক সূর্য (৩৪) কেউই আজ দলকে ব্যাট হাতে ভরসা দিতে পারেননি। শুরুর পাওয়ার প্লে-তে ৫১/২, ১৩.৩ ওভারে ১১০/৪ মোটেও ভালো বিজ্ঞাপন নয়। আলোচনা চলছিল, নেদারল্যান্ডসের মতো 'পচা শামুকে' পা কাটবে না তো টিম ইন্ডিয়ার? টপ অর্ডার ব্যাটিংয়ের পাশে দলের ফিল্ডিং নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে। পাকিস্তান ম্যাচের পর আজও মোট তিনটি ক্যাচ ছেড়েছেন তিলক-স্কাই-অভিষেকরা।

শুরুর চাপের ছবিটা বদলে দিয়েছিলেন শিবম দুবে (৩১ বলে ৬৬) ও হার্দিক পান্ডিয়া (২১ বলে ৩০)। পঞ্চম উইকেটে ৩৫ বলে ৭৬ রানের পার্টনারশিপ গড়ে টিম ইন্ডিয়ার রানটা পৌঁছে দিলেন ১৯৩/৬-এর নিরাপদ স্কোরে। এমন একটা স্কোর, যেখান থেকে জয়ের কথা ভাবা যেতেই পারে। এমন একটা রান, যেখান থেকে সুপার এইটের আগে দলের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়তেই পারে। জবাবে ভারতের রান তাড়া করতে নেমে নিজেদের সেরাটা দিয়ে চেষ্টা করেছিল নেদারল্যান্ডস। কিন্তু বরুণ চক্রবর্তী (১৪/৩), জসপ্রীত বুমরাহদের (১৭/১) স্কিল সামলানোর মতো দক্ষতা ছিল না স্কট এডওয়ার্ডসদের। শেষ পর্যন্ত ১৭৬/৭ স্কোরে নেদারল্যান্ডসকে রুখে দিয়ে ১৭ রানে ম্যাচ জিতল ভারত।

শিবম আজ ঢেকে দিলেন ভারতীয় দলের টপ অর্ডার ব্যাটিংয়ের অনেক অপ্রিয় প্রশ্ন। এমন ঘটনা কিন্তু চলতি বিশ্বকাপে প্রথম হল, এমন নয়।

শেষবেলায় ঝড় তুলে ভারতকে নিরাপদ স্কোরে পৌঁছে দেন হার্দিক।

মুম্বইয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই ৭৭/৬ হয়ে গিয়েছিল ভারত। দলের টপ অর্ডারের ব্যর্থতা ঢেকে দিয়েছিলেন অধিনায়ক স্কাই। কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচেও এমনই দশা হয়েছিল ভারতীয় টপ অর্ডার ব্যাটিংয়ের। সেদিন সতীর্থদের ব্যর্থতা ঢেকেছিলেন ঈশান। আজ দায়িত্ব নিলেন শিবম। অধিনায়ক সূর্যের কথা মিলে গেল। কিন্তু এমন ভুল রোজ কেন হবে? ক্রিকেটের মতো দলগত খেলায় রোজ কেন কাউকে আলাদাভাবে দায়িত্ব নিতে হবে?

ফুটবলের দেশ বনাম ক্রিকেটের সুপার পাওয়ার। চুম্বকে ভারত বনাম নেদারল্যান্ডস ম্যাচের ক্যাচলাইন ছিল এটাই। এমন মঞ্চে প্রথম ওভারেই অযথা আড়া খেলতে গিয়ে শূন্যের হ্যাটট্রিক করে অভিষেক প্যাভিলিয়নে। নেদারল্যান্ডসের অফস্পিনার আরিয়ান দত্ত (১৯/২) নিজেও বোধহয় ভাবেননি এভাবে অভিষেকের উইকেট পেয়ে যাবেন। কিছু পরে ঈশানও আরিয়ানের ঘূর্ণিকে গ্যালারিতে ফেলতে গিয়ে ব্যাট, প্যাডে বল লাগিয়ে নিজের স্টাম্প ভেঙে ফেললেন। প্রায় ৭০ হাজারের মোদি স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে তখন পিন ড্রপ সাইলেন্স। তিলক-সূর্যরা রানের গতি বাড়াতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের কালো মাটির মন্থর বাইশ গজে স্লোয়ার-কাটারে তখন নেদারল্যান্ডসের দাপট। রানের রাস্তা বার করতে পারছিলেন না স্কাইরা।

নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের বাইশ গজে কোনও জুজু ছিল না। যদিও লোগান ভ্যান বিক, কাইল ক্লিনরা তাঁদের সেরাটা দিয়ে বিশ্বকাপের মঞ্চে নিজেদের তুলে ধরতে মরিয়া ছিলেন। সাধারণত এমন অবস্থায় চাপ কাটিয়ে রানের গতি বাড়ানোর জন্য প্রয়োজন হয় পালটা আক্রমণের। পরিস্থিতি বুঝে সেই কাজটাই প্রথমে শুরু করলেন শিবম। লম্বা চেহারার পাশে ব্যাট সুইংকে কাজে লাগিয়ে পালটা আক্রমণে গেলেন তিনি। চার-ছক্কার বৃষ্টি শুরু হতেই ব্যাকফুটে চলে গেল অনভিজ্ঞ নেদারল্যান্ডস। দুবের আগ্রাসনের মাঝে শুরুতে স্বস্তিতে ছিলেন না হার্দিক। আসলে বল পড়ে কিছুটা থমকে আসছিল ব্যাটে। একসময় গুজরাট টাইটান্সের অধিনায়ক হিসেবে বহু অবিশ্বাস্য ইনিংস খেলা হার্দিক কিছুটা সময় নিয়ে এমন সব শট খেলতে শুরু করলেন, যা দেখে বিস্ময়ের সাগরে তলিয়ে গেল নেদারল্যান্ডস। ক্রিকেটের আসরে হার্দিকের লন টেনিস মার্কা শট শিবমকেও বাড়তি আগ্রাসনের পথে এগিয়ে দিল। শিবম-হার্দিক শো শুরু হতেই ম্যাচ থেকে হারিয়ে যাওয়ার পর্বটা শুরু নেদারল্যান্ডসের।

জবাবে রান তাড়া করতে নেমে ডাচরা হয়তো জিততে পারেননি। বড় মঞ্চের অভিজ্ঞতা থাকলে হয়তো অঘটন ঘটাতেও পারতেন। ক্রিকেট দুনিয়ার সুপার পাওয়ার ভারতকে সুপার এইট পর্বের আগে সতর্কও করে দিয়েছেন ডাচরা। স্কাইয়ের ভারত সেই সতর্কবার্তা বুঝতে পেরেছেন কিনা, সেটাই দেখার।

নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ২৫ বলে বিধ্বংসী অর্ধশতরান করলেন শিবম দুবে। বুধবার।

দত্তের ফাঁদে লজ্জার হ্যাটট্রিক অভিষেকের

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

আহমেদাবাদ, ১৮ ফেব্রুয়ারি : আশঙ্কাটাই শেষমেশ সত্যি হল। মোতেরার বাইশ গজে নেদারল্যান্ডস অধিনায়কের ছক আর আমাদের গতকালের ম্যাচ প্রিভিউয়ের সতর্কবার্তা- দুটোই মিলে গেল হুবহু। বাঁহাতি টপ অর্ডারকে আটকাতে ডাচরা যে শুরুতেই অফ স্পিনার আরিয়ান দত্তকে ব্যবহার করবে, সেই 'ওপেন সিক্রেট' জেনেও ফাঁদে পা দিলেন অভিষেক শর্মা। ফলাফল? টি২০ বিশ্বকাপের মঞ্চে 'শূন্যের হ্যাটট্রিক'!

যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গোল্ডেন ডাক, তারপর অসুস্থতা, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৪ বল খেলে শূন্য, আর আজ নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধেও সেই একই চিত্রনাট্য। ম্যাচের তৃতীয় বলেই দত্তের অফ স্পিনের বিরুদ্ধে আড়াআড়ি শট খেলতে গিয়ে বোল্ড। গতকালই 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর পাতায় আমরা লিখেছিলাম, ডাচদের এই অফ স্পিন জাঁতাকলে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে অভিষেকের। আজ মাঠে ঠিক সেটাই ঘটল। চোখের সামনে বিপদ দেখেও যেন এড়িয়ে যেতে পারলেন না আইপিএল-এর এই সেনসেশন।

নেটে ঈশান কিষানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছক্কা হাঁকাচ্ছিলেন, অথচ ম্যাচে নামলেই আত্মবিশ্বাসের বেলুন চুপসে যাচ্ছে। সহকারী কোচ সীতাংশু কোটাক যতই বলুন- 'আমরা ওকে নিয়ে বাড়তি কাটাছেঁড়া করতে চাই না', কিন্তু বাস্তব ছবিটা বড্ড করুণ। মন্থরগতির অফস্পিনার দেখলেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলছেন অভিষেক।

আরিয়ান দত্তর বলে বোল্ড হয়ে ফিরলেন অভিষেক শর্মা।

টি২০ বিশ্বকাপে 'শূন্যের হ্যাটট্রিক'

- আশিস নেহেরা, ভারত (২০১০ ও ২০১৬ বিশ্বকাপ)
- আন্দ্রে ফ্লেচার, ওয়েস্ট ইন্ডিজ (২০১০ ও ২০১৬ বিশ্বকাপ)
- রজার মুসাকা, উগান্ডা (২০২৪ বিশ্বকাপ)
- অভিষেক শর্মা, ভারত (২০২৬ বিশ্বকাপ)

সুপার এইটের আগে যা সূর্যকুমার যাদব আর গৌতম গম্ভীরের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলবে।

পরিসংখ্যান বলছে, টি২০ বিশ্বকাপের ইতিহাসে ভারতীয়দের মধ্যে এমন লজ্জার নজির আর মাত্র একজনেরই আছে- আশিস নেহেরা (২০১০ ও ২০১৬)। এবার বোলার নেহেরার সেই 'অবাঞ্ছিত' রেকর্ডে ভাগ বসালেন ব্যাটার অভিষেক। বিশ্বমঞ্চে শূন্যের হ্যাটট্রিক করা ক্লাবে তিনি চতুর্থ সদস্য।

সবরমতীর তীরে ভারত ম্যাচটা জিতলেও অভিষেকের এই ধারাবাহিক ব্যর্থতা আর 'প্রেডিক্টেবল' আউটের ধরন দলের স্বস্তির আবহে একটা বড়সড়ো কাঁটা হয়েই বিঁধছে।

চাপ নিয়ে সুলঞ্জনার বার্তা অ্যান্টনকে

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : ইস্টবেঙ্গলে খেলা মানেই হল, 'আমাগো ফ্যান্স'দের কী ভয়ংকর চাপ, ডেনমার্কে বসে যা জানার উপায় নেই অ্যান্টন সোজবার্গের। তবে তাঁকে জানানোর দায়িত্বটা নিয়েছেন সুলঞ্জনা রাউল। পাশাপাশি হয়তো খেলবেন না, কিন্তু জার্সির রং যে একই। তাই কোপেনহেগেন থেকে এদিন এসে পৌঁছানো অ্যান্টনকে পথ দেখানোর দায়িত্বটা নিলেন সুলঞ্জনাই।

কোনও অলীক কল্পনা নয়। এমনই এক রিলস দেখা গেল ইস্টবেঙ্গল এফসি-র নিজস্ব সামাজিক মাধ্যমে। ২০২০ সালে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে যোগ দেওয়ার পর থেকে টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে কখনোই জয়ের মুখ দেখেনি যারা সেই তারাই এবার প্রথম ম্যাচে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-কে তুড়ি মেরে ৩-০ উড়িয়ে শুরু করেছে। সদ্য দলে যোগ দেওয়া ইউসেফ এজেজ্জারি বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি বাকিদের মতো শুধুই বেড়াতে আসেননি।

কলকাতায় চলে এলেন ইস্টবেঙ্গলের ষষ্ঠ বিদেশি অ্যান্টন সোজবার্গ।

এবার স্ট্রাইকিং লাইন যাতে আর না ভোগায় তাই নিয়ে আসা হল অ্যান্টনকেও। মাঠের বাইরেও এবার বুদ্ধিদীপ্ত ইস্টবেঙ্গল। যা দেখা যাচ্ছে, সমর্থকদের টিফো থেকে ইমামি ম্যানেজমেন্টের মিডিয়া দলের সদস্যদের কনটেন্টে।

এদিন সকালে কোপেনহেগেন থেকে কলকাতায় পা রাখা অ্যান্টনকে স্বাগত জানাতে ক্লাব এবং ইমামির তরফে লোকজন হাজির ছিলেন বিমানবন্দরে। ফুলের তোড়া ও ক্লাবের উত্তরীয় পরিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে। মাত্র ২৫ বছর বয়সি সেন্টার ফরোয়ার্ডকে লম্বা সফরের পরও দিব্যি হাসিখুশি লেগেছে। তিনি সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়ে দেন, 'কোপেনহেগেন থেকে আমি কলকাতায় এসে গিয়েছি আমাগো ফ্যান্স।'

কোচ-ক্যাপ্টেনকে কৃতিত্ব ম্যাচের সেরা দুবের

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

আহমেদাবাদ, ১৮ ফেব্রুয়ারি : চারে চার। গ্রুপ পর্বের ম্যাচের পালা শেষ। এবার সুপার এইট পর্ব।

রবিবার নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সুপার এইট অভিযান শুরু করছে টিম ইন্ডিয়া। তার আগে নেদারল্যান্ডস ম্যাচ শেষেই দলের অন্দরে আগামীর ভাবনা শুরু।

ফিল্ডিং নিয়ে দুশ্চিন্তা রয়েছে। টপ অর্ডার ব্যাটিং নিয়েও রয়েছে উদ্বেগ। কিন্তু তারপরও ভারতীয় দল ফুরফুরে, বিন্দাস। ম্যাচের রং বদলে দেওয়া শিবম দুবেকে নিয়ে মজে রয়েছে ভারতীয় দল। প্রথমে ব্যাট হাতে ৩১ বলে ৬৬ রানের ইনিংস। পরে বল হাতে জোড়া উইকেট। শিবম এখন টিম ইন্ডিয়ার আদর্শ

দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের ভাবনা শুরু

অলরাউন্ডার। ম্যাচ সেরা হওয়ার পর রাতের সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে শিবম তাঁর সাফল্যের যাবতীয় কৃতিত্ব দিয়েছেন দলের কোচ গৌতম গম্ভীর ও অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে। কোচ-অধিনায়কের আস্থার মর্যাদা দিয়ে শিবম বলেছেন, 'গোতি ও সূর্যভাই সবসময় আমায় ভরসা দিয়ে গিয়েছে। স্বাধীনভাবে আমায় দায়িত্ব পালন করতে দিয়েছে। আমি সেরাটা দিয়ে সেই আস্থার মর্যাদা রাখার চেষ্টা করে চলেছি।'

নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের পিচ ব্যাটিংয়ের জন্য খুব একটা সহজ ছিল না। সেই পিচে টপ গিয়ারে আগ্রাসী ব্যাটিং। শিবম বলছেন, 'কঠিন পরিস্থিতি ছিল। ব্যাটিংয়ের জন্য সহজ ছিল না উইকেট। এমন চ্যালেঞ্জ নিতে আমি পছন্দ করি। সেটাই করেছি। এমন পিচে কীভাবে বড় শট খেলতে হয়, সেটা জানি।' শুরুতে তিনি নিজেও চাপে ছিলেন বলে জানিয়েছেন শিবম। আগ্রাসনের পথে গিয়ে চাপ কাটিয়ে বাজিমাত করেছেন তিনি। এদিকে, আজ নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ম্যাচের শেষদিকে একটি ক্যাচ ধরতে গিয়ে রিঙ্কু সিংয়ের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। ভারতীয় দলের অন্দরের খবর, বল স্কাইয়ের বুকে লেগেছে। যদিও চোট কতটা গুরুতর, স্পষ্ট নয়।

সহজ জয়ে গ্রুপ শীর্ষে প্রোটিয়ারা

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে সহজ জয়ে টি২০ বিশ্বকাপে গ্রুপের শীর্ষে থেকে সুপার এইটে খেলা নিশ্চিত করল দক্ষিণ আফ্রিকা।

বুধবার শুরুতে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১২২ রান তোলে আমিরশাহি। দক্ষিণ আফ্রিকার করবিন বশ ৩ উইকেট নেন। পাশাপাশি আনরিখ নর্তজে ২ উইকেট তুলে নেন। ১২৩ রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে খেলে প্রোটিয়ারা। অধিনায়ক আইডেন মার্করাম ঝোড়ো ইনিংস খেলে ম্যাচের রাশ নিজেদের হাতে নিয়ে নেন। পরে রায়ান রিকেলটন ও ডেওয়াল্ড ব্রেভিস দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ে দলকে জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেন। মাত্র ১৩.২ ওভারেই ৪ উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। টানা চতুর্থ এই জয়ে ৮ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে থেকে সুপার এইটে খেলা নিশ্চিত করল দক্ষিণ আফ্রিকা।

বেনফিকাকে হারিয়ে বর্ণবিদ্বেষের শিকার ভিনি

গোল করে ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের এই সেলিব্রেশনেই শুরু হয় বিতর্ক।

লিসবন, ১৮ ফেব্রুয়ারি : ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের করা একমাত্র গোলে জয়। উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্লে-অফ পর্বে প্রথম লেগের ম্যাচে বেনফিকাকে তাদেরই মাঠে ১-০ গোলে হারাল রিয়াল মাদ্রিদ। ম্যাচ শেষে বেনফিকা সমর্থকদের কাছে বর্ণবিদ্বেষের শিকার রিয়ালের জয়ের নায়ক ভিনি।

হোসে মোরিনহোর বেনফিকার কাছে হারের জেরেই সরাসরি শেষ ষোলোয় খেলার স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল মাদ্রিদ জায়েন্টদের। এখন দুই লেগের প্লে-অফ পর্ব জিতে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করতে হবে রিয়ালকে। সেখানে প্রথম লেগের লড়াইয়ে বেনফিকাকে একতরফাভাবে হারাল রিয়াল মাদ্রিদ। প্রথমার্ধে প্রতিপক্ষের রক্ষণকে চাপে রাখলেও গোলমুখ খুলতে পারেননি কিলিয়ান এমবাপেরা। ৫০ মিনিটে ডেডলক ভাঙেন ভিনি। ব্রাজিলীয় তারকার এই গোলের পরই বিতর্কের সূত্রপাত।

কর্নার পতাকার সামনে গোলের সেলিব্রেশন করছিলেন ভিনিসিয়াস। বেনফিকা সমর্থকদের তাতে মনে হয়, পতাকায় থাকা তাঁদের ক্লাবের প্রতীককে অপমান করেছেন ভিনি। রিয়াল শিবিরের অভিযোগ, এরপরই ব্রাজিলীয় তারকার উদ্দেশে অনবরত বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য ভেসে আসতে থাকে। মাঠে জলের বোতল ছুড়তে শুরু করেন বেনফিকা সমর্থকরা। এরই মধ্যে বেনফিকার ফুটবলার জিয়ানলুকা প্রেস্তিয়ানি জার্সিতে মুখ ঢেকে কিছু একটা বলেন। এই ঘটনায় আরও ক্ষুব্ধ হয়ে রেফারির কাছে অভিযোগ জানান ভিনিসিয়াস। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। প্রায় ১০ মিনিট খেলা বন্ধ রাখতে হয়।

একাধিক স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমের দাবি, প্রেস্তিয়ানি ভিনিকে 'বাঁদর' বলেছেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বেনফিকার ওই ফুটবলার। ভিনিসিয়াসের সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে লাল কার্ড দেখেন বেনফিকার কোচ মোরিনহো। হলুদ কার্ড দেখেছেন ভিনিও। এই ঘটনার পর মোরিনহোর মন্তব্য, 'ভিনিকে আমি বলছিলাম, দারুণ গোলের পর এমন সেলিব্রেশন কেন? ভদ্রভাবেও উদযাপন করা যেত। ভিনি যে স্টেডিয়ামেই খেলতে যায়, সেখানেই এমন কিছু ঘটে। ওর সঙ্গেই কেন এমন হয়! হয়তো ওরও ভুল আছে কোনও।'

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফলাফল

গালাতাসারে ৫-২ জুভেন্তাস
এএস মোনাকো ২-৩ প্যারিস সাঁ জাঁ
বেনফিকা ০-১ রিয়াল মাদ্রিদ
বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ২-০ আটালান্টা

অস্ট্রেলিয়ায় বাসন মাজতে হয়েছে পাকিস্তান হকি দলকে

লাহোর, ১৮ ফেব্রুয়ারি : অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে গিয়ে চরম লজ্জার মুখে পাকিস্তান হকি দল।

অস্ট্রেলিয়ায় এফআইএইচ প্রো লিগের ম্যাচ খেলতে গিয়েছিল পাক দল। কিন্তু হোটেলে বুকিং বাতিল হওয়ায় দীর্ঘক্ষণ রাস্তাতেই থাকতে হয় খেলোয়াড়দের। পরে কোনওক্রমে থাকার ব্যবস্থা হলেও ম্যাচ খেলতে যাওয়ার আগে বাসন মাজতে ও কাপড় পরিষ্কার করতে হয়েছে তাদের।

অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে যা নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন পাক খেলোয়াড়রা। অধিনায়ক শাকিল আহমেদ বাট বলেছেন, 'আমাদের সিডনি পৌঁছে ১২-১৫ ঘণ্টা ধরে হোটেলের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কেউ আমাদের দায়িত্ব নেয়নি। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না।' তিনি আরও যোগ করেন, 'আমরা প্রাতঃরাশ নিজেরাই তৈরি করতাম। তারপর দুই-তিন ঘণ্টা ধরে বাসন মাজা। তারপর কাপড় ও ঘর পরিষ্কার করতে হত। কোনও বিশ্রামের সময় পাইনি। এরপরে কীভাবে আমরা পারফর্ম করব?' হকি দলের অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন বর্ধমান -এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা অরুণ কুমার সিনহা - কে

26.11.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 56L 50305 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি সমাজে নিজেকে কোটিপতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি। এখন আমি এক কোটি টাকার পুরস্কারের আশীর্বাদ পেয়েছি যা ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির ভালো পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে। কোটিপতি হতে ইচ্ছুক সকলকে আমার শুভেচ্ছা।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

১০ জনেও দাপট শিলিগুড়ির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : সিএবি-র আন্তঃজেলা অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে বুধবার শিলিগুড়ি ৪ উইকেটে জিতেছে নদিয়ার বিরুদ্ধে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে হেরে নদিয়া ৩৭ ওভারে ১১২ রানে অল আউট হয়। ম্যাচের সেরা দিব্যাংশ শর্মা

লড়াইয়ের প্রশংসায় কুন্তল

৩৭ রানে ৫ উইকেট ফেলে দেয়। জবাবে শিলিগুড়ি ৩৪.৫ ওভারে ৬ উইকেটে ১১৩ রান তুলে নেয়। রোশন শা ২৭ রান করে। রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত কাগজপত্রে ত্রুটি থাকায় শিলিগুড়ির পাঁচজন ক্রিকেটার খেলার সুযোগ পায়নি। আয়োজক কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত বলেছেন, 'অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। শিলিগুড়ির কয়েকজন ক্রিকেটারের কাগজপত্রে ত্রুটি থাকায় তারা ১০ জন ক্রিকেটার নিয়েই ম্যাচ খেলেছে।'

ম্যাচের সেরা হয়ে দিব্যাংশ শর্মা। ছবি : জয়দেব দাস

শিলিগুড়ি দলে সমস্যার কথা মেনে নিয়ে তা সমাধানের প্রক্রিয়াও মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে। পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী বলেছেন, 'সিএবি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ায় বদল এনেছে। অনেক সময়ই ওটিপি পৌঁছাতে দেরি হচ্ছে। সিএবি-তে টেকস্যাভি অনেক কর্মী আছে। কিন্তু ক্রীড়া পরিষদে কেউ চাকরি করে না। তারপরও আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করছি। আশা করছি, পরের ম্যাচে আর রেজিস্ট্রেশন নিয়ে কোনও সমস্যা থাকবে না। তার আগে ১০ জনে মিলে খেলেও শিলিগুড়ির ক্রিকেটাররা যে দাপট দেখিয়েছে তার প্রশংসা করছি।' শুক্রবার শিলিগুড়ি পরের ম্যাচে মুখোমুখি হবে উত্তর দিনাজপুরের।

মার্শের দলের সমালোচনায় পন্টিং-ম্যাকগ্রাথরা

ক্যানবেরা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : এ কোন অস্ট্রেলিয়া! মিচেল মার্শের দলের এহেন হাল দেখে ক্ষুব্ধ অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তনীরা।

রিকি পন্টিং তো পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, 'অস্ট্রেলিয়া আইসিসি প্রতিযোগিতায় যে দাপট দেখাত, সেটা এই দলটার মধ্যে দেখতে পাইনি। টপ অর্ডার ব্যর্থ। জিম্বাবোয়ে ম্যাচে হারটাই অস্ট্রেলিয়াকে ধাক্কা দিয়েছে। এই ম্যাচটাই বিশ্বকাপ অভিযান শেষ করে দিল।' গ্লেন ম্যাকগ্রাথ দল নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেছেন, 'ক্যামেরন গ্রিন বল না করলেও নির্বাচকরা বলেছে, ও (স্টিভেন) স্মিথের থেকে ভালো খেলোয়াড়। বল না করলে ও কীভাবে দলে জায়গা পায়? বিশ্বকাপ শুরুর আগে থেকেই অস্ট্রেলিয়ার পারফরমেন্স নিয়ে চিন্তিত ছিলাম।'